



ক  
২৩৭



আইন সংযুক্ত

# কাদম্বিনী নাটক ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

---

সদন জামীন মুসলিম আদালতের ডিরোয়া প্রাপ্ত উকীল

শ্রীযুক্ত কুশদেব পাল কর্তৃক

সংগৃহীত ।

কলিকাতা

শীল ৬৬ ব্রাদার্স যন্ত্রে মুদ্রিত ।

১২৬৯ সাল ।





## বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক বাঁহারদিগের আয়োজন হইবেক তাঁহারা বাঁহার  
পাত নিবাসী উক্ত গ্রন্থকারের নিকট কিম্বা কলিকাতা বাঙ্গা রটতল  
শ্রীযুক্ত নৃপাল লীলের ২৪৬ নং পুস্তকালয়ে ক্রয় করিলে প্রাপ্ত হই-  
বেন।



# আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক ।

## পর্যায়

সদানন্দ মাতৃশ্রাদ্ধে, সদা চিন্তা মনে ।  
দ্বিজগণ আত্মজন, ভূষিব কেমনে ॥  
যাণ্মাসিকে দিন দেখে, করি আয়োজন ।  
নিমন্ত্রণ কবিল ব্রাহ্মণ আত্মজন ॥  
পুলকিত নিমন্ত্রিত, ক্রমে আগমন ।  
আত্ম হেতু উপনীত, রমণীমোহন ॥  
সম্মান করিয়া দিল, বসিতে আসন ।  
পূর্বদিকে বসি রকে, স্থির হৈল মন ॥  
হুঁকাতে লাগায় নল, তামাকের ঘটা ।  
চমকিত আচম্বিত, বিছাতের হুটা ॥

[ এই সময়ে কাদম্বিনীর প্রবেশ । ]

কাদম্বিনী ।—ঠাকুরদাদা মহাশয় কতক্ষণ আগমন হয়েছে,  
একণে আপনি ভালত আছেন ?

রমণীমোহন ।—(যদিচ বিশেষ প্রত্যক্ষ ছিল না তথাচ  
গদাধর সেনের কস্তা অনুমান করিয়া কহিল) হেঁ

আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক ।

ভূই—এক্ষণে একরূপ ভাল আছি, এই আদর্শটা  
খানেক হলো এসেছি ।

কাদ।—আপনার যে বেরারাম হইয়াছিল, বাবা দেখিয়া  
আমি কত খেদ করিতে লাগিলেন আমরাও কত  
ভাবিত হয়েছিলাম, যাহা হউক পরনেশ্বর রক্ষা  
করিয়াছেন এষ্ট মঙ্গল, এখন এই কর্মে ভূই তিন  
দিন আপনার ত থাকি হবে ?

রমনী—এই কর্মের উপলক্ষে আসা হয়েছে, সন্তোষ  
থাকতেও হবে, ভোমাদের বাড়ির সব মঙ্গল ত বটে,  
আর ভূমিও ত ভাল আছি ?

কাদ।—বাড়ির সকলে ভাল আছেন, আমিও বেঁচে  
আছি, ঠাকুরদাদা, আমার মরা বাঁচা সমান ।

পয়ার ।

এত বসি কাদম্বিনী, মুচুকে হেসে ভেনে ।

ফিরে ফিরে পশ্চিমের, রকে গিয়া বসে ॥

উভয়ের মনোমধ্যে, কি কহিব হায় ।

উভয় চঞ্চল হৈল, কটাক্ষে ঘায় ॥

পারী।—করে কাদম্বিনী এলি ? ভাল হয়েছে আমি  
জল খাবার প্রস্তুত করেছি, একটা পান সেজে ঠাকুর-  
দাদাকে দিয়ে আয় দেখি, আমি জল নিরে যাচ্ছি ।

কাদ।—কেন ভূমি জল খাবার তৈয়ার করে, ভূমি কেন  
ঠাকুরদাদাকে দিয়ে এসো না ।

প্যারী !—না লো, আমি কষ্টে তুই নিয়ে গেলে ঠাকুরদাদা খুসি হবেন, এবং তোর হাতের পান্টা খেলে মুখ রাঙ্গা করে প্রাণটা ঠাণ্ডা করবেন এখন ।

কাদ ।—ওঁর আর ঠাট্টা দেখে বাঁচিনে, আমায়ে ঠাকুরদাদা তোমায়ে ঠাকুরদাদা তুমি দিলে কি ঠাণ্ডা হবেন না ।

প্যারী ।—অরে তুই আর আমি অনেক তফাত, “দেমন চাঁদে আর বাঁদে” তা তুই না দিলে বলে কি আমি পারিনে ।

পয়ার ।

এত বলি দ্রুতগতি, প্যারীমণি যান ।

নিয়ে বলে ঠাকুরদাদা, খাও জলপান ॥

র-মো ।—কি হে তোমাদের হুজনে কি কলহ হক্টিয় ?  
আমি ভাবলাম বুঝি মারামারি হয়, আমাকেই বা খামাতে যেতে হবে ।

প্যারী ।—(স্বাস্য করিয়া) না ঠাকুরদাদা এমন কিছু নয়  
আমাদের রহস্য হচ্ছিল ।

র-মো ।—তা বুঝেছি হে বুঝেছি, (প্যারীকে নিকটে দেখিয়া আস্তে আস্তে) কেমন হে এণি না গদাধর সেনের মেয়ে ?

প্যারী ।—কি ঠাকুরদাদা তুমি কি চিন্তে পারনি তা চিনবে বা কেমন করে, যাতায়াত ত প্রায় নেই । ও

সেই-সেন পিসে মশার মেয়ে বটে, ওর সেই যে বছর  
বে হয়েছিল, সেই বছরই কপাল পুড়ে গেছে।

র-মো।—আহা! এমন সুন্দরীর এমন অবস্থা, সকলি  
পরমেশ্বরের ইচ্ছা! তা হেঁ হে স্বভাবে ত আছে,  
না ভজ্জতাব?

প্যারী।—না ভাই ঠাকুরদাদা ওর কোন দোষ নাই, তবে  
ঠমক্খানা দেখলে লোকে সন্দেহ কর্তে পারে বটে  
কিন্তু তা নয়।

পয়ার।

অতঃপর প্যারীমণি, করিল প্রস্থান।  
রমণীমোহন পরে, খায় জল-পান ॥  
ভিঁয়ানির ঘরে গরে, ঘারেতে বসিল।  
কিন্তু কটাক্ষের জ্বালা, নির্ধারণ না হলো ॥

সদানন্দ।—মহাশয়ের আগমন হয়েছে আমার শুভাদৃষ্ট  
বলিতে হইবেক, এক্ষণে বিবেচনা করণ ৩৪ শত  
লোকের আয়োজন, ৫ মোন সন্দেশ হইবেক, কল্যা  
সঙ্ক্যার পর লুটির গোলা জলিবেক ৪ মোন মরদা  
আর কাশীব পাণ্ডা ৪ মোন আনান হয়েছে, কু-  
লান কি হইবে না? আপনি বয়েসে প্রবীণ নহেন-  
বটে, কিন্তু এসকল বিষয়ে বিলক্ষণ বিচক্ষণ, যাতে প্রতুল  
হর করণ, আপনার আসাতে আমার কি পর্য্যন্ত  
সাহস হয়েছে বলিতে পারিনে।

র-মো ।—বাবু চিন্তা কি, যে সকল নামগ্রী আয়োজন  
হয়েছে ইহাতে বিলক্ষণ হইতে পারিবে, বিশেষ  
তোমার মায়ের পুণ্যে অকুলান হইবে না ।

পয়ার ।

ইতিমধ্যে কাদম্বিনী, গৃহমধ্যে যায় ।  
ঐশ্বর্য্যভাব সচক্ষু, হরিণীর প্রায় ॥  
স্থির হতে নাহি পারে, এসে পুনর্ব্বার ।  
মধ্যে মধ্যে বাতায়াত, তিন চারি বার ।  
ঐ রূপ চক্ষু অতি, রমণীমোহন ।  
কি করিবে কি হইবে, ভাবে মনে মন ॥

অতঃপর রজনীতে রমণীমোহনের  
আক্ষেপোক্তি

পয়ার ।

রজনী হইল যবে, ঘন্টা নয় দশ ।  
অদর্শনে উভয়ের, শূন্য দিক্ দশ ॥  
রমণীমোহন ভাবে, একি সর্ব্বনাশ ।  
কামিনীরে হেরি বুঝি, দেহ হয় নাশ ॥  
কিবা সুমধুর হাসি, পীষূষের প্রায় ।  
মনে মন আকিঞ্চন, বুঝি অভিশ্রায় ॥



## আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক।

চল চল দুটি আঁধি, ছল ছল করে ।  
 তবু শোভা করে অলঙ্কার শূন্য করে ॥  
 কিবা বেশ মুক্ত কেশ, মনোহর বাঁসা ।  
 নিতম্ব ঘেরেছে তবু, আর বাড়ে আশা ॥  
 আহা! কি মাধুর্য গতি, কিবা শ্রিয়মান ।  
 পাশ্চাত্য দেখিলে ফিরে, চমকে উঠে প্রাণ ॥  
 কুশদেব বলে ভাল, চৈকিগাম দায় ।  
 কেমনে সমাপ্ত হবে, ভেবে প্রাণ যায় ॥

গীত ।

রাগিনী পারা ভৈরবী । তাল ঠেকা ।

কেমনে পাব তারে । সনর্পিয়া মন প্রাণ সদা ভাবি  
 যারে ॥ ধ্রু ॥ নাহি জ্ঞান নিশি দিন, ভেবে তনু হল  
 ক্ষীণ, রতি গতি গতি হীন, তরি পারাবারে ।  
 কুশদেব মনে ভাবে, সহজে কি পাওয়া যাবে,  
 বাসনা হলে কি হবে, শত্রু ঘরে পরে ।

[ কাদম্বিনীর আক্ষেপোক্তি । ]

ত্রিপদী ।

কাদম্বিনী নিজ গৃহে, বিচ্ছেদ বিরহে দহে,  
 ভাবে একি হইল জঞ্জাল ।  
 দেখি প্রেমসিন্ধু নীরে, শীঘ্র আসিয়া ধীরে,  
 বিস্তারিল প্রণয়ের জাল ॥

আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক ।

কিবা মৃত্ত মন্দ হাসি,                      কিবা স্তম্ভুর ভাষি,  
মমঃ প্রাণ হরিল কটাক্ষে ।  
লেগেছে প্রেমের ফাঁসী,                      মনে হয় হই দানী,  
ভাবি ভায় কি ভাব সে পক্ষে ॥  
প্রভাত হইলে নিশি,                      কতক্ষণে মুখশনি,  
নিরক্ষিয়া জুড়াব নয়ন ।  
কুশদেব বলে ধনী,                      রমণী মোহন অমি,  
মারো মারো চক্ষু উঠে মন ।

দীত

রাগিণী আলিয়া ।      তাল একতাল ।

করি কি উপায় করি কি উপায় । মারে মন সদা  
চার, না হেরিয়ে তায়, হলো একি দায়, মরি মরি,  
প্রাণ বুঝি নিশায় আজি যায় ॥ ধ্রু ॥  
দেখিয়ে তরঙ্গ ভারি, কিকপে তরিতে পারি, হেরি  
অনুপায়, শত্রু সদা পায়, কেমনে সে পায়, হবে  
সদুপায়, মরি মরি, গেল সুখ কব দুঃখ কায় ॥

গয়ার ।

রজনীতে উভয়ের, নিদ্রা না হইল ।  
আতারি কাতারি করি, নিশি পোহাইল ॥  
তোপ না পড়িতে শয্যা, হইতে উঠিল ।  
বাহির হইতে ক্রমে, প্রভা প্রকাশিল ॥

আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক ।

[ গদাধর সেনের চণ্ডীমণ্ডপ, রমণীমোহ-  
নের প্রবেশ । ]

গদা । — খুড়া মহাশয় আস্তে আস্তে আজ্ঞা হোক, আপনি বয়ে-  
সের ছোট কিন্তু সম্পর্কে বড় নমস্কার হই, আপনার  
কল্যাণ আসা হয়েছে, ভাল হয়েছে বাড়ির সকল মঙ্গলও  
বটে ।

রমো । — হাঁ বাপু বাড়ির সব প্রাণেই মঙ্গল, আপাতত জল-  
পাত্রটা আনাতে হবে ।

গদা । — (চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠায় দাঁড়াইয়া কিছু উচ্চৈঃস্বরে)  
কাদম্বিনী, ওগো কাদম্বিনী ! না জলপাত্রটা দিয়ে  
মাও ত গা ।

পথার ।

কাদম্বিনী শব্দ শুনি প্রকুল্লিত কাহ ।  
জলপাত্র লয়ে ধনী দ্রুতগতি দায় ॥  
পৈঠার দ্বারেতে গিয়ে দাঁড়াইল মাত্র ।  
কটাক্ষ ফেপণ করি রাখে জলপাত্র ॥  
রমণীমোহন অগ্নি হয়ে জ্বরাবান !  
কটাক্ষেতে সম্বরিল কটাক্ষের বাণ ॥

অতঃপর রমণীমোহন বহির্দেশ গমনান্তে প্রত্যাগত  
হইয়া মুখ প্রক্ষালন ইত্যাদি করিয়া চান ঘণ্টা পর্যন্ত গদা-  
ধর সেনের বাটী অবস্থিতি করিল বটে, কিন্তু (কাদম্বিনীর  
সহিত বিশেষমত কথোপকথন অথবা সাক্ষাৎ ইত্যাদি)

প্রত্যাশাপূর্ণ না হওয়ায়, কেবো বাড়ি আনিয়া প্রবেশ  
করিল, অথচ কাদম্বিনী তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে অথবা  
মধ্যে ২ যাতায়াত করিতে ক্ষান্ত থাকিল না ।

প্যারী ।—ঠাকুরদাদা মহাশয়, ভোরে উঠে কোথায় যাওয়া  
হইয়াছিল এতক্ষণ যে দেখিনি ?

র-মো ।—এই ভাই প্রাতঃকৃত্য সেয়ে আসিতে গিইছিলাম ।

প্যারী ।—এতবেলা কোথা হিলে, যা হোক্ মন্টা কিছু  
কোনকোনে গোচ দেখচি কেন ?

র-মো ।—কিসে হে মন্টা কেন্কেনে দেখলে ? তোমার  
ত কিছু বলিনি ।

প্যারী ।—আমায় কি বলবে, আমার কিছু রকম সকম  
নেই যে বলবে ।

র-মো ।—তোমার রকম সকম নেই তবে কার আছে ?

প্যারী ।—কার আছে তা বুঝে দেখ, আমি তাব ভক্তি-  
তেই বুঝেছি, হলেও হতে পারে ।

র-মো ।—কি হে হলেও হতেপারে, তা যা হোক্ প্যারী তাই  
একটা কথা বলি তুমি তাই কার বলতে যাবে না  
কাদম্বিনীর ভাবটা কি বলতে পার ?

প্যারী ।—তাইত বলি ঠাকুরদাদা আমি বুঝেছি কি না  
বুঝেছি ।

র-মো ।—বুঝবে না কেন তাই, একি দাইয়ের কাছে কোঁক  
ছাপা ।

( নেপথ্যে ) ঠাকুরদাদা ঠাকুরদাদা এই দিকে আসুন  
ছেন ওজন নিতে হবে ।

## আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক

পয়ার ।

কেযোবাড়ী কামে ব্যস্ত, রমণীমোহন ।  
কিন্তু মন সুস্থ নহে, সদা উচ্চাটন ॥  
এই মাত্র মদ্যো মদ্যো, কটাক্ষ সজ্জান ।  
থেকে থেকে উভয়ের, চম্কে উঠে প্রাণ ॥  
স্বানাহার করি পরে, রমণীমোহন ।  
কণকাল নিদ্রা আশে, করিল শয়ন ॥  
নিদ্রা না হইল ভাল, গচিস্তিত রম ।  
কদম্বনে উঠিয়া কর্মেতে ব্যস্ত হয় ॥

[ কাদম্বিনীর সহোদর বালক শশীর প্রবেশ । ]

শশী ।—ঠাকুরদাদা মহাশয় আনন্দের বাড়ি একটু আ-  
জুন ।

র-মো ।—কেন হে তোমাদের বাড়ি কি, কেন যেতে হবে ?

শশী ।—দিদি, আপনার জল খাবার তৈয়ার করেছেন  
তাই যেতে হবে ।

র-মো ।—(স্বগত হে পরমেশ্বর ! বুঝি মুখ তুলে চাইলে )  
প্রকাশ করিয়া এখানে নানা কর্মে ব্যস্ত এখনি আ-  
বার জল খেতে যেতে হবে, তবে চল যাই শীঘ্র করে  
দেরে আসি ।

[ গদাধর সেনের বাঁটা উত্তরদিগকার ঘরের ভিতর  
রমণীমোহনের প্রবেশ । ]

কিন্তু ছুরদৃষ্ট বশতঃ খাওয়ার লোভে কাদম্বিনীর সহো-  
দর ১০ বৎসর বয়ঃক্রম শশী স্থানান্তর হইল না ।

কাদ ।—( ঘরের ভিতর পূর্বদিগে দণ্ডায়মান হইয়া ) ঠাকুর-  
দাদা মহাশয় আস্তে আস্তে হোক, আমাদের এখানে  
কিছু মেলেনা কেবল জল খাওয়া মাত্র ।

র-মো ।—জল খাওয়ার যা হোক ভাই, একটা পান দিয়ে  
প্রাণ ঠাণ্ডা কর তা হলেই হয়, বিশেষতঃ জল খাও-  
য়ারি বা কনি কি ? আঁব, কাঁঠাল, জ্ঞান, কচুরি,  
জ্বিনাপী, ছেনাবড়া, সন্দেশ, এই কি এক পেটে  
সামলান যাবে, ছুট পেট কর্তে পাল্লো ভাল হতো ।

কাদ ।—( বাম হস্তে বসনে বদন আচ্ছাদিয়া মিচকে হা-  
সিয়া ) ওরে শশি তোর জল খাবার এই রিকাবি  
খান নিয়ে কেন বাহিরে গিয়ে খান ।

শশী ।—ইঃ আমি বুঝি এই ছোট রিকাবি নিয়ে যাব ।

র-মো ।—( স্বগত এতো ভারি শব্দ হল দেখে পাই ) প্র-  
কাশ করিয়া এসো ভাই এসো ! এই কথা বলিয়া  
( পূর্বাস্থ্য পিড়িতে বসিয়া ছোট রিকাবি খানি পরি-  
পূর্ণ করিয়া দিল ) ।

কাদ ।—কি ঠাকুরদাদা আর থাক্ কি ? আর দিওনা,  
শশীকে চাহিয়া, যান। পোড়াকপালে ছোঁড়া বানো,  
তোর ঢের হয়েছে নিয়ে বাহিরে যান ।

শশী।—আমি বাইরে যাব না এখানে বসে থাক।

কাদ।—(অনেক প্রকার কৌশল করিল কিন্তু শশীকে কোন ক্রমে বাহিরে পাঠাইতে পারিল না) প্রকাশ করিয়া আমার যেমন কপাল। যদি বা কপালক্রমে ঠাকুরদাদার পদার্পণ হয়েছিল কিন্তু ভাল করে জল খাওয়াতেও পাল্লেন না।

র-মো।—আর ভাই এ জল খাওয়া ঢের হলো, কিন্তু সে জল না খাওয়ালে ত প্রাণ ঠাণ্ডা হবে না।

কাদ।—(নিচুকে হেসে শশী পাছে বুঝতে পারে এই ভাবিয়া) কহিল ওরে শশি, তোরে মা ডাকছেন শুনে আয় দেখি।

শশী।—আমার খাওয়া না হলে যাব না, আগে খাই তবে যাব।

পর্যায়।

উভয়ের মনে মনে, হলো যে বাতনা।

দেবতা জানেন আর, জানে দুই জনা ॥

মনকথা এ সময়, না হইল যদি।

এমন ঘটনা কি আর, ঘটাবেন বিদি ॥

র-মো।—(বিলম্ব হয় পাছে কেহ কিছু সন্দেহ করে, এই ভাবিয়া আর বিলম্ব না করিয়া, জলপান খাইয়া,

তথাচ অবৈর্য্য হইয়া) কহিল ভাই ! আসি মনে  
রেখ ।

পর্য্যার ।

রমণীমোহন যদি, বাহিরেতে গেল ।  
বিরন বদনে গনী, অরাক হইল ॥  
মনে মনে কত ভাব, ভাবেরে কত ভাবে ।  
নাতি জানি শশী প্রতিবন্ধক ঘটাবে ॥  
আগেতে জানিলে কিছু, হইত উপায় ।  
হস্তে নিধি দিয়ে বিধি, বিড়ম্বিল হায় ॥  
অতঃপর কর্ম্মযোগে, দুই দিন গেল ।  
প্রত্যক্ষ কটাক্ষ ভিন্ন, কিছু না হইল ॥

[ ক্রিয়া সমাধানান্তে নিশি প্রভাত সদানন্দ  
ঘোষের বাটী । ]

রমণীমোহন ।—ঘোষের পো ! কয়েক দিন আসা হয়েছে  
আর ৬ ইচ্ছে ক্রিয়াও বিলক্ষণ সুপ্রতুল হয়েছে, এক্ষণে  
বাটী যেতে বাসনা করি ।

সদানন্দ ।—ক্রিয়া সুপ্রতুল হওয়ার মূল আপনি, যেহেতুক  
আপনি যে রূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, বোধ হয়  
অণ্ডে হতে কখনই একরূপ হইবার সম্ভব ছিল না,  
একরূপ চারিদিকে নজর রাখা কার সাধ্য? সে বাহা



হউক কদিন অত্যন্ত কষ্ট গিয়েছে অল্প অবস্থিতি  
করিয়া কল্যাণ প্রাতে গমন করিবেন।

[সদানন্দের ভ্রাতৃকথা প্যারীর প্রবেশ।]

প্যারী।—কি ঠাকুরদাদা বাড়ি যাবেন নাকি? আজ কখনই যেতে পাবে না, কদিন বড় পারিশ্রম গিয়েছে আজ থাকুন।

র-মো।—(তোরা চায় ভাঙ্গা বেড়া) প্রকাশ করিয়া তবে সকালে সকালে স্নান করে রসুইয়ের উদ্ভোগ কর।

রমণীমোহন সে দিবস অবস্থিতি করিল বটে, কিন্তু আশার সুসার কিছুই হইল না, তবে কত রূপ চিন্তা করিতে লাগিল। কখন বিবেচনা করে প্যারীর দ্বারা কিছু প্রস্তাব করা বাড়ুক, আবার বিবেচনা করে প্যারী অতি চঞ্চল পাছে প্রকাশ করে ফেলে, ওকে বলা কখনই উচিত হয় না, ইত্যাদি ইত্যন্তঃ করিতে লাগিল, ফলতঃ মন অত্যন্ত উচ্ছাটন হইল তাহা প্রকাশ করিবার নয়।

[ঐকালে গমন হইতে উঠিয়া পূর্বাভিকার রকে।]

র-মো।—প্যারি ও প্যারি! একটু জল দিতে হবে, আর একটা পান দিলে দিতেও পার?

প্যারী ।—( জল পান লইয়া নিকটে গিয়া ) কি ঠাকুরদাদা পটেছে কি ?

র-মো ।—কি হে পট্বে কি ? আমি যে কিছু বুঝতে পারি নাই ।

প্যারী ।—ঠাকুরদাদা তুমি বল আর না বল, আমি তাব ভঙ্গিতে বুঝেছি ।

র-মো ।—( স্বগতঃ যদিচ মনঃক্লেশ হয়েছে বটে, তথাচ একে বলা হবে না, আমি ঢাক মারবে ) প্রকাশ করিয়া তাব ভঙ্গিতে কি বুঝেছ হে ?

প্যারী ।—আর কেন ঠাকুরদাদা তুমি বলবে না, কিন্তু তোনার নামে কাদম্বিনীর লাল পড়ে, বিশেষ বাড়ি থেকে নড়ত না কিন্তু তুমি আসা অবধি এবাড়ি প্রায় ছাড়ি হয় না, অধিকন্তু পরস্পর বলছিল তাই ঠাকুরদাদা বেশ রসিক, যে মজার মজার কথা বলেন শুন্তে ইচ্ছে করে ।

[ কাদম্বিনীর প্রবেশ । ]

এই যে তোমার দেখনহাসি এলো ।

কাদ ।—কিরে প্যারি দিদি কি বল্ছিস শুন্তে পাইনে ।

প্যারী ।—তুই তাই কি শুন্বি ? আমাদের দুঃখের কথা আমরাই বলাবলি করছি ।

র-মো ।—কি কাদম্বিনী তুমি কি আমাদের কথা শুন্তে চাও না দেখতে চাও ।

কাদ ।—ঠাকুরদাদা! দুঃখের কথা কি দেখতে পাওয়া যায় ?  
র-মো ।—ভাই চেষ্ঠা কলেই দুঃখের কথা দেখতে পাওয়া  
যায় ।

[ এইরূপ কথা বার্তা হইতে ২ অঙ্কান্ত গৌরবোপে  
আসির ভেঙ্গে গেল । ]

লঘু-ত্রিপদী ।

রমণীমোহন,                      বিচ্যিত মন,  
রজনী বধন করি ।  
হেরি অকুপায়,                      লইয়া বিদায়,  
প্রাতে চলে দুঃখ আরি ॥  
নকে মিথ্যাবণ,                      না চলে চরণ,  
মৃত মন্দ গতি যায় ।  
গণাকের ধরে,                      উকি বুকি মারে,  
হেরিয়ে শীঘ্রের কায ॥  
অস্থখ মনেতে,                      ভাবিতে চিন্তিতে,  
উন্মিল বাস যথা ।  
যুবক নগর,                      মহ সচচর,  
কালক্ষেপ করে তথা ॥

[ রমণীমোহনের কর্মস্থল যুবক নগরের বাসাবাসী  
নিশি প্রভাত না হইতে । ]  
বনগালী ।—ছোট বাবু ও ছোট বাবু, বলি গা তুলুন, ও  
ছোট বাবু ।

র-মো।—( ছুর্গা ছুর্গা ছুর্গা গাত্রোখান করিয়া ) কেরে বুন্দো  
না কি? কেনরে ভাল ত সব।

বন।—আজ্ঞা হেঁ মশায় সব ভাল, তবে আমাদের গ্রা-  
মের সেজে বাঁড়ুয্যে মশায়, বড় চক্রবর্ত্তি মশায়,  
আর ছোট সরকার মশায় প্রভৃতি এবং মেয়েরা,  
আরো অল্প অল্প গাঁয়ের মেয়েরা প্রায় ২০।২৫ জন  
তারকেশ্বর চলেছেন, মশায় কি যাবেন, না হয়  
কিছু খরচ দিতে হবে।

র-মো।—( স্বগতঃ এওত মন্দ নয় ) প্রকাশ করিয়া আচ্ছা  
চল এই উপলক্ষে তারকেশ্বর দর্শন করিয়া আসি,  
আর আর সকলে কত দূর?

বন।—বিস্তর দূর নয় এই সকলে অগ্র পশ্চাৎ যাচ্ছেন।

র-মো।—তবে চল, ছুর্গা জীহরি ( স্বগতঃ হয় ত তারকে-  
শ্বরের পূজা দিব, নয়ত তাংগা নখ চুল রাখিব।

তারকেশ্বর যাত্রা।

পয়ার।

পূজিতে তারকনাথে, একান্ত মনেতে।  
বুধে রাত্র অবসানে, গমন করিতে ॥  
নক্ষত্রগণ ক্রমে অগ্র, পশ্চাৎ হইয়া।  
ভাগীরথী পার হৈল, তরি আরোহিয়া ॥

বৈদ্যনাথী পরিপাঠী, করি দরশন ।  
 জাহ্নবীতে স্নান পূজা, করিল তখন ॥  
 রন্ধন ভোজন করি, সতত অস্থির ।  
 সঙ্গিগণ মিলনেতে, হইল মুস্থির ॥  
 গঙ্গাজল লইলেন, পূজার কারণ ।  
 জ্ঞানন্দে গমন করে, নহে নিবারণ ॥  
 কোম্পানির রেলগয়ে, দেখে হৈল পার ।  
 গমনে বিমন নহে, জ্ঞানন্দ অপার ।  
 ভানকুনি জলা দেখে, জ্বলে গেল মন ।  
 রবিতেজে ক্রমে ক্রমে, কস্থির গমন ॥  
 না জানি গ্রামের নাম, হয় উপনীত ।  
 ভাব খেয়ে মনান্তর, মুদির সহিত ॥  
 অতঃপর কত গ্রাম, করিয়া পশ্চাৎ ।  
 উগ্রচণ্ডা সিদ্ধেশ্বরী, করি প্রণিপাত ॥  
 অচল হইল ক্রমে, চলিতে চলিতে ।  
 গিঙ্গুর নগর পারে, পাইল দেখিতে ॥  
 মনস্ত হইল তথা, থাকিতে শরীরী ।  
 অবসানে অবস্থিতি, স্মরি ত্রিপুরারি ॥  
 অতঃপর কুশদেব, করে নিবেদন ।  
 মনবাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, এই আকিঞ্চন ॥

গীত ।

তাল আড়খেম্‌টা ।

বল্‌ব কি হে তারকপতি । আমি যে মুঢ়ামতি  
 না জানি ভকতি জুতি ॥ ১ ॥

যোগী না পায় যোগে, যদি পায় কোন যোগে,  
চিন্ত না ধরে সে যোগে, গোলযোগে গেল মতি ।  
তুমি ভক্তের পতি, অমুরক্তের পতি, দশ বক্তের  
পতি, তুমি অগতির গতি । লোকে কর আশু-  
তোষ, যে তোমায় করে তোষ, কর তায় আশু-  
তোষ, কটাক্ষে দীনের প্রতি । দেখে আকুল  
ভারি, ভরেতে ভেবে মরি, কুশদেবে-রূপা করি,  
তরি দিবে এই মিনতি ॥

পর্যায় ।

রজনী বহিরা সবে, সিঙ্গুর নগর ।  
অভাতে চলিল সবে, স্মরি বিশেষত্ব ॥  
নালিকুলে উপনীত, আনন্দিত মন ।  
তদন্তর রাস্তা ছাড়ি, ডাহিনে গমন ॥  
অতঃপর কত গ্রাম, কে করে নিশ্চয় ।  
হড়া দিয়ে হড়াগ্রামে, উপনীত হয় ॥  
তস্য পর বিশেষত্ব, ভাবিয়া মনেতে ।  
হুহু হুহু গমনে, গমন সকলেতে ॥  
চটীমুড়া বাহুদেব, পুর পরে পায় ।  
বিশ্রাম করিয়া তথা, পরাণ জুড়ায় ॥  
কানাই পুরেতে গিয়া, করি স্নান পূজা ।  
বালিগড়ি ছাড়ায়, দর্শন হৈল ধজা ॥  
এণাম করিয়া সবে, আনন্দিত মন ।  
সঙ্গে করি নিল রাম, তারক ব্রাহ্মণ ॥

মৌল্য অধিকার, কল্প দাসসেতে ।  
 উপনীত হৈল দুই, গ্রহর অতীতে ॥  
 চৈতনের দোকানেতে, উপনীত হৈল  
 বিশ্রাম করিয়া মনে, বিষাদ ঘুচিল ॥  
 কুশদেব বনে মন, কি কর কি কর ।  
 দ্বারের বদন ভরি, ডাক-শিখর ॥

গীত ।

তাল আড়ধেম্টা ।

রূপা কর রূপাগুণে । আমি হে ভজন পূজন  
 নাথন আবেদন বিহিনে ॥ ধ্রু ॥  
 তুমি তারকনাথ, কানী টেকলাদনাথ, তুমি অনা-  
 থের নাথ, এ অনাথ নাথ হীনে । তুমি হীনের  
 গতি, তুমি কল্লীর গতি, তুমি দীনের গতি,  
 দীন ক্ষীণ দিনে দিনে ॥ যদি হে গুণধাম, দীন  
 তরাবে লবে নাম, সিদ্ধি কর মনক্ষাম, পাবে না  
 আর এমন দীনে । কুশদেব কয় তবে, এই বার  
 বোধা বাবে, তরাতে পার তবে, সদ্ধ যাবে  
 মনে মনে ॥

লঘু ত্রিপদী ।

অসিয়া দোকানে, শুনি শ্রবণে,  
 মন্দিরে কপাট রুদ্ধ ।

না হৈল দর্শন,                      বিদ্যাদিত মন,  
 সচঞ্চল হৃদ পদ্ম ॥  
 দোকান পশ্চাতে,              ঘেরা চেতুর্ভিতে,  
 হর্ষ তাহে গৃহ দেখে ।  
 নারী বত জন,                  পাইয়া মিজ্জেন,  
 অবস্থিতি কৈল সুখে ॥  
 পরে নানা স্রব্য,              আদি হব্য গব্য,  
 রন্ধনে ভোজন করি ।  
 সদা এই মন,                  করিব দর্শন,  
 কতক্ষণে ত্রিপুরারি ॥  
 হৈল ভাগ্যোদয়,              আরতি সময়,  
 আনন্দে গমন দর ।  
 করিয়া দর্শন,                  মঞ্চল জীবন,  
 প্রণমে লোটায়ে ঘরা ॥  
 নিশী আগমনে,              হতবিত মনে,  
 দোকানে গমন করি ।  
 মুখে শিবরাম,                  করিয়া বিশ্রাম,  
 পোহাইল বিভাবরি ॥  
 রবির উদয়,                  সবে হর্ষ হয়,  
 পূজীবারে মহেশ্বর ।  
 বৃক্ষ অগণন,                  চৌদিগে শোভন,  
 তাল বিল মনোহর ॥  
 সবে কুতুহল,                  লয়ে গঙ্গা জন,  
 পুষ্প বিগুদল করে ।  
 কুশদেব কয়,                  মনস্থির নয়,  
 কেমনে পূজিব হরে ॥



### তাল আড়খেম্টা ।

কেমনে পুজিব পদ । তব হে অনিত্য এ চিত্ত না  
হয় তদগদ ॥ প্র ॥

সদত চঞ্চল, ভ্রমণ অঞ্চল, ভাবে ঢলাঢল, কভু  
ভাবে গদ গদ । মনে হলে উদয়, অগত্যা গতি  
হয়, কভু বা ধৈর্য্য নয়, কখন বা নিরাপদ ।  
বদি মন বাঁধতে পারি, যেখানে মনে করি, তো-  
মাকে বাঁধতে পারি, বিরাজমান হও হৃদিহৃদে ।  
কুশদেব ভাবে মনে, কেমনে বাঁধি মনে, সতত  
রিপুগণে, যতায় পদে দিপদ ॥

### দীর্ঘ-ত্রিপদী ।

পূজা আদি সমর্পিয়া,                      মনে চরষিত হৈয়া,  
কামায় আসিয়া উপনীত ।  
পূজকিত সর্ব জন,                      কেহ ভাবে মনে মন,  
ধর্ম্মার কি করিব বিহিত ॥  
অবশেষে উপদেশ,                      পায়ে তথা সবিশেষ,  
হবিস্যাম করিয়া আহার ।  
শ্রী পুরুষ নয় ব্যক্তি,                      মনেতে করিয়া ভক্তি,  
ধর্ম্মা দিল সম্মুখে তাঁহার ॥

ধন্য দেয় কত জন,                      সজ্জা করে কোন জন,  
 নিতাই নিতাই কত আইসে যায় ।  
 দেখি অতি চমৎকার,                      বিশেষ কি কব তার,  
 মনমত ফল সব পায় ॥  
 যতক শিবের কাছে,                      ধন্য দিয়ে পড়ে আছে,  
 আব্রুসজ্জি দেখে সর্বজন ।  
 কি আশ্চর্য্য ধন্য ধন্য,                      কোন জন অচৈতন্য,  
 মচৈতন্য আছে কোন জন ॥  
 পড়ে আছে যত জনে,                      বাসনা কাহার মনে,  
 ব্যাধি মুক্ত কর ত্রিপুরারি ।  
 কাহার মনেতে আশ,                      রিপুগণে কর নাশ,  
 কেহ বা অপজা মনে করি ॥  
 কেহ ডাকে উচ্চৈশ্বর,                      কোথা হে তারকেশ্বর,  
 কত কষ্ট দিবে হে আনায় ।  
 এইকণ জনে জন,                      কত চিন্তে মনে মন,  
 কশদেব খেদে কিছু কয় ॥

## १३३

தான் சின்ன தெய்வம் ।

হে তারকনাথ অনাথের পুরাণ বাসনা । ভব হে  
 তব নিকটে, স্তুতি নতি করপুটে, পড়েছি ঘোর  
 সঙ্কটে, পূর্ণ কর কামনা ॥ ৬৭ ॥

দায় পড়ে সব পায় পড়িতে এসেছি, অধম তারণ  
ভব ভব শরণ লয়েছি, মননে চরণ সার করেছি,

এদেহ দেহ বা লহ ছেড়েছি, রূপা কর হে শঙ্কর,  
 দিনকর হীনকর, দেখে বুঝি ভোলানাথ কি দেখ  
 না । দেশ বিদেশে হতে এসে যত জন, কেউ বা  
 জরা কেউ আদমেরা কেউ বা সদা আলাতন, ধন্য  
 দিলে কার্মা কর নিবারণ, প্রবঞ্চনা করনা হে ত্রি-  
 লোচন, কুশদেব বলে তবে, নিগূঢ় কথা বলি  
 তবে, রসে বসে থাকে যেন রসনা ॥

পর্যায় ।

স্থানের মাহাত্ম্য তহু, আশ্চর্য্য কখন ।  
 যেহেতু সৃজিত দেব, গুন সর্ব্ব জন ।  
 পূর্ব্বের বন ছিল শুনি, লোকের আননে ।  
 মুকুল যোবের গাভী, চরিত কাননে ॥  
 নিহা নিহা কাননের, মধ্যে চরে গাই ।  
 গাভী দুষ্করীণ হগ, গোপ ভাবে তাই ॥  
 তারকনাথের কীর্ত্তি, পাইয়া সন্ধান ।  
 গোপ গিয়া জানায়, নৃপতি সন্নিধান ॥  
 পারতে পরম্পরায়, হইল প্রকাশ ।  
 নরে পূজা করে যার, যেই অভিনায় ॥  
 পূজিলে তারকনাথে, পূর্ণ হয় কাম ।  
 ব্যাপি মুক্ত হয় সদা, উচ্চারিলে নাম ॥  
 একান্তে যে জন তাগা, নখ চুল রাখে ।  
 রোগেতে ভোগিতে কভু, নাহি হয় তাকে ॥  
 ধন্য দিলে অবহেলে, পূর্ণ মনস্তান ।  
 ভক্তজনে মুক্ত লভে, তুচ্ছ কাশীপাম ॥

মহাপ্রভু শ্রীমন্ত অতি, মুলাধার জিনি ।  
 আশুতোষ দয়াময়, আশুতোষ তিনি ॥  
 সদানন্দ সমতুল্য, সদানন্দ প্রায় ।  
 সদাশিব সমোদ্ধিক, সদাশিব তায় ॥  
 অনাথের নাথ সম, অনাথের নাথ ।  
 অনাথেরে কৃপা ঘেন, অনাথের নাথ ॥  
 অনাথ তরিয়া যায়, তাঁহার কৃপায় ।  
 সঙ্ঘাতীত গড় করি, তাঁর রাজ্যপায় ॥  
 সারি সারি পসারি কি, দেখিতে সুন্দর ।  
 বিদেশী অশুখী নহে, করহিতান্তর ॥  
 পূজার সামগ্রী বাহ্য, করে আয়োজন ।  
 দেবোদ্দেশে তদ্ব কার, নাহি প্রয়োজন ॥  
 গোয়ালিনী ছুফ্র আনে, কি কহিব হায় ।  
 যত চাবে তত পাবে, দিবে সর্বদায় ॥  
 কুশদের বনে দেখি, যত দেবালয় ।  
 কি করিব জেনে শুনে, না পূজিলে নয় ॥

## গীত

তাল তেলেনা

কৃপা কর হে করুণা ত্রিনয়নে ।  
 ক্ষীণ ভজন পূজন হীন দিনে দিন যায় দীন তরির  
 কেমনে ॥ ধ্রু ॥

তব হে তব হে বড় কঠিন প্রাণ, সত্তর হয়েছি  
 অতি অভয় কর প্রদান, ভক্ত প্রতি তুমি হে কৃপা-  
 নিধান, এ পক্ষে কটাক্ষে কর সে বিধান, আশু-

তোষ আশুতোষ নামে যেন না হয় দোষ, আমি  
কি করিব তোষ বচনে। অগতির গতি দীনে কর  
জ্ঞান, দীনের জননী পতি হীনে কর রূপা দান,  
সময়েতে চরণেতে দিবে স্থান, কলঙ্ক হইবে নৈলে  
স্থানে স্থান, দরা কর দয়াময়, একে আছি নিরা-  
শ্রয়, তবাত্রয় এই কি হয় নিদানে ॥

পর্যায়।

দক্ষিণাস্য মহেশ্বর, মন্দির প্রসন্ন।  
বামভাগে কুটিরতে, শক্তি অধিষ্ঠান ॥  
দক্ষিণেতে শোভা করে, মহাশ্বের গদি।  
ভক্তজনে ভোগ পূজা, দেয় নিরবদি ॥  
মহাস্ত দেহান্ত হলে, আছয় বিদান।  
সবাধি মন্দির যত, সব বিদ্যমান ॥  
পুরীহতে পশ্চিম, দক্ষিণে দীপ্তমান।  
পরিপাতি বাতী মহাশ্বের বাসস্থান ॥  
অগণন গোধন গোয়াল বাতী পাশে।  
পালিয়াছে হব্য গব্য, ভক্ষিবার আশে ॥  
বহু হৃদ্ধবতী গাবী, দেখিতে সুন্দর।  
যাইতে নিষেধ নাহি, বাহির জন্মর ॥  
অতঃপর যত জন, দয়া দিয়াছিল।  
ক্রমে প্রায় সবাকার, প্রজ্ঞাদেশ হৈল ॥  
স্বপ্ন দেখি তা সবার, আনন্দ হইল।  
সদাশিব শিবচন্দ্রে, কুপা না করিল ॥

কুশদেব বলে আর, কি কহিব অশ্বে ।  
বুঝাতে না পারি মনে, আমি সেই অশ্বে ॥

গীত ।

তাল আড়খেমটা ।

অনাথের নাথ কে বলে । কেবল শুনা আছে  
কর্ণপথে দেখতে পাইনে এতকালে ॥ ১ ॥  
যদি সত্য হতে অনাথেরি নাথ, তবে আমি হতে  
ব্যক্ত হোত থাক্ত না অনাথ, কেবল খাবার  
ছলে হাবার মত খেয়ে বেড়াও ছলে কলে । আমি  
বুঝেছি হে সকলি তত্ত্ব, কেবল কর্মফলে ফল  
দিয়ে তায় জানাও মহত্ব, তবে মিছে কেনে স্থানে  
স্থানে ঘুরে গরি জলে স্থলে ॥

তদনন্তর রমণীমোহন প্রভৃতি তারকেশ্বর হইতে পুন-  
র্গমন করিয়া স্বস্থস্থানে আইলেন বটে, কিন্তু কাদম্বিনী সহ  
সহযোগ অভাবে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে কালযাপন করিতে  
লাগিলেন ।

পর্যায় ।

ইতিমধ্যে সদানন্দ, ক্রিয়া অবসানে ।  
অশ্রু অশ্রু দেনা হেতু, ব্যস্ত সদা মনে ॥

হিসাব নিকাশ নাহি, হয় জনে জন ॥  
 বিশেষ অধ্যক্ষ ছিল, রমণীমোহন ॥  
 যাইবার তরে তাঁরে, সম্বাদ কহিল ।  
 রমণীমোহন শুনি, আত্মাদে ভাসিল ॥  
 বৃদ্ধি কানি কুল দেন, ভাবিতে চিহ্নিতে ।  
 উপনীত হৈল সদানন্দের গৃহেতে ॥

রমণীমোহন প্রাতে গমন করিয়া রঙ্গপুর রঙ্গভূমি  
 সদানন্দের বাটতে কর্তব্য কর্ম নিরবাহাস্তে স্নান ও জল-  
 যোগ করিয়া পুর্বের ঘরে তত্ত্বাপোষে শয়ন ।

কাদম্বিনী ।—( যদিচ ইতমধ্যে দুই তিন বার যাতায়াত  
 কলা হইয়াছে, তথাচ এমন নিষ্কল্ম আশ্রয় নাই,  
 পুর্বের ঘরের দ্বারে কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া ) মৃদু ?  
 হাস্য করিয়া ঠাকুরদাদা মহাশয় ভাল আছেন ?

রমণীমোহন ।—( উঠিয়া বসিয়া ) আর ভাই তুমি কি ভাল  
 রেখেছ, মারা যাই যে তার কি ?

কাদ ।—কেন ঠাকুরদাদা আমি কি কলোম মারা যাই যে  
 বলে যে, কিছু বেয়ারান হয়েছে না কি ?

র-মো ।—তুমি বুঝি কিছু জান্তে পাচ্ছনা, না বুঝ্তে  
 পাচ্ছ না ।

কাদ ।—কেন ঠাকুরদাদা আমি কি জান্তে পার্ব আর  
 কিই বা বুঝ্তে পার্ব ।

র-মো ।—এখন ঠাট্টা ছাড় আসল কথা বল, আনন্দিক দিয়ে ব্যক্ত করাবে তা বুঝেছি ।

কাদ ।—কেন ঠাকুরদাদা তুমি কি বলছ আগন্ত কিছু বুঝতে পারিনে, আসল কথা আবার কি ?

র-মো ।—( স্বগতঃ “দেবা ন জানামি কুতঃ মনুষ্যাং” ) প্রকাশ করিয়া, আসল কথা এই তাই একবার নিজ্জনে সাক্ষাৎ হবার কি ?

কাদ ।—নিজ্জনে কেন ঠাকুরদাদা এই কোন নিজ্জনে নয়, কি বলবে কেন বলনা ।

র-মো ।—এখন ঠাট্টা ছাড়না চালাকি ছাড়না সরল হয়ে কথা কও না আর কি খুলে বলতে হবে যেন খুসী হলে যে ।

কাদ ।—তা বুঝেছি এখন ঠাকুরদাদা তোমার এন্দ্র মতলব, সে তাই কেমন করে হবে, সে কথা আমার বলনা, সে কর্ম সুখ্যাতির কর্ম নয়, কি বলেই বা মনস্ত হল তা তাই আমা হতে হবেনা ।

র-মো ।—ও সর্বনাশ ! কি হে তুমিত অনাসে গাছে তুলে আছাড় মারতে পার ।

কাদ ।—কেন ঠাকুরদাদা আমি কি কল্লেম, আমিই বা গাছে তুলে আছাড় মারতে পারি কেন ?

র-মো ।—তোমার কথা শুনে যে অবাক হলেম, আমার আর মুখে কথা সরে না, ( কিছু মন ভারি করিয়া ) আমি আর কি বলব তোমাদের মেয়ে জাতের ধর্ম কি কি তাওত কিছু বুঝতে পায়েম না ।



কাদ।—কি ঠাকুরদাদা রাগ কল্লেন নাকি? কেন আমি কি করেছি তাওত বুঝতে পারিনে।

র-মো।—আমি ভাই রাগ করে তোমার কি করব, কিন্তু তোমার কথা শুনে আমি অবাক হয়েছি, মনে বুঝে দেখে দেখি তোমার একথা কি বলা ভাল না শোনা ভাল?

কাদ।—সে কি ঠাকুরদাদা এত অধৈর্য্য হয়েছ কেন, আর তোমার এমন ইচ্ছাইবা হয়েছে কেন? সে কর্ম কি হতে পারে, বাপ পিতামহের যে নাম সংগ্রহ তাতে কি মুখ তোলা যাবে না মুখ দেখান যাবে, সে মতলব ভাই ছাড় আর কিছু বল, এমনিই ভাই দেখা শুনা আলাপ থাকে সেই ভালই ভাল।

র-মো।—কি ভাই তোমাকে আর কি বলব, সুধু দেখা শুনা আলাপে কত দিন থাকা যায়, বিশেষ যে কথা বললে তা কোন ঘরে কি না আছে।

কাদ।—তা ভাই সকল ঘরে সকল আছে বললেই কি কষ্টে হবে, তা ভাই হবেনা সে আশা ছাড় দেখে শুনে যে ভয় হয়, বিশেষ তাও যা হোক একটা দায় ভারি শক্ত, সেবার বড় বাড়ীর মেজো কর্তার মেয়ে ৫৬ মাস চুপি-চাপে রেখে শেষ ফেলবার জন্তে কত লাজুক সে কথা বলবার নয়, তা মনে কল্লেনা মিউরে ওটে, গায় কুর এসে।

র-মো।—তুমি সেই জন্তে ভাবচ? তার জন্তে ভয় কি আমি পাঁচ সাত রকম ঔষধ জানি, তা আর ভাবতে হবে

না, একটা শুনবে? অকুলো কদমের বিচি সঙ্ঘা  
ছগণ্ডা, আর নিশ্মূল করবীর শিকড়, আর খাসী  
ছাগলের ছদ দিয়ে বেটে চারি দিনের দিন খেলে,  
এজন্মে আর সে ভোগ ভুগতে হবে না।

কাদ।—না ভাই তা যা বল অনুগ্রহ করে ক্ষান্ত হলে ভাল  
হয়, এম্মি ভালবাস ভালবাসি সেই ভাল।

(নেপথ্যে)—ঠাকুরদাদা ঠাকুরদাদা, অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত  
এসে আহাির করুন।

কাদ।—(পশ্চাৎ চাহিয়া প্যারীকে আনিতে দেখিয়া) তা  
ঠাকুরদাদা তুমি সে দিন গাম্ছা পরে কীৰ্ত্তনিকে ধুতি  
দে পালিয়েছিলে কেন?

প্যারী।—কি রে কাদম্বিনী? ঠাকুরদাদার সঙ্গে কি কথা  
বার্তা হচ্ছে রে।

কাদ।—কই দিদি আর কিছু নয় ঠাকুরদাদার সঙ্গে কীৰ্ত্ত-  
নের কথা হচ্ছে।

প্যারী।—কি কীৰ্ত্তন কল্লে না স্তধু কীৰ্ত্তনের কথা।

[সকলের প্রস্থান।

পর্যায়।

যদিচ সে দিন থাকে, রমণীমোহন।

উভয়ে না হৈল আর, কথোপকথন ॥

অন্তরে চঞ্চল সদা, উভয়ের মন ।  
 উভয় ভাবে কিসে, হবে সংঘটন ।  
 এত দিন ভাবে ভাবে, এক ভাবে ছিল ।  
 বাড়ীবাড়ি হয়ে একি, বিপদ ঘটিল ॥  
 প্রাণ যায় কব কায়, কেই বা উদ্ধারে ।  
 লজ্জা হেতু কেহ কায়ে, করিতে না পারে ॥

অতঃপর রমণীমোহন প্রস্থান করিয়া পরে কয়েক  
 দিবস অকাত্ত হলে ঐ গ্রাম এবং ঐ পাজা দিয়া যাতা-  
 রাত এবং আর এক নিশিও বঞ্চন করিল বটে, কিন্তু আশার  
 সুসার না হওয়ায় সতত চিন্তাযুক্ত হইয়া কাল যাপন করিতে  
 লাগিল ।

পর্যায় ।

এক দিন নিশিযোগে রমণীমোহন ।  
 সাহসে করিয়া ভর হইল মনন ॥  
 আশার করিয়া অতি সহর হইল ।  
 প্রীতী বলিয়া পরে গমন করিল ॥

রমণীমোহন রঙ্গভূমে গদাধর সেমের বাটীর পূর্বদিগে  
 গলি দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ঢেকীশালে অব-  
 স্থিতি, এবং উত্তর গরে মনুষ্যের টেতন্য থাকা বুঝিতে  
 পারিল ।

[পয়ার।]

রমণীমোহন তথা, চিন্তে কত মত।  
কি করিব কি হইবে, সদা উৎকণ্ঠিত ॥  
হিয়া গুরু গুর করে, উরু হুর হুর।  
কতু ভাবে দৃষ্ট কর, আঁধারে ঠাকুর ॥  
পুজা দিব কালিঘাটে, আর গজস্কন্ধ।  
মনস্কাম সিদ্ধি কর, বাবা পঞ্চানন্দ ॥

এইরূপ ভাবিতে চিন্তিতে একখানি পিঁড়ি প্রাপ্ত হইয়া  
কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া ত্রুই বার ভূমিতে নিক্ষেপ  
করিল।

(নেপথ্যে উত্তর ঘরের ভিতর) — ওরে কিসের শব্দ হয় রে ?  
বুঝি কোন পোড়াকপালেরদের গরু এসে চালায়  
চুকে ভিজান ধান খাচ্ছে।

[এই সময়ে আর একবার পিঁড়ি পড়ল।]

কাদ। — (সহর হইয়া রুদ্ধ কপাট খুলিয়া ক্ষতগতি) দূর  
হ রে সর্বনেশেদের গরু দূর হ, রেতের বেলাও পোড়া  
লোকেরা গরু বাঁধে না।

এইরূপ বস্ত্রে বস্ত্রে চালা ছাড়াইয়া গরু না দেখিয়া  
পুনর্গমন সময়ে।

র-মো।—(বা কর জয়ধ্বনি বুলিয়া বাহির হইয়া সম্মুখ-  
বর্তী কাদম্বিনীর হস্ত ধরিয়া মৃদুস্বরে কহিল) আমি  
ভাই ঠাকুরদাদা।

কাদ।—(কিঞ্চিৎ সিহরিয়া মৃদুভাবে) কেও ঠাকুরদাদা  
ও সর্বনাশ। এই দ্বারা প্রাণ মাস মেঘ অন্ধকার  
য়েতে টিপা করে রুটি হচ্ছে, কোলের মানুষ টের  
পাওয়া যায় না, কোথেকে এলে বল দেখি?

র-মো।—(শরীর কম্পন আধ আধ মৃদুভাবে) আমি  
ভাই কর্মস্থল সুবক নগর থেকে এলেম।

কাদ।—ও হরি। এক কোশ দেড় কোশ পথ এই আ-  
ধারে একলা এলে, তোমাকে ধন্য, তোমার সাহসকে  
ধন্য, সে যা হোক ঐখানে একটু বস, আমি এখন  
ঘরে যাচ্ছি, মা, শশী প্রভৃতি ঘুমালে আসবে।

কাদম্বিনীর প্রস্থান।

পয়ার

রমণীমোহন পরে, নির্ভিতে বসিল।  
নানা মন্তে নানা চিন্তা, করিতে লাগিল ॥  
আসিব বলিল ধনী, প্রতীক্ষা করিব।  
ঘুমাইলে এ আধারে, আধারে দেখিব ॥

[ এইরূপে চিন্তা করিতে২ প্রায় এক ঘণ্টা পরে নিঃশব্দে  
কাদম্বিনীর প্রবেশ। ]

কাদ।—কও ঠাকুরদাদা প্রায় ১১টা কি দুই প্রহর রাত্র  
হয়েছে, এত রেতে কি মনে করে আগমন হয়েছে।

র-মো।—এত রেতে কি মনে করে তাও কি আবার বলতে  
হবে? আর বলা কওয়ায় কায় নেই ভাই, আমার  
চোর বলে করবুগলে বেঁধে শাস্তি দিয়ে বাড়ির বার  
করে দাও, আমি আঁধারে কাঁদতে২ যাই।

কাদ।—( হাস্য করিয়া ) না বলে কেমন করে বুঝব বা  
কেমন করেই জানব, আমি ত গণা গাঁথা জানিনে।

র-মো।—তুমি গণা গাঁথা জান না বটে, বলব কি একটা  
বিষয় সম্ভেদ হইয়াছে, তোমাকে নিজ্জনে একটা কথা  
জিজ্ঞাসা করব বলে তাই এসেছি, নিজ্জনে ত পা-  
ইনে, তবে এখন বলি, যদিচ তাই তোমার সঙ্গে  
আনন্দ প্রমোদ কর্তে অত্যন্ত মন ব্যাকুল ও চঞ্চল  
হয়েছে বটে, তথাচ আমি জিজ্ঞাসা করি যদি তুমি  
ধর্ম রক্ষা কর্তে পার তা হলে আমি তোমাকে কিছু  
বলতে চাইনে, তার কি তাই স্পষ্ট করে বল শুনে  
এখনি পটল তুলি।

কাদ।—তুমি যে ঠাকুরদাদা আচ্ছা মজার কথা জিজ্ঞাসা  
কলে, ধর্ম রক্ষা কর্তে পারব কি না তা এখন কেমন  
করে বলব, তবে এই বলতে চাই যে আপনি ক্ষান্ত  
হলে ভাল হয়।

র-মো।—বেশ, ধর্ম রক্ষা কর্তে পারবে কি না তা কিছু বলতে পারলে না, তবে আমাদের ক্ষান্ত হয়ে এই রেতে আবার একলা যেতে বলছ, তবে একটু বাড়ির বাইরে রেখে এসো, পিঠে বোত্কা হাতে ছুঁকা পশ্চিম মুখে হাঁটা করি ।

কাদ।—তুমি ভাই কেমন মোক ? না বলা না কওয়া এই রেতে একেবারে উপস্থিত হলে, হঠাৎ ভাই আমার মনে মনে যে ভয় ভয় করছে । না ঠাকুরঠান্দা আমার বড্ডি ভয় করছে, আজ কিছু বল না ।

র-মো।—প্রথমে ভাই মনটা ভয় ভয় কর্তে পারে বটে, কিন্তু ভয় ভাঙ্গা হলে আর ভয় থাকবে না, ভয় কি ভাই ইত্যাদি ।

পর্যায় ।

অতঃপর রমণীনোদন কাদম্বিনী ।

তিন ঘণ্টা কাটাইল, প্রমোদে রঞ্জনী ॥

উভয়ের মনস্কাম, সম্পূর্ণ হইল ।

উভয় বিচ্ছেদ হেতু, ভাবিতে লাগিল ॥

বিলম্বেতে লজ্জা ভয়, চঞ্চল হইল ।

মনে রেখ বলি দৌড়ে, প্রস্থান করিল ॥

[ উভয়ের প্রস্থান ।

তদনন্তর উভয়ে প্রথমে এমনত প্রণয় বর্জিত হইল যে ৫।৭।১০ দিন মধ্যে সাক্ষাৎ না হইলে নিতান্ত চঞ্চলচিত্ত হয়, কিন্তু ঐ রূপে প্রথম ৫।৭ দিন ১০ দিন অন্তর দীর্ঘ-কাল ভোগ হইয়। পরে ১৫ দিন মাসেক দুই মাস তিন মাস চারি মাস অন্তর মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়। কাল যাপন হইতে লাগিল। এদিকে যদিচ রমণীমোহন দীর্ঘ-কাল সাক্ষাৎ না হইলে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কাদম্বিনীর তত সহ্য না হওয়ায় নিতান্ত ব্যাকুলিতা হৈতে লাগিল, বিশেষ ৪।৫ বৎসর ক্রমে ঐ রূপ ব্যবহার হইয়া শেষে প্রায় ৭।৮ মাস সাক্ষাৎ না হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত।

[ ইতিমধ্যে ২।৩ বৎসরের পরে এক রাত্রে  
নিদ্রা সময়ে। ]

কাদ।—ঠাকুরদাদা আজ আসা হয়েছে? ভাল হয়েছে, আমার মামার বাড়ি যেতে হবে সেখানে প্রায় মাস দুই থাকতে হবে, তোমার ভাই মাঝে মাঝে যেতে হবে, নৈলে মন কেমন ২ করবে।

র-মো।—কেন হে মামার বাড়ি যেতে হবে কেন? তবে চল না এই যাত্রা শুভ যাত্রা করা যাক্।

কাদ।—না ঠাকুরদাদা তামাসা নয়, মাসী দশ মাস পো-রাতি, অবিভাবক কেহ নাই, ভাই নিয়ে যাবার জন্তে



লোক এসেছে, তুমি আজ কাল আশবার সত্যসত্য  
কত করে লোক রেখে দিইছি।

মো।—ও সর্বনাশ! সেত সেই রসিক গঞ্জের কাছে?  
এখান হতে প্রায় ৭৮ ক্রোশ পথ হবে, আমি ত  
বাড়ি চিনিনে কি প্রকারে যাব? তুমি তাই যেওনা,  
কোন ছল করে কাটাও।

দ।—না তাই না গেলে ভাল হয় না, সকলে মনে কি  
করবে? মামীই বা কি ভাবেন, কি বলেই বা না  
যাব। তা তাই এই আর পারবে না, বরাবর রাস্তা  
গাড়ি চলে, শনিবারে কুঠী করে গেলে অনাদে  
সন্ধ্যার মধ্যে অথবা সন্ধ্যার পরেই পৌঁছিতে পার-  
বেন। আর বাড়ির ঠিকানা বলি, মণিপুরের পুল  
দিয়ে যে রাস্তা পূর্বদিকে গিয়াছে, সেখান হতে  
পোয়াটাক হইবে কৈবর্ত্য পাড়ার পূর্ব নিজ রা-  
স্তার ধারে, চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে পাশ্বে অনেক  
নারিকেল গাছ আছে, আর দক্ষিণ ঘরের পশ্চাৎ রা-  
স্তার উত্তর নরানজুলির উপর বাকস বন আছে,  
সেই খানে গিয়ে ইসারা কল্লের জান্তে পারব।

[ এইরূপ কথোপকথন ও আমোদ প্রমোদান্তে  
রমণীমোহনের।

পর্যায়।

অতঃপর কাদম্বিনী, মাতুল ভবনে।

বাইয়া বঞ্জন করে, সুস্থ নহে মনে ॥

এখানেতে কর্মস্থলে, রমণীমোহন ।  
 যত দিন গত হয়, মন উচ্চাটন ।  
 মাসেক হইল গত, ভাবে সুবরাজ ।  
 বারেক না হল বাওয়া, ভাস নহে কাষ ॥  
 এত বলি গাড়িযোগে, করিল গমন ।  
 সাংকেতিক স্থান পায়, বাকসের বন ॥  
 তথায় যাইয়া যেন, ইচ্ছা পাইল ।  
 মশা খাষ না মানায়, আশাতে রহিল ॥  
 কুশলেন বসে ধন্য, মদনের গুণ ।  
 পাড়িগেণে এ প্রেমেন, কপালে আগুণ ॥

[ বাত অসুমান নয়ট, রমণীমোহন কর্তৃক বাতীর ভিতর  
 ক্ষুদ্র ইটক হ জা উঠানে পতন ]

কাদ ।—(রসুই ঘরের রকে বসিয়া সন্তোষ বুঝিতে গা-  
 রিয়া ) কহিল নামি রসুই হলো গা, 'না দেরি আছে ?  
 নানী ।—হেঁ বাছা ' রসুই প্রায় হবেহে দেরি নেই, বাট  
 বুট দে বেড়ে দিলেই হয়, তোমাব মামা কোথায় ?  
 কাদ ।—মামা বুঝি এই ভুলু মামাদের বাড়ি, কথা শোনা  
 যাচ্ছে, তুমি ভাত বাড় আনি ডেকে দি ।

এই বসিয়া ঝড়কী দিয়া বাকস বনে উভয়ের মিলন  
 এবং গলাগলি হইয়া ফুস্ ফাস করিয়া  
 কথোপকথন

র-মো ।—ভাট নে । এওত কপালে ছিল ? তা যা হকু  
 তোমাকে পেলাম না স্বর্গ পেলাম, এখন উপায়  
 কি বল ।

কাদ।—তা ভাই উপায় বেশ হবে এখন, তার জন্তে চিন্তা  
নাই, এখন আহারের কি হবে বলদেখি শুনি।

র-মো।—আহারের দফা ভাই সেরে এসেছি, দোকানে  
পুরি কচুরি ইত্যাদি বিলক্ষণ হয়েছে তার জন্যে  
ভাবতে হবে না।

কাদ।—তবে এইখানে একটু থাকুন মানা মামীর থাওয়া  
হলেই নিয়ে যাব এখন।

র-মো।—ভাই এতক্ষণ বরদাস্ত হয়েছিল, আর ত ভাই  
মশাব কামড় নৈতে পারিনে তার উপায় কি?

কাদ।—(রমণীমোহনের হস্ত হস্তে ধরিত্ব পূর্বদিগে প্রা-  
চীরের পাশে নিয়ে) কহিল ভাই এখানে বড় মশা  
মেই, আর অধিক ক্ষণও থাকতে হবে না।

| এই বলিয়া প্রস্থান

পসার।

রমণীমোহন ভায়ে একি মজা চায় রে।

প্রাণ হাতে মশা তাতে তবু হাসি পায় রে।

কুশদেব বলে যে যে ভুগেছে এ দায় রে।

সে জানে আর আমি জানি কিবা সুখোদয় রে॥

[অতঃপর আহা রাস্তে মামী মামী পুর্বের ঘরে শয়ন  
করিলে কাদম্বিনী রমণীমোহনকে লইয়া  
পশ্চিমের ঘরে প্রবেশ ।]

কাদ ।—ঠাকুরদাদা এত দেরি হলো কেন ? আপনার বি-  
লম্ব দেখে কত ভাবনা হয়েছিল, রাৎ দিন ভেবে  
আমার ঘুম হত না ।

র-মো ।—তুমি ত ভাই সহজ কথা বল্লে, আসা কি ভাই  
সহজ ? প্রথমতঃ গাড়ি ভাড়া ৪।৫ টাকা যা হকু,  
দ্বিতীয়তঃ কেহ না জান্তে পারে, তৃতীয় শনিবার  
তিম্ন আসা হতে পারে না, আজ শনিবার কুটী করে  
এসেছি, কাল রবিবার পরশ্ব ফিরে রথের বন্দ, কত  
ফিকির করে যে এসেছি তা আর বলতে পারিনে,  
রথ দেখা কলা বেচা ছুই হল ।

কাদ ।—ঠাকুরদাদা বেশ করেছে, তিন রাত্রি থাকা হবে বেশ  
মজা হবে, একপ ঘটনা আনন্দের কখনই হয় নাই, দিন-  
মানে বাজারে ঘোষা কবে কাটালেই হবে, তোমায় এ-  
খানে ত কেউ চেনেনা, (হাস্য করিয়া) ঠাকুরদাদা সমস্ত  
রাত বেশ ২ । রথ দেখা কলা বেচা ।

র-মো ।—ভাই, থাকি তাতে হানি নাই, পাছে প্রকাশ  
হয় তা হলে বড় লজ্জা পেতে হবে, সেই ভাবনা ।

কাদ ।—প্রকাশ আর ভাই কে করবে ? তবে মামী জান্তে  
পেরেছেন, তাঁকে বারণ করে দেব তিনি কারু বল-  
বেন না ।

র-মো।—তোমার মামী কি প্রকারে জান্তে পেরেছেন?

তুমি বলেছ বুকি? ভাল কর নাই।

কাদ।—আমি ভাই সাধ করে বলিনি, কাম্বৈ যে বলতে হল, এবার আমি এখানে এলে মামী যখন তখন বলতেন যে হেঁ গা কাদম্বিনী! এবার তোমার ভাবটা কিছু বিরস ২ দেখুচি কেন? সে রূপ হাসি খেলি যে দেখিনে? তার পর তোমার সঙ্গে ঘটনার কথা বলতে হল, আমি আর না বলে থাক্তে পারেন না, তিনিও তোমার কথা শুনে কত আনন্দ কর্তে লাগলেন।

র-মো।—তোমার মামী বুকি আমুদে ভাল, তার বয়েস কত হে?

কাদ।—মামী ভাই বেশ আমুদে মানুষ, তবে একটু দুঃখ হয়েছে বটে, আমি এলে দিন আশ্বেক পরে এক যুত ছেলে প্রসব করিয়াছিলেন, তাঁর এই দুইবার ঐ রূপ হওয়াতেই মামা ও মামী দুঃখিত আছেন, কত ঔষধ পালা কর্তেছেন, সাফরিদের মালা দেওয়া হয়েছে আর বাবা পঞ্চানন্দ বক্সী ও কালীঘাটের কালিকে মোদ, দাওয়ান ঘোড়া ছাগল মানা হয়েছে মামা মামী আমাকে বেশ ভাল বাসেন, মামা আমাকে মা বৈ আর বলেন না, মামীর বয়েস আমার মত।

র-মো।—(ভাবিত হইয়া মনে মনে আমি এসেছি মামীকে কখনই বলতে ছাড়বে না, মেয়ে মানুষ প্রকাশ

কল্লৈ পেঁচে পড়্তে হবে, আজ কাটাঁলে আর থাক।  
হবে না, এখন একেও বলা হবে না এই ভাবিয়া।  
কহিল সে যা হোক্ তোমার বাড়ি যাওয়ার বিলম্ব কি,  
আর এখানে থাকারি বা আবশ্যক কি ?

কাদ।—আর ভাই এখানে কি সাদ করে আছি আর বড়  
দেরি হবেনা, বাড়ি গে বন-ভোজন করব।

পর্যায়।

এই রূপ গল্প সঙ্গ, যাহা আকিঞ্চন।  
উভয় আনন্দে নিশি, করিল বঞ্চন ॥  
পূর্বের না হইল হেন, উভয় মিলনে।  
জাগিয়া পোহায় নিশি, নান আলাপনে  
যেই তোপ পড়ে সেই, রমণীমোহন।  
বাঁহির হইয়া ক্রত, করিল গমন ॥  
ভাবিল এখানে আর, অনুচিত আস।  
কি জানি প্রকাশ করে, জীলোকের ভাষ।  
এত ভাবি গাড়িযোগে, করিল গমন।  
বাসায় আসিয়া থাকে, সচল মন ॥  
কত দিনে কাদম্বিনী, এলে পিত্রালয়।  
উভয় মিলনে হয়, সুস্থির হৃদয় ॥  
তার পর ক্রমে ক্রমে, রমণীমোহন।  
যাতায়াতে কষ্ট বোধ, হইল যখন ॥  
যাইতে অলস আর, তত মন নাই।  
কুশদেব বলে হায়, বলিহারি যাই ॥

[ অতঃপর রজনীমোহনের বাণী শ্যামা পূজা উপলক্ষে  
নিমন্ত্রণ হলে প্যারী কাদম্বিনী উপস্থিত। ]

পর্যাব।

পূজা বাড়ি মজা বড়, আনন্দিত নন।  
দিবা নিশি আইসে যায়, কত লোক জন।  
উভয়ে চঞ্চল সদা, মিলন অভাবের।  
কেমনে মিলন হবে, মনে সদা ভাবের।

নিরঞ্জনের নিশি উপস্থিত নিশীথ সময় উভয়ে মি-  
লন ( গাই গোয়ালার পিরীত থাকলে গলাজলে ডুব। )

কাদ।—ঠাকুরদাদা একেবারে নিশ্চুর হয়েছ ? তা যা হোক  
হয়েছ ২ এখন আমার উপায় কি ? আর ত ঘরে  
থাক্তে পারিনে।

র.মো।—আর ভাই, নানা কর্মে ব্যস্ত হয়েছি জুতরাং  
অনেক দিন আর মাফাং হয় নাই বটে, তা এখন  
হয়েছে কি ঘরে থাক্তে পারনা কেন ?

কাদ।—এখন নানা কর্মে ব্যস্ত হবে বৈ আর কি, কিন্তু  
মনে করে দেখ, রাত দিন জ্ঞান ছিলনা সে কথা  
এখন থাক, আমি আর গঞ্জনের বাঁচিনে।

র-মো ।—কেন হে কিসে গঞ্জনা হয়েছে, কি কপ ঘরে  
না পরে পরে ?

কাদ ।—এখন তোমার রহস্য ছাড়, ভাল লাগেনা দুঃখের  
কথা কি বলব একে ত অনেক দিন তোমার দেখা  
পাইনে আবার সেই যে গোড়ারমুখে গোপালে,  
ঈশনে, কৈলিশে, তাদের মা তাদের মাথা খেয়ে,  
আমার সঙ্গে মলে, তার জগে নালিশ করেদ  
হয়ে গেল, এখন ছেলে, বুড়, এণ্ডা, বাচ্চা, বাপ মা  
পর্যন্ত সেই গঞ্জনা দেয়, ঘরে থাকলেও জ্বালা বের-  
লেও জ্বালা, স্ত্রুতরাং আমি তা আর সহ করিতে পা-  
রিনে, এখন একটু ঠাই দেওগে তোমার নিকট  
থাকি ।

র-মো ।—সে কিহে ? তোমার কথা শুনে যে অবাক হলেম  
তাও কি কখন হয়, তোমার গিত্ গিতাগহের এমন  
নাম সংভ্রম এককালে ভাসাবে অমন কথা বলনা ।

কাদ ।—না ভাই, সে জগে তুমি আর আমাকে নিষেধ  
করনা, যদি স্বীকার না কর তবে আমি আত্মঘাতি  
হব, কোন ক্রমে আর আমি ঘরে থাক্তে পারিনে,  
কেবল তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়াতেই কত কষ্টে  
দিন গত কচ্ছি ।

র-মো ।—( স্বগতঃ এত মন্দ নয় যা হোক এক্ষণে নিরন্ত  
করা উচিত ভাবিয়া ) কহিল আচ্ছা ৫১৭ দিন যো যা-  
করে কাটাও আমি আর মঙ্গলবারে রাত্রে তোমার  
সঙ্গে সাক্ষাৎ করব ।



কাদি ।—যদিও ত বললে, কিন্তু আমাকে নিয়ে যাবে কি না তা মাথায় হাত দে বল ।

র-মো ।—( স্বগতঃ কি করি ফলতঃ যা হোক এখন ত কা-টাই ) মাথায় হাত দিরা তোমাকে নিয়ে যাব বৈকি হে, কিন্তু একটা কথা বলি কি, জানি যদি কোন ক্রমে কোন বাধায় যেতে না পারি তবে উতলা হইওনা, পরে অবশুই যাইব, আমি না গেলে কখনই ঘরের দার হইওনা ২ তা হলে বড় পেঁচে পড়বে ।

পর্যায় ।

অতঃপর যোগে যোগে, নিশি পোহাইল ।  
ক্রমে ক্রমে সকলেতে, প্রস্থান করিল ॥  
কর্ম্মভূলে গেল পরে, রমণীমোহন ।  
কাদম্বিনী গৃহে গিয়া, সদা উচ্চাটন ॥  
ভাবে মদ্য মে নিশি, আসিবে কতক্ষণ ।  
বিস্কৃমি মন প্রায়, গৃহেতে বধ্বন ॥

[ মঙ্গলদ্বারের নিশি প্রভাত, রমণীমোহনের বাসাখাটী  
বৃদ্ধা নাস্ত্রিনী প্রবেশ । ]

নাস্ত্রিনী ।—হেঁগা রমণীমোহন বাবু কৈ গা তিনি কি এখানে আছেন ?

র-মো ।—ওগো তুমি কে গা বাছা ! এখন কোথেকে এলে গা ?

না ।—ওগো তুমি বুঝি রমণীমোহন বাবু ? একটা কথা বলব নিজ্জ'নে শুন্তে হবে ।

র-মো ।—( উঠিয়া ঘরের পাশ্বে নিজ্জ'নে ) কেন গা তুমি কি বলবে বলদেখি শুনি ।

না ।—( আস্তে ২ ) হেঁগা কাল যাব বলে যাওনি কেন ? কাদম্বিনী অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আনাকে পাটিয়ে দিয়েছে ।

র-মো ।—( স্বগতঃ ও সৰ্বনাশ ! সৰ্বনাশী বুঝি লেটা বাদালে ) প্রকাশে তা আচ্ছা তাকে বল আজকে যাব, কিন্তু আমি না গেলে যেন কিছু না করে ।

নাগিনীর প্রস্থান ।

লঘু-দ্বিপদী ।

রমণীমোহন,      মন উজ্জাটন,  
সতত চঞ্চল হৈল ।  
যাহা উপস্থিত,      কি করি বিহিত,  
এরূপে দিবস গেল ॥  
রজনী হইল,      মনেতে চিন্তিল,  
শেষেতে করিল স্থির ।

না যাব রজনী, কাদম্বিনী ধনী,  
কতু না হবে বাহির ॥

এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্রমে বিস্মরণ হইয়া দিন যাপন  
করিতে লাগিল ।

পয়ার ।

হয়ানিতে কাদম্বিনী, হইয়া জস্থির ।  
বোরকা বিড়ে সৈধে পনী, হইল বাহির ॥  
নিশীথ সময় ঘোর, দেখি ভগ্ন নবন ।  
আরো চিন্তা না দেখিয়া, রমণীমোহনে ॥  
কি করিব কি হইবে, ভাবিতে লাগিল ।  
জান না কিরিব বণি, সাহস করিল ॥

[ কাদম্বিনী নাশ্তিনীর গৃহে প্রবেশ । ]

কাদ ।—( ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া আস্তে ২ ) ও কি, কি ওগো  
নাশ্তিনি কি, এত ঘুম গা ? একবার ওঠনা ।  
না ।—এত বেতে কে গা, কাদম্বিনী নাকি ? কেন গা ।  
কাদ ।—ওগো কি ! তুমি উঠে একটু বাইরে এসো, একটা  
কথা বলব ।

না।—(দ্বার খুলিয়া) কেন গা কি হয়েছে? এত বেতে  
আবার কেন কি বলবে? এমন পাগলির বেটা পা-  
গলি ত দেখিনি।

কাদ।—সেই যে বাবু আসবেন বলেছিলে এখন ত এলেন  
না, তাঁর বাসায় আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

না।—ও সর্বনাশীর বেটা সর্বনাশি। তখন তোর নিতান্ত  
কাকুতি মিনতি দেখে গিয়েছিলেম, তোকে সঙ্গে  
করে নিয়ে যাওয়া, তা আমা হতে হবেনা, তা হলে  
কি আমি এখানে বাস কর্তে পারব, না ঘরে থাক্তে  
পারব?

কাদ।—হেঁ গো কি তোমার পার পড়ি, তুমি আমার ধর্মের  
না, তোমাকে কাপড় দেব ছুটো টাকা দেব তুমি সেই  
বাসাটা দেখিয়ে দিয়ে চলে এসো, আমি কার সা-  
ক্ষাতে বলব না।

না।—না বাছা তা আমা হতে হবে না, তুমি ভালই বল  
আর মন্দই বল আমি সঙ্গে যেতে পারব না,  
আবাগের বেটা কিছু গঞ্জনা হয়েছে বটে? তা বলে  
কি ঘরের বার হুত হয়, না পা উঠতে হয়, তাতে  
কি জাত থাকবে? তোর বাপের এই মন্ত নাম  
সংক্রম একেবারে ডুবুবি, আর লোকেই বা কি  
বলবে?

কাদ।—(স্বগতঃ যখন ঘরের বার হয়েছে তখন আর  
ঘরে ত যাব না, তবে যদিচ এখন যুবক নগরে যেতে  
এই বেতে সাহস হয় না, বিশেষ বাসা চিনিনে, তখন

আনন্দের গায়ের খুদী বৈষ্ণবী যে ভূতন গঞ্জের  
উত্তর রাস্তার ধারে ঘর বেঁধে রয়েছে, গজামানে  
ঘাতারাতের সময় দেখে এসেছি, হৃদ আদ কোশ  
টাক্ হইবে সেইখানে-যাই তার পর যা থাকে ক-  
পালে) এই ভাবিয়া নাগিনীকে প্রকাশ করিতে  
নিবেধ করিয়া সেই অন্ধকারে প্রস্থান করিয়া উদ্ধ-  
হাসে ক্ষতগতি খুদী বৈষ্ণবীর দ্বারে উপনীত।

কাদ।—( গদ্যদ স্বরে ) দিদি ও দিদি ওগো বৈষ্ণবী দিদি !  
ওটে গো ও গো শিগগির ওটে ।

বৈষ্ণবী।—কেরে দিগমি বটে? অমনতর হাঁস্ ফাঁস্  
কচ্ছিস কেন লো, মার ধোর করেছে নাকি ?

কাদ।—না গো দিদি আমি দিগমরী নই, বাইরে এসো  
বলি আমি কাদম্বিনী ।

বৈ।—( ত্র্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া ) কেরে গদা কাকার মেয়ে  
কাদম্বিনী, এত রাত্রে কেনরে ?

কাদ।—( কথা কহিতে না পারিয়া রোদন করিয়া অঞ্চলে  
চক্ষুর জল সমরণ করিতে করিতে কোঁস ২ করিতে  
লাগিল । )

বৈ।—হেঁরে কাদম্বিনী কি হয়েছে কি, কাদছিস্ কেন ?  
আমার মাথার দিকি লাগে কি বলদেখি শুনি ।

কাদ।—( রোদন করিতে করিতে আশ্তে ২ ) দিদি আমি  
আর ঘরে থাক্তে পারিনে, আমার বড় লাঞ্ছনা  
হয়েছে ।

বৈ।—ও সর্বনাশী পোড়ারমুখী! তুই বলি কি? অমন কথা বলিস্নে, চল্ এখন চল্ তোরে ঘরে রেখে আসি।

কাদ।—না দিদি, আমি আর বাড়ি যাবনা, আমার যা থাকে কপালে তাই হবে, নৈলে গলায় দড়ি দে মরব।

বৈ।—ওরে পোড়াকপালি, তুই গলায় দড়ি দিয়ে মর, গলায় ছুরি দে মর, জলে ডুবে মর, সেও ভাল তবু ঘরের বার হস্নে রে ঘরের বার হস্নে।

কাদ।—দিদি, বা তা বল ঘরে যাব না, বল্ কি ঘরে পরে গঞ্জনা কত বরদাস্ত কর্বে, আমি আর সৈতে পারিনে।

বৈ।—ওরে হাবি দিনকত বরদাস্ত কল্লে এর পর এত থাক্বে না, এ ব্যেয়েসে যা তা কর ঘরে থাকলে শেষটা কষ্ট পেতে হয় না, তবে বলি শোন দুঃখের কথা শোন একটু স্থির হয়ে শোন সংক্ষেপে বলি।

কাদ।—বল্বে আর কি, আমার আর কিছু শুন্তে ইচ্ছে করে না।

বৈ।—ওরে সর্বনাশী তবু শোন, কিছু বলি শোন, একটু মন দিয়ে শোন। আমাদের বাড়ি বাজার দল নিত্য সন্ধ্যার পর বসুক, নবে বলে সর্বনেমের নাচনা গাওনা শুন্তে শুন্তে কেমন মন ধারাপ করে ফেল্লে, তার পর জানা জানি হয়ে ভাই এক দিন মেজ্ দাদা যে মার মাঝে একেবারে হাড় চূর্ণ করে

দিলে, যদি ভাই সঙ্গে থাকি তবে এ ভোগ ভুগতে হয় না, তার পর ভাই না করেছিলেন এমন সামগ্রীই নয়, দেখে থাকবি? গহনা তৈজস পত্রাদি রাখবার স্থান ছিল না। টানা টানি হতে আবার ক্রমে ক্রমে পেটের আলায় বেলকুল খুইয়ে আজ কাল ভাই এমন হয়েছে যে, বোধ হয় দুই এক দিন টুকুি হাতে করে না বেরুলে হাঁড়ি সিকের ওঠে, তাই বলি ভাই এমন সন করনা? এখন আমার সঙ্গে চল তোরে বাড়ি রেখে আমি কেউ জ্ঞান্ডে গুন্তে পারবে না।

কাদ।—তুমি দিদি যে সকল কথা বলে সকলি শুনলেন, এবং আমিও খুকী নই বুঝতে পারি, কিন্তু আমাকে কি ভুতে পেয়েছে আমার গলার ছুরি দাও সেও ভাল তবু বাড়ির নাম কর্তে যেন গায় আগুন ছেলে দেয়।

বৈ।—তোর নেহাত কপাল মন্দ, নৈলে তোর যখন এমন বুদ্ধি হয়েছে তখন আর কি বলব, তবু বলি চল চল দুই বাড়ি চল, সেবার যেমন তোর আমার বাড়ি গিয়ে পাঁচ ছয় মাস ছিল, নয় সেই রূপ গিয়ে সেই খানে কিছু দিন থাক।

কাদ।—দেখ দিদি, আমার মৃত্যু হওয়া ভিন্ন আর কিছু ভাল লাগে না, সেবার নামাদের বাড়ি গিয়ে দেখেছি কেমন হয়েছে সেখানেও স্থির হয়ে থাকতে পারিনে যেন বাড়ির বার হলেই বাঁচি।

এইরূপ কথা বার্তা কহিতে রজনী প্রভাত।

[ কাদম্বিনীর গীতা প্রভৃতি তিন চারি জন প্রতিবানী  
সমভিব্যাহারে তল্লাস করিতে উপস্থিত। ]

কাদ।—( পিতা প্রভৃতিকে দৃষ্টি করিয়া ভ্রিয়মান হইয়া  
অথঃ বদনে রোদন করিতে লাগিল। )

গদাধর।—হেঁ গা বাছা ! তোমার এমন জ্ঞান বুদ্ধি হয়ে  
একেবারে আগাদের মুখে আগুন দিতে উদ্যত  
হয়েছ ? তা এখন চল বাছা বাড়ি চল আর তোমায়  
কিছু বলব না।

কাদ।—( নিরুত্তরে ফৌস করিয়া রোদন করিতে লা-  
গিল। )

বৈ।—খুড়া মহাশয় আমি এমন দায় কখন চেকিনি, বোধ  
হয় রাত দুই প্রহর দুইটার সময় এসেছে, সমস্ত রাতটে  
কত করে বুঝিয়েছি সর্দানারী কি বাগ ধরেছে কোন  
প্রকারেই বাগে আস্তে পাল্লেন না, আমি এখন  
বল্‌চি চলরে চল ডুই যাতে ভাল থাকিস তাই করে  
আসব ( এই বলিয়া কাদম্বিনীর হস্ত হস্তে ধরিয়া )  
আমার দিদি না ভাল, আনার মাথা খাস্ চল দিদি  
চল তোমাকে বাড়ি রেখে আসি, তুমি এই সকাল  
বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছ তা ভাবনা কি ?



একি শুনি আচম্বিত, প্রাণ দিহুরিল।  
একেবারে সর্বনাশী, কুলে কালি দিগ।।

[ এই রূপ ভাবিতে চিন্তিতে পুনরায়  
মহেশ্বরের প্রবেশ। ]

মহে।—মহাশয় আমি চারিটার ছুটির পর পাড়িয়া যাইতে-  
ছিলাম, কাদম্বিনীও আসিতেছিল, ধোপা পুকুরের  
উদিকে আমাকে দেখ্তে পেয়ে সঙ্গে করে এনেছে।

র.মো।—( অত্যন্ত উচ্চাটন হইয়া ) কাদম্বিনী তোমায় সঙ্গে  
করে এনে কোথায় আছে ?

মহে।—সে ঐ কালী বন্ধির বাসার উত্তর রাস্তার ধারে  
বাগানে দাঁড়িয়ে আছে।

র.মো।—( অত্যন্ত চঞ্চল চিত্তে অধীনাকে কহিল ) ওগো  
দাসের কি, ঐ রাস্তার ধারে বাগানে যে মেয়ে মা-  
নুষটি দাঁড়িয়ে আছে এখন তোমার বাড়ি ডেকে  
নিয়ে যাও, বল রাত্রে সাক্ষাৎ হবে।

[ সকলের প্রস্থান। ]

[ নিশিতে উভয়ের মিলন। ]

কাদ।—( রমণীমোহনের ক্রোড়দেশে মস্তক প্রদান পূর্বক  
রোদন করিতে ২ গদ্যদ স্বরে ) তুমি যাব বলে গেলে  
না এত নিদ্রা হয়েছ কেন ?

র-মো।—তোমার যে এদুর মনস্থঃ হয়েছিল ইদং ঘরের  
অগোচর, আমি তামাসা এবং মন বোঝানো করে  
বলেছিলে বিবেচনা করিয়াছিলাম, তুমি যে ঘরের  
বার হয়েছ একি ভাল কর্ম করেছ ? ভাল কর্ম কর  
নাই, তোমার বাপের নাম সংগ্রহ তুমিও বুদ্ধিমতি  
বটে, এককালে কি বলে জলাঞ্জলি দিলে, তা যা  
হোক আমাকেও দশ জনে জানে শোনে, আমাকে  
কি বলবে, এখন চল তোমাকে বাড়ি রেখে আসি  
সকল দিগ বজায় থাকবে।

কাদ।—না ভাই, তুমি আর আমাকে বাড়ি যাওয়ার কথা  
বল না, আমি ঘরে পরে বড় গঞ্জনাতেই ঘরের  
বার হয়েছি, নৈলে আমি কি কিছু বুঝতে পা-  
রিনে সকলি জানি, কি করি নিতান্ত জ্বালাতন  
হয়েছিলাম তাই আত্মঘাতী না হয়ে এই কর্ম করেছি,  
এখন তুমি হর্তা তুমি কর্তা তুমি যা কর, আমি আর  
কিছু জানিনে, আর তোমারি বা বদনাম হবে কেন  
তুমি যে আমাকে বার কর নাই তা সকলে জেনে  
গিয়েছে, বিশেষ থানার কাছারি ও জমীদারের  
কাছারী পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছে।

র-মো।—জানা জানি কি রকম হয়েছে, আর তুমিই বা  
একলা বেরুলে কেমন করে না সজ্জি পেয়েছিলে,  
সজ্জি না পেলে কি মেয়েমানুষের এত সাহস হয়।

কাদ।—তা তুমি যা ভাব আর যা বল যা কও, আমি ত  
দুপুর রাত পর্য্যন্ত তোমার যাওয়ার আশা করেছি-

লাম, তার পর তোমার দেখা না পেয়ে ছু-তিন বার ঘর বার বাতায়ত করে নাগ্বিনী কির বাড়ি গিয়ে এখানে আসবার জন্তে কত সাধাসাধি কল্লেম, কোন মতে রাজি না হওয়ায়, যা থাকে কপালে বলে সা-হসে ভর করে বৈষ্ণবীর বাটী যাই, তার পর বাবা সদানন্দ নামা প্রভৃতি এসে বিস্তর বুঝাইতে ও লইয়া যাইতে চেকা করিল, শেষ তাঁরা নিরাশ হইয়া গেলে কদিন অস্থির হয়েছিলাম, বৈষ্ণবীকে বলেছিলাম সেও কিছু মনোযোগ না করায় আজ নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে থাকে না পেরে এসেছি, ভাগ্যগিস মহেশ্বের সঙ্গে দেখা হয়েছিল নৈলে কত ঘুরতে হতো, এখন উপায় আপায় কর ।

র-মো ।—যা হয়েছে তা হয়েছে, এখন আর চারা নাই কলে ভাল কর্ম কর নাই, এখন আমি বলি কি সেই বৈষ্ণবীর বাটীতে দিনকত কাটাও পরে বিবেচনা করা যাবে নৈলে এখন এখানে আনলে আমার বড় বদনাম হতে পারে ।

কাদ ।—আপনার যা ইচ্ছে হয়, আমাকে বৈষ্ণবীর বাড়ি রাখুন আর জলে রাখুন, বা জঙ্গলে রাখুন, যেখানে রাখেন সেইখানেই থাকব, এখন আমি কষ্ট পাই সেও ভাল তাতে হানি নাই, কলে আপনার কোন রকমে কষ্ট না হয় তাই করুন ।

র-মো ।—সেই পরামর্শ ভাল, কেন না এখন তোমাকে এখানে আনলে আমার অত্যন্ত দুর্নাম হতে পারে,

সেই জন্ত আপাততঃ বৈষ্ণবীর বাড়ি থেকে সেই-  
খানে একখানা ঘর বেঁধে কিছু দিন থেকে তার পর  
কোন ছলে আনা যাবে।

কাদ।—আচ্ছা, যাতে আগ্রার মান থাকে এবং চারিদিক-  
রক্ষা পায় সেই ভাল, আমি ত কুল থেকে বেরি-  
য়েছি পাছে আপনার নিন্দা হয় সে অত্যন্ত দুঃখের  
বিষয়।

র-মো।—সে যা হোক খানার কাছারী ও জমীদারের কা-  
ছারী কি রকমটা হল, আর সেখানে কি রূপে রাত  
কাটিয়েছিলে?

কাদ।—পোড়াকপাল আর কি! সেখানে রেতে থাকে  
যাব কেন? আমি না থাকলে তারাই বা আমাকে  
রাখতে পারবে কেন। আমার তলব হলে বৈষ্ণবী  
নিদি এক দিন খানায়, এক দিন জমীদারের কা-  
ছারী নিয়ে যায়, দুই ঠাই দু-টাকা দিয়ে কি বলে  
কয়ে আমাকে নিয়ে এসেছেন।

র-মো।—এর মধ্যে তুমি টাকা পেলে কোথায়, রোজগার  
হচ্ছে কেমন? যেন আসলে লোকনান হয় না।

কাদ।—“মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল” এর ঠাট্টা দেখে  
আর বাঁচিনে, কেন মায়ের বাজের চাবি আমার  
ঠাই ছিল, তাতে গহনা পত্র যা ছিল কিছু ছুঁইনি  
কেবল ৬টা টাকা মাত্র আনি, তার মধ্যে কাছারী  
২ টাকা, আর এই এক ঘোড়া খুতি কিনি ২ টাকা,  
আর ১ টাকা ভাঙ্গিয়ে কদিন চলেছে আর ১ টাকা

আছে এখন আপনার চরণ শরণ নিলাম আমার  
আর ভাবনা কি সকল ভাবনা গেল ।

[ এই কণ কধোপকথন ইত্যাদিতে নিশি  
বঞ্চন করিয়া প্রভাত হইতে না হইতে  
কাদম্বিনীর প্রস্থান ।

পয়ার ।

প্রভাতে বৈষ্ণবী গৃহে, কাদম্বিনী গেল ।  
নিশির বৃক্ষান্ত সহ, পরিচয় দিন ॥  
করিল বৈষ্ণবী গৃহে, কাদম্বিনী বাস ।  
ক্রমে ক্রমে গত হৈল, প্রায় দুই মাস ॥  
বৈষ্ণবীর গৃহ পার্শ্বে, বাপি এক ঘর ।  
বৈষ্ণবীর অধীনেতে, থাকে নিরন্তর ।  
অন্তরেতে সুখী বহে, দিন হয় গত ।  
নানা ভাবে নানা মত, ভাসে কত মত ॥  
মধ্যে মধ্যে বাতায়াত, উভয় উভয় ।  
উভয় চঞ্চল সদা, উভয়ের দায় ॥

[ এক রাত্রে রমণীমোহন কাদম্বিনীর গৃহে উপস্থিত  
সময়ে বৈষ্ণবীর প্রবেশ । ]

বৈ.—বাবু আপনি কাদম্বিনীকে আর কত কষ্ট দিবেন,  
কষ্ট কি শেষ হয়নি ?

র-মো ।—কেন কাদম্বিনীর কষ্ট কি ? আমি ত কিছুই টের পাইনে ।

বৈ ।—কাদম্বিনী আপনার সাক্ষাতে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু আমার সাক্ষাতে সর্বদা বলে “বাবুর নিকট না থাকলে কষ্ট যাবে না” এবং মাজে মাজে কাঁদা কাটাও করে থাকে, বিশেষ এখন আপনি নিয়ে গেলে আপনার বদনাম হবে না, কেন না এখানে প্রায় ৭৮ মাস বাস করাতে সে গোল মিটেছে ।

র-মো ।—কেমন হে কাদম্বিনী কি বল ? তবে একটা বাসার ঠিকানা করে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করা যাক ।

কাদ ।—তা আমি কি বলব আপনার যে মত হয়, আমার কষ্টে হানি নাই, আপনার কোন রকমে কষ্ট না হয় তাই করুন ।

র-মো ।—যা হোক একত্রিত হয়ে কিছু দিন ত আমোদ প্রমোদ করা যাক, তার পর “যৎবিধৌ” ।

পর্যায় ।

রমণীমোহন পরে, প্রস্থান করিল ।

বাসার আসিয়া কত, ভাবিতে লাগিল ॥

যদিচ রমণী জাতি, জুরা অতিশয় ।

বিলম্বেতে এসে সদা, সেহ ভাব নয় ॥

বাতাসাত করিতে, বিশেষ কষ্ট হয় ।  
 অধিকন্তু দেখিতেছি, ছাড়াবার নয় ॥  
 কায়ে কামে কামিনীকে, আনিতে হইল ।  
 এত ভাবি বাসাবানী, টিকানা করিল ॥  
 শনিবার রজনীতে, রমণীমোহন ।  
 পাঠকে লইয়া সঙ্গে, করিল গমন ॥  
 উপনীত হৈল যদি, রমণীমোহন ।  
 আনন্দের সীমা নাই, রমণীর মন ॥  
 চলিত সামগ্রী যত, সংগ্রহ করিল ।  
 ঘোড়া গাড়ি তাড়া করি, তাহাতে পুরিল ।  
 গমনে আনন্দ হাস্য, পরিহাস হয় ।  
 যত হাসি তত কান্না, কুশদেব কয় ॥

### গীত

তাল একতালী ।

প্রেমে কর রে যতন । বুকে সুখে কলে প্রেম না  
 হবে পতন ॥ পিরীতি পাদপ কলে, স্বকলে সকল  
 কলে, এদেহ দেহান্ত হলে, মিলিবে রতন ॥  
 দেখিলাম ঘটে ঘটে, কত মত ঘটে ঘটে, কুশ-  
 দেব বলে নাহি ঘটে, মনেরি মতন ॥

লক্ষ্মী-ত্রিপদী ।

রমণীমোহন,           মন উচ্চাটন,  
 শুবক নগর যেতে ।  
 কাদম্বিনী সঙ্গে,   না না রস বলে,  
 গাড়িতে পৌঁছিল যেতে ॥  
 বাসা নিরুপদ,       করিল যেমন,  
 অবস্থিতি তথা করে ।  
 রহিল নিরুপদে,   কেহ নাহি জানে,  
 ক্রমেতে প্রকাশ পরে ॥  
 রমণীমোহন,       লয়ে বন্ধুগণ,  
 প্রথম রজনীযোগে ।  
 জগমোদ প্রমোদে, গীত বাজে নাচে,  
 সংগীত রাগিনী রাগে ॥  
 ক্রমে গত দিন,     এক দুই তিন,  
 চারি পাঁচ ছয় মাস ।  
 স্বপ্ননে নিরুপদে,   রমণীমোহনে,  
 সব করে উপহাস ॥

এই কপ সত্তত পরত পরস্পর রমণীমোহন স্বীয় অপ-  
 দাদ শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইতে লাগিল ।

[ অন্তঃপুর প্রায় আট মাস গত হইলে এক দিন  
 নিশিযোগে । ]

র-মো ।—হেদেখ প্রিয়সি ! তোমার সাহিত প্রণয়ে গৃহে  
 থাকিতে প্রায় ৫ বৎসর, পরে এক্ষণে প্রায় এক



বৎসরের অধিক কাল যাপন হইল, কিন্তু যদিচ তোমার গৃহের বার হওয়া আমার মনঃ ছিল না, তুমি আপনাই হতেই আমার প্রতীক্ষা না করিয়া বহির্গত হয়েছ, তথাচ আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে চাইনে এবং মনঃও নয়, কিন্তু এক্ষণে ঘরে পরে সতত পরত যে রূপ ছুর্নাম শুন্তে পাই (যদিচ অনেক তদ্র লোকের একরূপ আছে বটে) তথাচ আমার নাশা তুলে বেড়ান, ও মুখ তুলে লোকের সঙ্গে কথা বার্তা কওয়া নিতান্ত লজ্জাকর হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং সেই হেতু আপাতত তোমাকে দিনকত স্থানান্তর রাখিতে বাসনা করি তাহা হইলে লোকপবাদ দূরিভূত হইলে, পরে কোন নিজ্জন স্থানে রাখিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া কাল যাপন করিব তার কি বল ।

কাদ।—সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করাই বাছল, পূর্বে বলাই আছে “আমি কষ্ট পাই হানি নাই, আপনি মতে কষ্ট না পান তাই করবেন” এক্ষণেও বলছি আপনি আমাকে যেখানে যে অবস্থায় রাখবেন সেই রূপে থাকুন তার চিন্তা কি? যা ইচ্ছা হয় এই ক্ষণেই উল্লেখ করুন আমি রাজি আছি ।

র-মো।—তবে পরশ্ব শনিবারের রাতে যাওয়ার স্থির হল রসিক গঞ্জে বেচু চাইয়ের স্ট্রীটের মধ্যে ভগী ময়রানীর বাটী রেখে আসা হবে, হদ তাই ছমাসে অধিক থাকতে হবে না, ইহার মধ্যে মধ্যেও আঁ

মাতায়াত করব, কোন চিন্তা করবে না। স্বরাস সজ্জ-  
টন হবে, আপাতত কিছু দিন উভয়ের কষ্ট হবে  
বটে তা কাষেই সহ্য কর্তে হবে, ইতিমধ্যে আমি  
অতি নিজ্জন স্থান একটা ঘোড়না ঘটনা করব।

[ রমণীনোহনের প্রস্থান ।

[ রাজনী প্রত্যুত প্রতিবাসিনী জগদম্মার প্রবেশ । ]

জগদম্মা ।— কেন বাছা কান্ডিশিনী আজকে মনটা ভার হ  
দেখছি ? তোমার মন ত প্রায় এমন দেখিলে, হানি  
হাসি বদন খানি বিরস বদন হয়েছে ।

কান্দা ।— ( কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া ) কৈ গা মাসি আমার  
বিরস বদন দেখলে কিসে ? তবে মাস দুই এখন  
তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, বাবুর মত হয়েছে  
রসিক গঞ্জে থাক্তে হবে, বাবুর বড় লজ্জা পেতে  
হচ্ছে সুতরাং কাষেই মাস দুই গিয়ে থাক্তে হবে ।

জগা ।— ও পোড়াকপালীর বেটী পোড়াকপালি ! তাই  
বলতে হয়না ? ওরে তোর কপালে যে আগুন লে-  
গেছে তা বুঝি বুঝতে পারছিস্নে, তোর মতন হা-  
ব্লা মেয়ে ত কখন দেখিনি ।

কান্দা ।— কেন গা মাসি, আমি হাব্লা হলেম কিসে, আর  
আমার কপালে আগুন লাগলই বা কেন ?

জগ ।--হেদেখ বাছা, তুমি কিছু বুঝতে পাচ্ছ না, তো-  
মাকে বাবু রসিক গঞ্জে রেখে এলে কি আর আ-  
নবে না মনে করবে? তবেই তোর হাতে খোলা  
পৌঁদে মালা সার হবে দেখিস্ ।

কাদ ।--না গো মাসি, তুমি যা ভাব তা নয়, বাবুর অত্যন্ত  
লজ্জা হয়েছে তাই দিনকত আমার রসিকগঞ্জে থাকতে  
হবে, বাবু আমাকে যে ভাল বাসেন মধ্যে মধ্যে  
যানেন বলেছেন, বিশেষ তিনিও মন্দ বলেননি, এমন  
পব্লিক জায়গায় না থেকে কোন প্রাইবেট জায়-  
গায় থাকলে আমারো হবে তাঁরো লজ্জা পেতে হবে  
না ।

জ ।--আঃ আমার হাবা মেয়ে । একি মেয়েমানুষ তা  
পেটেও বা মুখেও তাই, গুরুত্ব মানুষ বাছা পেটে  
এক মুখে আর, মনে তাঁর বলে আর করে আর ।  
বিশেষ গলার বিখ্যাত নাগাতে পায়েই বাঁচেন, তুমি ত  
বাছা কখন চেকনি জানও না, এই বয়েসে বাছা  
খনরে কত দেখলেম কত শুনলেম, কত ভুগলেম  
কত কল্লেম তা বলতে পারিনে ।

কাদ ।--(মেয়ে মানুষ, গনটা কিরে গেল) হেঁগা মাসি  
তা কি হবে গা বাবু কি আমাকে ত্যাগ করবেন  
যে ভাল বাসেন, আমার ত বোধ হয় না ।

জগ ।--তোমার এখন বোধ হবে কেন বাছা, লোকে  
ঠেকলে জানতে পারে না, ও কথা বলবো কি মা  
পড়লে কান্না এসে, এখন ত আমি রাজরাজেশ্ব

কোন লেটী নাই কারো তওকাও রাখিনে, বাছারে !  
গদাফাকীর নাম শুনে খাবু'বি ? আমি ত জানিনে,  
একবার যুটে গেল আমাকে রাজা করে, উজীর করে,  
হার দেয়, বাজু দেয়, কত গহনা দেয়, ভাল ভাল  
কাপড় দেয়, টাকা দেয়, আঁচুলি দেয়, কত দেয়, আ-  
বার হাতে স্বর্গ দেয়, আর আমি ভাল বাসাবাসী যে  
এক দণ্ড কি এক দিন আমার রেখে কোথায় থাক্তে  
পারত না, কিছু দিন থেকে আমি সাইত্ব করে নিদ্রয়  
হয়ে ফেলে পালাল যে এক দিনের ভরেও আর  
দেখা কল্লে না, কিন্তু অজ্ঞাপি তার নাম মনে হলে  
বাজা চোখের জলে বুক ভেসে যায় আর বলব কি,  
তাই বলি এখন সতর্ক হ রে সতর্ক হ ।

কাদ ।— তা হেঁগা মাসি এখন কি হবে না ? আমি যে স্বী-  
কার করেছি, এখন আর কেমন করে অস্বীকার  
হব ?

জগ ।— ওরে বাছা অস্বীকার হবার হাজার হাজার পথ  
আছে, তুই যদি না যাস্ তবে কারু বাপের সাক্ষি  
নেই যে ঘরের বারু করে, তবে হতে পারে যদি  
রসিকগঞ্জে গিয়ে কোন ভাল রসিকের সঙ্গে মিশতে  
পারিস্ ত ভাল হতে পারবে, কিন্তু এ গুড়ে বালি ।

কাদ ।— মাসী গো সে আশীর্বাদ কর না, তবে অস্বীকার  
হবার পথ কি তাই বল ।

জগ ।— বাছা তবে শোন, রেতে বাবু এলে দুই এক কথা  
কৈতে কৈতে বলবি যে, একটা স্থানান্তর যেতে হলে

গহনা উপযুক্ত মত খানকত না থাকলে লোকের কাছে দাঁড়ান যাবে না নিশ্চয় কব্বে, যা আছে এ পরে কি মুখ দেখান যাবে, না কথা কওয়া যাবে ? আমার লজ্জা কব্বে, তার পর যত দিতে স্বীকার করুন না কেন তোমার স্বীকার না কলেই হলো, মনের মত না হলেই হল আর কতই বা বলব, তৈজস পত্র খাল, গাভু, ঘটা, বাতী, যা মনে উদয় হয় তাই চাবি তাই বলবি, এক স্বীকার হলে আর বলবি, আর স্বীকার হলে অত বলবি, তোমার মনের মতন না হলে কাষেই তোকে আর ঘরের বার হয়ে রসিকগঞ্জেও যেতে হবে না, বাবুও সুতরাং তোকে এখন থেকে এখন ছেড়ে থাকতে পারবে না, তা হলে তোমার আর কষ্ট পেতে হবে না।

কাদ।—আচ্ছা মাদী বেশ বলেছ, তুমি না থাকলে আমার সর্বনাশ হতো আমি পথের ককির হতেম, এখন ঘর পেলেম দ্বার পেলেম বাবু পেলেম তোমাদের পেলান আমার সকল দিগ রক্ষা হল, নৈলে আমি পাথারে ভাসতেম।

[নিশি আগমনে রমণীমোহনের প্রবেশ।]

র-মো।—কি হে কি হচ্ছে? মনে কিছু অসুখ বিবেচনা কর না, কোন ব্যাঘাত না হইলে প্রায় প্রতি শনি-বারেই সাক্ষাৎ হইবে, তার পর এদিগে গোল মিটে গেলে হৃদ ছুই মাস।

কাদ।—তা বাবু আমি যেতে নারাজ নই, তবে এই সামান্য সামান্য গহনা পত্র পরে ভিন্ন স্থানে থাকা কেনন করে হতে পারে, তা হলে আপনার লজ্জা পেতে হবে, আমার কি আমাকে দেও? না দেও? আমার কিছু মনে ইচ্ছে নেই, তবে কি একটা নূতন জায়গায় গেলে দশ জনে দেক্তে আসবে, তোর কি কি গহনা আছে রে বল্লেই লজ্জা পেতে হবে, মাথা হেট করে থাক্তে হবে তার বিবেচনা করুন।

র-মো।—(স্বগতঃ গতিক ভাল নয় কিছু ভাবান্তর দেখ্চি, বোধ হয় কোন কুপরামর্শ পেয়ে থাকবে, যা হোক দেখি ভাব্তা কি) প্রকাশ করিয়া যে সকল গহনা আছে তাই বা মন্দ কি, তা যা হোক এখন কি কি হলে ভাল হয়?

কাদ।—এখন ভাল দেখে একখানা বাজু, আর ভাল এক ছড়া পাঁচনরে চন্দ্রহার, আর কানবালা অথবা ঝুম্কা এই হলেই আর যা যা আছে তাইতে চলবে।

র-মো।—তা আচ্ছা যা বল্লে তা আজকাল হঠাৎ সকল এখানে পাওয়া যাবে না, তবে শুনেছি পদো সেক-

রার তৈয়ারি চারনরি এক ছড়া চন্দ্রহার প্রস্তুত আছে  
কাল আনাব, আর টাকা নিয়ে যাব বরং সে টাকা  
তুমি নিও, রসিকগঞ্জে গিয়ে ভাল দেখে বাজু কান-  
বালা ক্রয় করে দিব।

কাদ।—(স্বগতঃ এতেও ত রাজি হল এখন আর কি বলি)  
প্রকাশ করিয়া, টাকা নিয়ে কি হবে? এখান হতে  
পরে না গেলে, সেখানে গিয়ে আনাতে লোকে  
কি বলবে? আমার লজ্জা করবে, না আমি তা  
পারব না।

র-মো।—(স্বগতঃ বুঝেছি কে কান ভাঙ্গিয়েছে) প্রকাশ  
করিয়া, দেখ কাল দিন স্থির করা হয়েছে বিশেষ  
আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, কাল যাওয়া কর্তব্য  
বরং রসিকগঞ্জে গিয়ে অগ্রে ঐ ঐ গহনা এনে পরে  
তবে মনরাণীর বাটী যাওয়া যাবে।

কাদ।—(আর কিছু না বলিয়া কহিল) আচ্ছা তাই হবে  
তবে কাল কখন যাওয়া হবে?।

র-মো।—কল্য সন্ধ্যার পর গাড়ি ভাড়া করে রাখা যাবে  
তার পর দুই প্রহর দুইটা অথবা তিনটার পর রও-  
য়ানা হওয়া যাবে।

পর্যায়।

অন্তঃপুর দৌড়ে নিশি, বন্ধন করিল।

প্রভীত হইলে কত, ভাবিতে লাগিল ॥

কুশদেব বলে এবে, ভাব আর কি।

সেটা বাধাবার মূল, জগদম্বা কি ॥

[ প্রভাতে জগদম্বার প্রবেশ ]

জগ।—হেঁগা কাদম্বিনী ঘরে আছে, না রসিকগণ্ডে গেছ ?  
থাক ত এইবেলা দেখেনেই, আর ত হঠাৎ দেখা  
হবে না।

কাদ।—মাসী এলে গা, এসো বস বাছা এই মোড়াটার  
বস, তা বাছা মাসী গো বুঝি আমার কপালে কি  
আছে বলা যায় না, তোমার কথা আমার শিরো-  
ধার্য্য।

জগ।—তা হয়েছে কি ? কি কথা বার্তা হল তা বল্‌দেখি  
আবাগের বেটা শুনি।

কাদ।—শুনবে কি বাছা ? আমি যে যে গহনা চাইলাম  
তাই বাবু দিতে স্বীকার করলেন, তবে এখন আর  
উপায় কি, কাষেই যাবনা আর কি বলে বল্‌ব,  
মাসী গো আমার কপালে কি আছে বল্‌তে পারিনে,  
( এই নলিয়া রোদন )।

জগ।—( অঞ্চলে নয়নবারি মুছাইতে ২ ) কান্না কি গো ? এই  
জন্তে কি কাঁদতে হয়, আমি থাক্তে তোমার ভয় কি  
বাছা কাঁদিস্নে আর কাঁদিস্নে, আমি যা বলি তাই  
কর'বি, কার নাখা আছে তোরে নাড়ে, তুই আমাকে  
কাঁচা মেয়ে মানুষ দেখছিস নাকি ? মনে করি ত  
তো'র বাবুকে সাত ঘাটের জল এক ঘাটে খাও-  
য়াতে পারি, তায় কাষ নেই এখন বাছা শোন  
ভাবনা কি ? ঢাকাই অথবা শান্তিপুরে সাড়ি এক



যোড়া, কাঞ্চন নগরে খাল, নেপালের গাড়ু, সোনা-  
য়ের বাটী, গাজীপুরে ঘাটী, নাগপুরে ছাঁকো, মো-  
হনপুরে বাক্স, মদনগঞ্জের চাবির ছিকলি, নহুরে  
তাবিজ এই সকল দিকি চাবি, তা বাবুও দিতে পা-  
রবে না তোরও যাওয়া হবে না, আনিয়ে দিব বলে  
শুনিস্নে, এই রূপে আজ কাটাতে ছমাসের ঘা,  
তার পর আমি আছি।

[ এই বলিয়া প্রস্থান। ]

পর্যায়।

কাদম্বিনী ভাবে মনে, কি হইবে হায় রে।  
নিশি দিন তনু ক্ষীণ, ভেবে প্রাণ যায় রে।।  
কুশলেন বলে ধনী, পড়েছ যে দায় রে।  
না বুঝে খেয়েছ কড়, মর ভাবনা য় রে।।

[ নিশিতে রমণীমোহনের প্রবেশ। ]

কাদ।—বাবু আসুন, ঘরে তক্তাপোসে বসুন হাত ধুয়ে  
তামাক দি।

র-মো।—কি হচ্ছে হে আজকের বেপারটা কি? কিছু  
ক্রিয়া কৰ্ম যে কথা আছে নাকি? যোগাড় যাগাড়  
বে অনেক দেখি, কতকগুলি নিমন্ত্রণে আছে এঁটে  
বসবে নাকি?।

কাদ।—তৈ না এমন কিছু না, তবে এই পাড়ার জুতার  
জনের জন্তে চাল কোটা হয়েছিল।

র-মো।—আচ্ছা ভাল ভাল বেশ হয়েছে, এখন তবে গাড়ি  
আনান যাক্, দরার সেরে নেও।

কাদ।—(গৃহমধ্যে নিকটে আসিয়া) কিন্তু গাড়ি আনান  
হানি নাই, তবে গহনা পত্র যা হোক্ কিছু তৈজস্ব  
পত্র কাপড় চোপড় ত চাই।

র-মো।—কি হে? আজকে কিছু বাজাবাড়ি গোচ যে  
শুস্তে পাই গতিকে কি? ভাল করে বলদেখি  
শুনি।

কাদ।—ভাল মন্দ কি আর মশায়? এক ঠাই যেতে হলে  
যাতে লজ্জা পেতে না হয় ডাই কর্তে হয়, এই জন্তে  
বলি ভাল সাড়ি এক যোড়া নিদেন একখানা ঢাকাই  
অথবা শান্তিপুর্বে (এই কথা কহিয়া তৈজস্বাদির  
নাম হতে না হতে)

র-মো।—(কিছু রাগ প্রকাশে) আচ্ছা ভাল বোঝা  
গিয়েছে তুমি কর্ম্ম সার, (এই বলিয়া পশ্চাৎ করিয়া  
শয়ন।)

কাদ।—(যে সকল কর্ম্ম সারিয়া কতকগণ পরে পাশ্বে  
বসিয়া) ছোট বাবু ও ছোট বাবু, ছোট বাবু কি  
মুন্সিয়েছেন নাকি? এই ডামক খান, রাগ করেছেন  
নাকি? রাত যে প্রায় ছই প্রহর হল, এই সময়ে  
গাড়ি আনিয়া রাখুন।

র-মো।—আর তোমার কথা ভাল লাগে না, যা মনে থাকে তাই কর আমি আর কিছু বলতে চাইনে।

কাদ।—কেন হে এত রাগ কিসে হল? এক ঠাই যেতে হবে তাই ছু এক খানা গহনা, কি ছু এক খানা কোন নুতন সামগ্রী চাই, তা যদি না দেও তবে আমার কপাল মন্দ বলতে হবে।

র-মো।—(স্বগতঃ তবু আসল কথা ছাড়ে না) প্রকাশ করিয়া এখন তার কি বল স্পষ্ট করে কও।

কাদ।—যদি সকল দিতে না পার তবু কতক দেওয়া উচিত, এক খানা সাড়ি, একটা (এই বলিতে)

র-মো।—তাই ক্ষান্ত হও আর কেন বোঝা গিয়েছে, টাকা দিলে কি বোঝা যায় আর বলতে হবে না থাম।

উভয়ের পশ্চাৎ পশ্চাতী শয়ন।

[ প্রভাতে রমণীমোহনের বাসায় গমন, একটু পরে অধীনার প্রবেশ। ]

অধীনা।—বাবু আপনাকে কাদম্বিনী একবার ডাক্তে শুনে আসুন।

র-মো।—সে আর কেন ডাকবে, আমি আর যাব না, ও কার কুমন্ত্রণা পেয়েছে আর নাহক গিয়ে কি হবে?

অধী ।—তা যা হোক, তবু আর একবার যান কি বলে  
বোকা যাবে, দোষী হওয়া কিছু নয় ।

র-মো ।—ও কখনই যাবে না, তবে দোষী হওয়া কিছু  
নয় বটে ( এই বলিয়া গমন । )

কাদম্বিনীর নিকটে উপস্থিত হইয়া,—কেমন হে বাঁকা  
মন সোজা হয়েছে নাকি ? এখন কি বল তা শুনি ।

কাদ ।—বাঁকা মন সোজা আর কি, সোজাই আছে আ-  
শ্বাকে অসন্তোষ করা ত উচিত হয় না ।

র-মো ।—তবে গাড়ি আনান যাক্, এখনই যেতে হবে,  
কল্য সোমবার যাওয়া হতে পারে না ।

কাদ ।—আচ্ছা গাড়ি আনান্ কিন্তু একটা কথা বলি,  
এক খান বড় দেখে কাঞ্চন নগরে থাল, আর একটা  
গাড়ু, আর একটা বড়বাটী, আর যা হয় নয় সেইখানে  
গিয়ে দিবেন ।

র-মো ।—( স্বগতঃ যা বলে চাতুরি ভিন্ন নহে, অতএব মেয়ে  
মানুষের সঙ্গে যে প্রণয় করে কি প্রণয় কর্তে বাসনা  
করে, তার মুখে, তার বাপের মুখে, তার সাত পুরু-  
ষের মুখে, তার চৌদ্দ পুরুষের মুখে, ) প্রকাশ করিয়া  
( রাগোদ্দেশে ) মেয়ে মানুষের পায় দণ্ডবৎ জো-  
মার সঙ্গে যা হবার তা হয়েছে এই পর্য্যন্ত ।

[ এই বলিয়া প্রস্থান । ]

কাদ।—(কতকণ মৌনব্রত থাকিয়া চিন্তা করিতে করিতে রোদন।)

[জগদম্বার প্রবেশ।]

জগ।—কেন গা বাছা ও কি কান্না কেন? আসল খবরটা কি তা বল তার পর কেঁদ।

কাদ।—(কৌস২ করিয়া রোদন করিতে২) মাসী গো! বুঝি আমার কপাল ভেঙেছে, বাবু যে রূপ রাগ করে গিয়েছেন বোধ হয় আর সাক্ষাৎ হবে না।

জগ।—ওরে হাবা মেয়ে তুই তাই ভেবে কাঁদচিস্, তার জন্মে একটু ভাবিস্নে, তোর এখন রসিকগঞ্জে যাওয়া না হলেই হল, তুই দেখিস্ হদ তোর আঙ্কের রাতটে একলা থাক্তে হবে, কাল দেখিস্ আবার এই দ্বারে লোটা লুট।

কাদ।—তা কি হয় বলতে পারিনে, যে রূপ রাগ করে গিয়েছেন তাই ভাব্চি।

জগ।—বাছা একটু ভাবনা, স্বচ্ছন্দে স্নানাহার করে নিদ্রা দেও, কিছু বলো না ঘুরে পড়তে তোমর পারে না।

কাদ।—না গো মাসি! বাবু যে রাগ করে গিয়েছেন, আমার মনটা কেমন২ করছে।

জগ।—অমন যদি হয়ে থাকে তবে বাসায় থেকে গিয়ে চরণ সেবা কর, নৈলে রসিকগঞ্জে যা মর, তারত ছাড়া বেটা অমনতর হলে কি কাষ পাবি।

কাদ ।—মাসী গো, এখন আমার আর কেউ নেই সকল  
মুলাধার তুমি, তুমি যা কর তোমা ভিন্ন আর কিছু  
জানিনে তুমি যা বলবে তাই করব যেন পাথারে  
ভাসিনে ।

জগ ।—ভয় কি বাছা, আমি থাকলে তোমার কিছু চিন্তা  
কর্ত্তে হবে না, দেখবে তেরাতিরের অধিক হবে না,  
যাও বাছা এখন গিয়ে স্নানাদি কর ।

[ এই বলিয়া প্রস্থান । ]

পর্যায় ।

অতঃপর কাদম্বিনী, স্নানাদি করিল ।  
ভাবিত চিন্তিত সম', নিদ্রা না হইল ॥  
যামিনী বাপন করে, শয্যাকণ্টকেতে ।  
কি করিব কি হইবে, সমস্ত মনেতে ॥  
এই মতে এক ছুই, তিন দিন যায় ।  
রমনীমোহন আর, ফিরে নাহি চায় ॥

[ অধীনার প্রবেশ । ]

অধী ।—হেঁগা বাবু তা মেয়ে মানুষটো কি মারা যাবে ?  
প্রায় দু-তিন দিন হল কিছু খায় না, তা বলতে বলে-  
ছিল এখন কি বলব গা ।

র-মো।—ওর কথা আমার সাক্ষাতে কিছু বলো না, মেয়ে মানুষের সঙ্গে আলাপ না কল্লে চলবে না তাই কাষেই কর্তে হবে, কিন্তু আমার ইচ্ছা যে, এমনতর মেয়ে মানুষ মাত্রে কোন মেয়ে মানুষের সঙ্গে কথা না কওয়াই ভাল। তা যা হোক ওর সঙ্গে যা হবার তা হয়েছে, তবে আমার এখন এই বলা থাকল যে যদিও ঐ বাটীতে স্বভাবে থাকে তবে ওর জীবনাবধি আমি অন্ন বস্ত্র দিব, আর যেন আমার কিছু গুস্তে হয় না।

[ অধীনার প্রস্থান। ]

[ কাদম্বিনীর নিকট উপস্থিত। ]

কাদ।—হেঁগা দাসের কি কি হল গা, বাবু কি বল্লেন আজ্জ কি আসবেন?

অধী।—বাছারে কি আর বলব। বাবুর যে ভাব দেখলেম তোমার এখানে আর যে আসবেন তা বোধ হয় না, তবে বল্লেন তিনি তোমার খাওয়া পরা দেবেন।

কাদ।—হেঁগা বাছা, তিনি যদি না আসেন তবে আমার খাওয়া পরাতে কি হবে, জীব দিয়েছেন, যিনি আহার দিবেন তিনি, তার জন্তে ভাবনা কি?

অধী।—বাবু বা বলেছেন তাই বল্লেন, এখন যা বিবেচনা হয় তাই কর।

[ এই বলিয়া প্রস্থান। ]

[ বৈকালে জগদম্বার প্রবেশ। ]

কাদ।—হেঁগা মাসি কি হবে গা? বাবু আর এখানে আসবেন না, খাও পরা দেবেন বলেছেন।

জগ।—ওরে বাছা বেশ ত হয়েছে, খাওয়া পরা হলেই হল তাও মাসিক ৮১০ টাকার কম নিস্নে, তবে তিনি না আসাতে কিছু মনোকষ্ট হতে পারে বটে কিন্তু তুই থাক না পুরুষ মানুষ ১০ দিন ১৫ দিন ইচ্ছা এক মাস, তার পর দেখতে পাবিরে এই খানে দেখতে পাবি।

কাদ।—৮১০ টাকা কি? শুনেছি তিনি মাসিক ৩ টাকা করে দিবেন তাতে কি চলবে না।

জগ।—৩ টাকাতে চল্লই বা তুই রাজি হবি কেন, বল্‌বি আমার ৮১০ টাকার কম চলবে না, শেষ কাষেই বাবুর আসতে হবে রে আসতে হবে।

কাদ।—আমি রাজি না হলে তিনি কি ৮১০ টাকা দিতে পারবেন না তাও দিবেন, কিন্তু বাবু যদি না এসেন তবে কি করব গা?



জগৎ।—বাছা, বাবু যদি একান্ত না এসেন তার অনেক ফিকির আছে, বাছা দিন দুই তিন চুপ করে থাক তার পর বলব।

পর্যায়।

এই রূপে ক্রমে আট, দশ দিন যায়।  
রমণীমোহন আর, ফিরে নাহি চায় ॥  
শ্রমেরে শ্রমেরে ধনী, কেমন হইল।  
এক দিন উজ্জৈঃস্বরে, কাঁদিতে লাগিল ॥  
কুশদেব লে ধনী, কাঁদিলে কি হবে।  
কুল খোয়ে আগিয়াছ, কুল নাহি পাবে ॥

[ দ্রুতগতি জগদম্বার প্রবেশ। ]

জগৎ।—কেন বাছা কান্না কেন, এ সময় কান্না কেন ? এমন পাগ্লির বেটী পাগ্লি ত কখন দেখিনি।

কাদ।—( রোদন করিতে ) মাসি গো আমার দুঃখের কথা কি বলব, বিয়ে হতে না হতে স্বশ্রুরের কুল খেয়েছি, ভাল জ্ঞান হতে না হতে বাপের কুল খেয়েছি, যদি বা এক কুল ধরে সার করেছিলাম তাও খেলেম গা, আমার গতি কি হবে গো মাসী কি হবে, ( এই বলিয়া ) যদিচ কান্না একটু কম গড়িয়াছিল আরও উজ্জৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

জগ ।—( মুখ মুছাইতে ২ ) বাছা কান্দিস্‌নে আর কান্দিস্‌নে  
চুপ কর, আজকে এর একটা শেষ করে তবে ক্ষান্ত  
হব, সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে যেতে হবে ।

কাদ ।—( কৌন্‌২ করিতে ২ নাসিকা ঝাড়িয়া ) নাসী  
সন্ধ্যার পর কোথায় যেতে হবে না, আর কি করবে ?

জগ ।—বাছা আমি কি নিশ্চিন্ত আছি, সন্ধ্যার পর উকী-  
লের বাড়ি যাব সেখানে গিয়ে যে পরামর্শ স্থির  
হয় তাই করা যাবে, তুমি ঠাওরেছ কি ? আমি কি  
তেম্মি মেয়ের মেয়ে যে অশ্পে ছাড়ব না অশ্পে ক্ষান্ত  
হব, তুই চুপ কর দেখিস্‌ আমি কি করি ।

পর্যায় ।

এই রূপে দুই জনে, কথোপকথন ।

বলিতে কহিতে নিশি, হৈল আগমন ॥

দ্বারে চাবি দিয়ে দৌহে, গমন করিল ।

উকীলের বাটী গিয়ে, প্রবেশ হইল ॥

[ উকীল মুন্সি ছদ্মনিদ্দিনের বৈঠকখানায় প্রবেশ । ]

জগ ।—মুন্সি মশায় পেরণাম হই গো, আমাদের একটা  
নিবেদন আছে বল্‌ব ।

উকীল।—কেন গা কি হয়েছে? এটা তোমার সঙ্গে আ-  
লেন কে গা নুতন না পুরাতন।

জগ।—ওগো মুন্সি মশায় এটাকে জান্তে পারবেন, রমণী-  
মোহন বাবু রেখেছিলেন।

উকী।—ও হো হো বটে বটে! শুনেছি বটে, রমণীমো-  
হন বাবু কি এনাকেই রেখেছিলেন, তা এখন হয়েছে  
কি?

জগ।—রমণীমোহন বাবু আজ ৮/১০ দিন হল এসেন না,  
বাছা আমার কেঁদে মলো তার উপায় করুন।

উকী।—রমণীমোহন বাবু আসেন না কেন, এনার কি  
কোন দোষ হয়েল নাকি?

জগ।—না গো বাছার আমার কোন দোষ নাই, তিনি  
লজ্জা পান বলে কিছু দিন রসিকগঞ্জে গিয়ে থাক্তে  
বলেছিলেন, তাই না খাওয়াতেই রাগ করে আসেন  
না, তা তিনি রেখেছেন রসিকগঞ্জে গেল না বলে কি  
ছাড়তে পারেন?

—তা তিনি ছেড়েছেন ২, এনার ত বেশ বয়েস আছে  
কেন দেখে শুনে চলুন না।

জগ।—তা ওকে আমি বিস্তর বলেছি, ও তা আর কিছু  
কর্তে চায় না, এখন আপনার কাছে এলুম একটা  
নালিশ করে দেইন।

উকী।—কি রকম নালিশ করে দিব গা? কিছু বুজ্জি পা-  
চ্ছিন, রমণীমোহন বাবু এনার সঙ্গে ছেলেন, কি

খোরাক পোষাক দেবেন, তার কোন দলিলপত্র লেখা পড়ি আছে।

জগ।—না গো মুন্সি মশায়, তার কোন দলিল পত্র লেখা পড়া নেই, তবে তিনি মাসে তিন টাকা করে দিতে চেয়েছেন তাতে কি চলে।

উকী।—তা কেন রমণীমোন বাবু ত বেশ করেছেন, তিন টাকা মাসে দিবেন ত আর কি তাতে একটা মানুষের ত বেশ চলবে।

জগ।—তিন টাকাত্তে কেনন করে চলে গা? দুজন লোক এলে দুটো পাণ, কি মানুষ বিশেষ কিছু জলখাবার না দিলে কি ভাল দেখায়, বিশেষ এই মাগুণির বাজার ৮১০ টাকার কম কি চলতে পারে?।

উকী।—কেন তিন টাকাত্তে একটা মানুষের বেশ চলবে, যদি রমণীমোন বাবু না আনেন এবং তিনিই খোর পোষাই দেনেন তবে আর পাণ পানি খাবারি বা খরচ কি, আর অন্ত লোকই বা আসবে কেন, এবং অন্ত লোক এলেই বা রমণীমোন বাবু খোর পোষ দেবেন কেন?

জগ।—তবে কি হবে গা এর উপায় কি? এখন কিসে বাবু এসে তাই করে দেইন (এই বলতেই জগদম্বার ইঙ্গিতমতে)

কাদম্বিনী দুই হস্তে উকীল সাহেবের দুই পা ধরিয়া অঙ্গপতিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে তুমি আমার ঘর্মের বাপ, একটা উপায় করে দেন।

উকী।—(একেবারে ভাব দেখে গোলে পড়ে) ওরে বাছা  
পাঁ ছাড় ২ ভাল হয়ে বস, তোম্‌গারে বলি আরে  
শোন (গোলামী কন্‌মে গেলি রে, চেরাকে এটু  
ভাল দে।)

কাদ।—(জগদম্বার পাশে বসিয়া) বাবা তুমি একটা না  
কলে আমি আর বাঁচিনে, বাবা গো আমার তিন  
কুলে কেউ নেই।

উকী।—বাছা কেঁদনা চিন্তা নাই, এর সুবিদা করে দেব,  
একথানা দলিল কন্তে হবে, এখন দেওয়ানী করি কি  
কোজদারী করি, দেওয়ানী কোজদারী ইত্যাদি আ-  
ইন (১) মোর কাছে শোন, বা পরামর্শ ভাল  
হবে তাই করা যাবে।

জগ।—হুজি মশায়, আমরা কি বলব, আপি যা ভাল  
হয় তাই করুন, দেওয়ানী কোজদারী দুই কলে ভাল  
হয় না? যাতে বেঁধে আনা যায় তাই করুন।

উকী।—তা আচ্ছা আজ্‌কো রাত হয়েছে আজ্‌কো যাও,  
কেল্‌কো বা ভাল হয় তাই করব।

পর্যায়।

অতঃপর দুই জনে, গমন করিল।

আদি বাসে হা হুতাশে, নিশি পোহাইল।

প্রভাত সমরে দৌহে, করিল গমন।

উকীলের বাসে আদি, করে নিবেদন।

জগ। মুক্তি মশায় কি ঠাওরালেন? আমি ঠাওরেছি কি, মাসে দশ টাকা করে দেওয়ার জেদে দেওয়ানীতে এক নালিশ করুন, আর ফৌজদারীতে এক দরখাস্ত করুন যে রমণীমোহন বাবু নিস্তি রাত্তিরে কাদম্বিনীর ঘরে এসেন আর যদি এক রাত্তির না এসেন তবে পর দিন দিনের বেলায় এসেন, যদি দিনের বেলায় না এসেন তবে ভাল দেখে একখানা গয়না দেবেন তাই করুন তা হলে ভাল হবে, যেন আজ রেতেই আসেন।

উকী।—(মনে মনে হাস্য করিয়া) এত মন্দ নয়, ভাল মেয়ে মানুষের পাঞ্জায় পড়েছি, যা হোক ক্রমে নিরস্ত করা উচিত, যেহেতুক যে হেতু বলে কোন আইনমতে কোন আদালতে নালিশের গোণা নহে, বিশেষ ভদ্র লোকের অখ্যাতির সূচনা করা উচিত হয় না এই ভাবিয়া) প্রকাশ করিয়া, আচ্ছা তা যা ঠাওরেছ সেই ভাল ঐক্লপ নালিশ করা যাবে।

জগ।—তবে মুক্তি মশায় আর দেরি করা হবে না আজই দরখাস্ত লিখুন, তার কিকি কত খরচ চাই বলুন।

উকী।—(মনে মনে, একটা মুসাবিদা ত করা যাক তার পর যা হয় হবে) প্রকাশ করিয়া খরচ অনেক চাইরে বাছা তা বলব, আগে মুসাবিদা ত করি।

[ দেওরানীতে নালিশের আরম্ভের সুসংবাদ । ]

বাদিনী ।

প্রতিবাদী ।

শ্রীমতী কাদম্বিনী বিবচিনী ।  
জাতি নানি দম্বোদ্রিনী ।  
ভীতিকা পুণ্ড্রোৎপিনী ।  
বয়ঃক্রম প্রায় বোলা বোদনী ।  
নিবাস মৈত্র মর্দনী ।  
খানা জগদম্বা বেশিনী ।  
পরগনা গোলোযোগ ধামিনী ।  
জেলা অব্যবহৃত দ্বার বাসিনী ।

শ্রীযুত বাবু রমণীমোহন  
জাতি ইন্দ্রিয় দামন ।  
পেঙ্গা পূর্ণ তরুণী মর্দন ।  
একগে নিবৃত্তি অবলম্বন ।  
বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ দিবাকর ।  
নিবাস শিশিচন্দ্রা ভবন ।  
খানা উদ্যান দাপন ।  
পরগনা কুমন্ত্র বর্জন ।  
জেলা প্রতিভা দ্বার দমন ।

নিবেদন এই যে যদিচ আমি আপনা হতেই কুল-  
কলঙ্কিনী হইয়া কুলে জলাঞ্জলি দিয়া কুল ত্যাগিনী হই-  
য়াছি, তথাচ আমার নিতান্ত যত্নে ও কায়িক এবং শরী-  
রের বিশেষ স্থানের পরিশ্রমে ও উদ্যোগে ও চেফায়  
প্রতিবাদী বাবু মহাশয় আমার হাত ছাড়াইতে না পারি-  
য়া নিতান্ত আমি গলা চাপা হওয়ার সুতরাং আমাকে  
আনিয়া কিছু দিন স্বীয় সহোদরে রাখিয়া, তাহার অভি-  
মতে প্রথম স্বীকার করিয়া পরে আমি পরের কুমন্ত্রণায়  
রসিকগণেরে লেতে নারাজ হওয়ায় বাবু আমার উপর চটিয়া  
গিয়া রত্নিরূপে ফলন্ত হওয়ায়, (তৎকাল সুভদ্রা দেবী ভাঙ্গি-  
বার নালিশ ফৌজদারীতে করিব) কিন্তু একগে আমার

ভরণ পোষণার্থে ৩ টাকা করিয়া যে দিয়া আসিতেছেন তাহাতে অচল বিধায় রাত্র দিন আনার ৮।১০ টাকা ভিন্ন চলিতে না পারার কারণে প্রার্থনা যে, প্রতিকূলাচরণ প্রতিবাদীর প্রতি, প্রতি মাসে ১০।১০ টাকা করিয়া দেওনের অনুমতি হয়, তাহাতে আমি দিনমান্নে যা হোক, নিশিযোগে লোক সমাগমে একেকটা পান এবং কাহাকে বা জলযোগ কাহাকে বা স্থলযোগ করাইয়া জীবনযাত্রা নির্কাহান্তে মড়া পুঙ্করিণীসারী হই নিবেদন ইতি।

[কোজদারী আদালতে নাজিশের দরখাস্তের মুসাবিদা।]

দরখাস্ত কারিণী বিরমবদনী শ্রীমতী কাদম্বিনী প্রায় ঝোলা যৌবনী, নিবাস এক্ষণে রমণশূণ্ড পুর, থানা জগদন্না পাড়া, জেলা প্রায় জীবননগর, নিবেদন এই যে এক্ষণে দুয়াশূণ্ডপুর নিবাসী শ্রীযুত রমণীমোহন বাবুকে যদিচ আমি বন্ধুত্ব জ্বালায় মনোবৃত্ত পাইয়া কটাকাফাতে বিমোহিত করিয়া মননে গোপনে নিজ্জনে বিজন বনাস্থিত রতি-মন্দিরে দেবীর সঙ্কিত যথা বিধানে আলিঙ্গনে সমাধানে ব্যাপিত হইয়াছিলাম, এবং এক্ষণেও নারাজ নই, অথচ তাহার মতাবলম্বিতে রসিকগঞ্জে বেতে অস্বীকার ছিলাম না, কেবল মাসীর মতে মত ফিরিয়া যাওয়ার অসম্মত হওয়াতেও তিনি চটপট ছেড়ে চোটে গিয়ে উদরাচ্ছাদন



দিতে স্বীকার আছেন, তথাচ ধর্ম্মাবতার পেট চলে কি হবে? সন্ধ্যাবহার ব্যাপার না চলে কি আমি মনঃস্থির করে থাকতে পারি? এতটুকু প্রার্থনা করি, ত্রীযুত রমণবিরহী রমণীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া যৌবন বিনষ্ট করা শিষ্ট বিশিষ্ট অনিষ্টকারী প্রতিদ্বন্দীর পক্ষে, প্রতি নিয়ত যামিনীতে অধিনী কামিনীর ভবনে গমনে যন্ত্রের ঝড়ঝুড়নীয় যন্ত্রনা নিবারণের অনুমতি প্রদান করিয়া, ত্রিকূল হীন বিরহিণী তরুণীর তরুণী হাল ধরিয়া কুলে পাড়ি জমাইতে অনুমতি হর নিবেদন ইতি।

(এই মুসাবিদা করিয়া উকীল কহিল।)—১০/১৫ টাকা খরচ চাই যোগাড় যাগাড় করে আনি।

কাদ।—বাসী, উকীল মশায় বেশ দরখাস্ত লিখেছেন, আমার মনের মত হয়েছে, আজই নালিশ কর্তে হবে, আজ সন্ধ্যার পর বাবু এলেই হয়।

জগ।—তবে চল বাছা এখনি টাকার যোগাড় যাগাড় করে আনি, টাকা সঙ্গতি না থাকে ত বল্ হোর গহনা বন্দক দিয়ে এখনি টাকা আনি।

উকী।—(স্বগতঃ ভাল লেটা দেখতে পাই এদের থামান যায় বা কি করে) প্রকাশ করিয়া তা এজ্জ কো গে খাওয়া পেওয়া কর, দরখাস্তের যো গেছে।

জগ।—তা আচ্ছা বেশ আজ বেলাও অনেক হয়েছে, আজ টাকা টুকী জুটে জেটে কাল সকালে দরখাস্ত লিখে

কাছারির সময় দেওয়া যাবে, যদি এত দিন গিয়েছে  
ত এক দিনে আর সার বসে যাবে না ।

[ সকলের প্রস্থান ।

পর্যায় ।

এই রূপে জগদম্বা, আশা করি মনে ।  
নিত্য যায় ধনী সহ, উকীল ভবনে ॥  
উকীল প্রতুহ ছলে, করে কাল ক্ষয় ।  
আজি কালি করে গত, কত দিন হয় ॥  
কাদম্বিনী বলে নাসী, কি হল কি হল ।  
বাসনা না হয় পূর্ণ, সময় যে গেল ॥  
কুশদেব বলে ধনী, সময় কি হবে ।  
আজি কালি কর্তে, নিজে নিজে হবে ॥

জগা ।—বাছা! আর এত ভাবিসনে, ভেবে ভেবে যে তুই  
আদখানি হয়ে গেলি, ছেড়েছে রমণীমোহন বাছা  
ছেড়েছে, তুই যদি বেঁচে বর্ত্তে থাকিস্ আর যদি  
মনে করিস্ ভবে তাঁর মত কত বাবু এই দ্বারে গড়া-  
গাড়ি যাবে ।

কাদ ।—বাছা বলে বটে, কিন্তু যেমন যায় তেমন কি আর  
হয়, বিশেষ সেই আমি সোমন্ত হতে না হতে ষোটা  
যুটি হয়েছে বাছা কেমন করে ভুলব আর কেমন  
করেই সয়ে থাকব ?



ক্রমে কালযাপন হইতে লাগিল কিন্তু রমণীমোহনের  
আর দৃকপাত মাত্রও নাই।

পর্যায়।

ইতিমধ্যে কাদম্বিনী, বিরহিনী সনী।  
দেখা হেতু আক্রমণ, হৃ-তিন রজনী ॥  
কৃতকার্য না হইয়া, দুঃখ ভাবে মনে।  
কি করিব কি হইবে, সদা সর্দক্ষেণে ॥  
কুশদেব বসে যন্ত, পুষ্পের প্রাণে।  
জিতে প্রিয় বলা যায়, রমণীমোহনে ॥

[ অতঃপর কাদম্বিনীর ককারাদিতে খেদ। ]

পর্যায়।

কর্মদোষে জন্মভূমি, কি ক্রমে এলাম রে।  
খলের হাতেতে পড়ে, ভাবিয়া গেলাম রে ॥  
গলায় কাটাঁরি দিয়ে, কেন না মলাম রে।  
ঘোর দায় পড়ে একি, যন্ত্রনা পেলাম রে ॥

উছ উছ কেন প্রাণ, পরেরে দিলাম রে ।  
 চর্মচোখে কুণ্ডলনা, ভাসাই ছিলাম রে ॥  
 ছল পেয়ে কলে ছলে, না ভেবে মজায় রে ।  
 \*জমে নিলে জ্বালা মেটে, কাষনাই মজায় রে ॥  
 বার বার করে আঁখি, কেহ না নিবায় রে ।  
 এ লাঞ্ছনা কি লাঞ্ছনা, কব কায় হায় রে ॥  
 টলে পড়ি চলে যেতে, হল একি দায় রে ।  
 ঠকা হৈল এই বার, স্থাখ কব কায় রে ॥  
 ডাকাতি যে ছিল ভাল, আমার পক্ষায় রে ।  
 ঢাক ঢোল বেজে গেল, না হেরি চক্ষায় রে ॥  
 গকারের জন্মে বুঝি, এসেছি ধরায় রে ।  
 তবু ভাল মন যদি, ক্ষান্ত হয় তায় রে ॥  
 থর থর করে দেহ, ধরা নাহি যায় রে ।  
 দর দর বহে জল, ভেবে পড়ে যায় রে ॥  
 ধর ধর করে মন, প্রাণ যারে চায় রে ।  
 নয়নের কোণে তবু, ফিরিয়া না চায় রে ॥  
 পরাধীন যেই জন, তার মুখে ছাই রে ।  
 ফাঁফরে পড়েছি আর, সকল হারাই রে ॥  
 নলি কায় প্রাণ যায়, কোথায় বা বাই রে ।  
 ভবে এসে ভেগে ভেগে, কিনারা না পাই রে ॥  
 মরি মরি কিবা করি, সদা ভাদি তাই রে ।  
 যত ভাগি তত ভুবি, নাহি পাই খাই রে ॥  
 রজনী কি দিনমণি, ভাবনা সদাই রে ।  
 লক্ষ লক্ষ যাহা হোক, দস্ত লক্ষ নাই রে ॥  
 বর্ণ হল ভেবে কালি, সদা জ্বর গায় রে ।  
 শর হেন লাগে বুকে, পীক যাহা গায় রে ॥  
 ষট না বুঝিতে পেরে, ভেবে প্রাণ যায় রে ॥  
 সন্তানারায়ণ যদি, মুখ তুলে চায় রে ॥

\* ছন্দ মিলের জন্ত য স্থানে জ হইয়াছে।

হল ক্লেণ তমু শেষ, তবু তায় ধায় রে ।  
 ক্ষান্ত নাহি হয় মন, হায় হায় হায় রে ॥  
 কুশদেব কষ্ট ভুগে, গ্রস্ত কৈল সায় রে ।  
 বস্টোজে প্রণাম কিন্তু, এ প্রেমের পায় রে ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ।



ইংরাজী ১৭২৩ সাল নাং ১৮৫৮ সাল ।

দেওয়ানী ফৌজদারী ইত্যাদি আইনের সারসংগ্রহ ।

— ০০ —

৩ আইন ।—আদালত স্থাপন । দেওয়ানী মোকদমা উপস্থিত করণের স্থান ও কাল এবং বিচারের নিয়ম ।

৪ আইন ।—আরজী ইত্যাদি মওরাস জওয়াব লিখিবার ও তেতমা দাখিল ও সাফী হাজির ও এক তরফা বিচার, ও ডিক্রীজারী এবং ব্যবস্থা তলব, ও ডিক্রী লিখিবার বিষয় ।

৫ আইন ।—প্রোভিন্স কোর্ট সংস্থাপন ও তাহার বিচারের নিয়ম ।

৬ আইন ।—সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারের ও ডিক্রীর জারীর নিয়ম ।

৮ আইন ।—বন্দবস্তের নিয়ম ও তালুকদার প্রভৃতির অধিকারের নিরূপণ বিষয়ক ।

৯ আইন ।—ফৌজদারী সংক্রান্ত ।

১০ আইন ।—অযোগ্য ভূম্যধিকারীরদিগের ভূমি ইত্যাদি কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন হইবার বিষয় ।



১১ আইন।—উইল না করিয়া কিম্বা কোন নিয়ম  
বার্য্য করিয়া কোন ভূম্যধিকারী মরিলে তাহার সম্পত্তি যে  
কপেংঘাহাকে অর্শে তাহার কথা।

১২ আইন।—কাজি পণ্ডিত প্রভৃতির নামীয় ঘুষের  
মোকদ্দমার বিচারের বিষয়।

১৩ আইন।—এদেশীয় আমলাগণের নামে ঘুষের  
নালিশ ও তাহার বিচারের নিয়ম।

১৪ আইন।—কালেক্টর কোন জমীদার প্রভৃতির  
স্থানে জবরদস্তীর দ্বারা কিছু লইলে তাহার নালিশের  
বিষয়।

১৫ আইন।—কজ্জ ইত্যাদি টাকার মুদ্রের নিরিখ  
ও মুদ্র পাইবার নিয়ম।

১৬ আইন।—অস্থাবরের মোকদ্দমা সালিশের প্রতি  
অপগৃহ্যেবার ও বিচার হইবার ক্রম।

১৭ আইন।—বাকি থাজানার জগৎ অস্থাবর সম্পত্তি  
ক্রোক করণের ক্ষমতা ভূমীর অধিকারী প্রভৃতির থাকা ও  
সেই ক্রোকের নিয়ম।

১৮ আইন।—নিষ্কর ভূমির সম্বন্ধ নির্ণয়ের বিষয়।

২২ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

২৪ আইন।—পেনস্যনের বিষয়ী কালেক্টরের কৃত  
নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ না হওন।

২৬ আইন।—অপ্রাপ্ত ব্যবহারের সময় নিরূপণ।

২৭ আইন।—সায়েরাতের বিষয়।

২৮ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৩৬ আইন।—রেজিষ্টারির বিষয়।

৩৭ আইন।—আলতগমা জায়গিরাদি বাদসাহি দানের নিষ্কর ভূমির বিষয়।

৩৮ আইন।—চিহ্নিত চাকরেরা কাহাকেও কজ্ঞ না দেওয়ার বিষয়।

৩৯ আইন।—কাজি নিযুক্তির বিষয়।

৪১ আইন।—আইন প্রকাশের নিয়মের বিষয়।

৪৮ আইন।—পাঁচ মনি বহী তৈয়ার করণের বিষয়।

৪৯ আইন।—কোজদারী সংক্রান্ত।

৫০ আইন।—ভূম্যধিকারিনী স্ত্রীলোক উপযুক্ত হইলে কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীনে তাহার অধিকার ভূমি না বাইবার বিষয়।

১৭৯৪ সাল।

৪ আইন।—পাউ দেওনের ও জমা নেনসন্তের বিষয়।

২২ আইন।—কোজদারী সংক্রান্ত।

১৭৯৫ সাল।

৬ আইন।—কোজদারী সংক্রান্ত।

১২ আইন।—কোজদারী সংক্রান্ত।

৩৫ আইন।—বাকী খাজানার জন্ত প্রজার অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম করণের নিয়ম।

৫৫ আইন।—অনুপযুক্ত অধিকারীর অধ্যক্ষের নাম সম্বলিত নালিশ হইলে সেই অধ্যক্ষের জামিন দিতে না হইবার বিষয়।

৫৮ আইন।—নিষ্কর ভূমির ডিক্রী হইলে তাহার চূক্ষক কালেক্টরীতে পাঠাইবার বিষয়।

১৭৯৬ সাল।

২ আইন।—কৌজদারী সংক্রান্ত।

৩ আইন।—অনুপযুক্ত অধিকারীগণের অধিকার ভূমি কেবল উত্তরাধিকারিহে সত্ত্ব হইলে কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীনে আসিবার বিষয়।

৭ আইন।—দোষান্বিত অধিকারীগণ অযোগ্য বোধ না হইবার এবং তাহারদিগের অধিকার ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীনে না আসিবার বিষয়।

১০ আইন।—সদর আদালতের সাহেবদিগের প্রতি আইনের অর্থ করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

১৩ আইন।—আপীলী মোকদ্দমার জামীন দেওন ও বিরক্তজনক আপীলে জরিমানা।

১৭৯৭ সাল।

৪।৭।১৩ আইন।—কৌজদারী সংক্রান্ত।

১৫ আইন ।—কালেজেরে স্বকর ও নিষ্কর ভূমির  
খারিজ দাখিল করণের রক্ষম আইবার বিষয় ।

১৬ আইন ।—বিলাত আপীলের বিষয় ।

### ১৭৯৮ সাল ।

১ আইন ।—খাতকদিগের বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার কর-  
ণের উপায়ের বিষয় ।

২ আইন ।—আপীল আদালতের পণ্ডিত কাজির  
স্থানে ব্যবস্থা ও ফতওয়া লওনের বিষয় ।

৩ আইন ।—দশহরা ও মহরম উপলক্ষে আদালত বন্ধ  
হওনের বিষয় ।

৫ আইন ।—আপীলী মোকদ্দমার জামীন দেওন বি-  
ষয়ক ।

### ১৭৯৯ সাল ।

৫ আইন ।—মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী  
নির্দিষ্ট করণের বিষয় ।

৭ আইন ।—ভূম্যধিকারীগণের প্রজার স্থানে বাকী  
খাজানা আদায়ের নিয়ম ।

৯ আইন ।—আদালতের ছকুমের বাধকতা করণের  
অপরাধের দণ্ড করণের আইন ।

১৮০০ সাল।

১ আইন।—সাধারণ ভূমির সরবরাহকার নিযুক্তের বিষয়।

১৮০১ সাল।

১ আইন।—সরকারের খাস মহালের ভূমির খাজানা আদায়ের নিয়ম।

২ আইন।—সদর আদালতে সাক্ষীর জোবানবন্দীর বিষয়।

৩ আইন।—মিথ্যা সাক্ষী দেওন ব্যক্তির ফৌজদারী মোপর্দি।

২ আইন।—১৭৯৯ সালের ৭ আইনের লিখিত দস্তক নিনক পোক্তানীর এলাকাদারদিগের উপর জরী হইবার নিয়ম।

১৮০৩ সাল।

৩৭১২১৮১২৭৩৫ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৫০ আইন।—সরকারি উকীল সরকারের তরফ যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন তাহাতে ইনক অনাবশ্যক।

৫৩ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮০৪ সাল।

১ আইন।—অকর্মণ্য সিপাহীদের জারগীর তাহার-  
দিগের দেনার বিক্রয় হইতে না পারিবার বিষয়।

৩ আইন।—কোজদারী সংক্রান্ত।

১৮০৫ সাল।

২ আইন।—মোকদ্দমা উত্থাপনের মিয়াদের বিষয়।

৩ আইন।—কোজদারী সংক্রান্ত।

১৫ আইন।—এডিসেনন সদর আমীন নিবৃত্ত হইবার  
বিষয়।

১৭ আইন।—সাধারণ ভূম্যধিকারীরা সরবরাহকার  
নিযুক্ত করণ ব্যতিরেকে ভূমির খাজানাди উমুল তহশীল  
করণে সক্ষম।

১৮ আইন।—জঙ্গল মহালের অন্তঃপাতি জমীদার-  
গণের প্রতি পোলীসের ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

১৯ আইন।—নওয়াব নাজীমকে পত্র লেখার পাঠা-  
পাঠ।

১৮০৬ সাল।

২ আইন।—প্রতিবাদীর নামে এত্তেলা জারী করণ  
ও তাহার স্থানে হাজির জামীন ও মাল জামীন লওনের  
বিষয়।

৭ আইন।—কলিকাতার পরমিটের সাহেবানের নামে চলিত আইনমতে যে নালিশ হয় তাহা জেলা ২৪ পরগনার আদালতে হইবার বিষয়।

১১ আইন।—কোজদারী সংক্রান্ত।

১৫ আইন।—মৃত ব্রিটনীয় প্রজার সম্পত্তির উত্তরা-  
রিকারী নির্দিষ্টের বিষয়।

১৬ আইন।—নওয়াব নাজীমকে পত্র লেখার পাঠা-  
পাঠ।

১৭ আইন।—বয়বাত জারীর বিষয়।

১৮০৭ সাল।

১২ } আইন।—কোজদারী সংক্রান্ত

১৮০৮ সাল।

৯ আইন।—কোজদারী সংক্রান্ত।

১১ আইন।—অকর্মণ্য সিপাহীগণের জায়গীরের  
বিষয়।

১৩ আইন।—আপীলী মোকদ্দমার জামীনের বিষয়।

১৮১০ সাল।

৯ আইন।—কোজদারী সংক্রান্ত।

১৩ আইন।—সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেব-  
নের বৈঠকের নিয়ম।

১৬ আইন।—কোজদারী সংক্রান্ত।

১৯ আইন।—উত্তরাধিকারী রহিত বস্তুর উপর রাজার  
অধিকার হইবার বিষয়।

২০ আইন।—জুদাদার সিপাহী ইত্যাদির নালিশের  
নিয়ম।

১৮১১ সাল।

৯ আইন।—কোজদারী সংক্রান্ত।

১১ আইন।—বাঁটোয়ারার বিষয়।

১৮১২ সাল।

৪ আইন।—সাধিন রাজাদিগের মোকদ্দমা উত্থাপ-  
নের ও তাহার বিচারের নিয়ম।

৫ আইন।—বাকী খাজানা আদায় জন্য প্রকার অস্থা-  
বর ক্রোক নীলামের নিয়ম।

১৬ আইন।—কলিকাতার ছোট আদালতের ডিক্রী  
জেলা চকিশ পরগনার দেওয়ানী আদালতে জারি হইবার  
কথা।



১৮ আইন।—ভূম্যধিকারীগণ সর্বকাল মিথ্যাদে পাট্টা দিতে পারিবার কথা।

২০ আইন।—দলীল দস্তাবেজ রেজিস্টরী করণের বিষয়।

৩৩ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮১৩ সাল।

২ আইন।—খাজাঞ্চী প্রভৃতির তহবিল তছকপি অপ-  
থের দণ্ড করণের বিষয়।

৬ আইন।—স্বাবর বিষয়ের আপোস সালিস অথবা  
আদালত কর্তৃক নিযোজিত সালিসের নিষ্পত্তি করণের  
নিয়ম।

১৭ আইন।—সিভিল সরবেন্ট নামে ঘুষের নালিশের  
বিষয়।

১৮১৪ সাল।

২ আইন।—সরকার বাহাদুরের নামে নালিশের নি-  
য়ম।

৮ }  
১৫ } আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।  
১৭ }

১৯ আইন।—জমীদারী ইত্যাদি বাঁটোয়ারার বিষয়।

২১ আইন।—বিচারকের স্বীয় মহাজনকে কোন  
কর্মে নিযুক্ত না করণের বিষয়।

২৩ আইন।—ভুলেক ও সদর আমীনের এলাকা নির্ণয় ও বিচারের নিয়ম।

২৪ আইন।—দেশীয় আমলার প্রতি জোবানবন্দী করণের হুকুম দেওনের বিষয়।

২৬ আইন।—সারনত ও আপীল। সরাসরী আপীল ও খাস আপীল ও ছানী তজবিজের বিষয়।

২৭ আইন।—উকীল নিযুক্তের ও তাহারদিগের কর্ণের নিয়ম।

২৮ আইন।—ঘোত্রহীনের মোকদ্দমা গ্রাহ ও বিচারের নিয়ম।

১৮১৬ সাল।

১১ আইন।—পেসকশী মহালের বিষয়।

১৩ আইন।—পোস্তের চাস করণ হেতুক বেশী খাজানা না লওন।

১৪ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৫ আইন।—দেশীয় হুদাদার সিপাহীর মোকদ্দমার বিষয়।

২২ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮১৭ সাল।

৫ আইন।—পোতা ধন পাওনের বিষয়।

৭  
৮  
৯ } আইন ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১২ আইন।—কানুন গো নিযুক্তের বিষয়।

১৭ আইন।—জালসালীর বিষয়।

১৮ আইন।—মুজফ ও উকীল ও আনসাগণের হুকুমের পরিবর্তে একত্রারনাগা লিখিয়া দেওনেব বিষয়।

১৯ আইন।—খাস আপীলের ও বাকী খাজনার কার্য সম্বন্ধে মোকদ্দমার হুকুম শুধরিবার বিষয়।

২০ আইন।—ফৌজদারী এবং পৌলীস সংক্রান্ত।

১৮১৮ সাল।

১ আইন।—চলিশ পরগনা ও নদীয়া প্রভৃতি কয়েক জেলার কানুনগো নিযুক্তের বিষয়।

৩ আইন।—রাজদ্রোহীদের দণ্ডের বিষয়।

১২ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮১৯ সাল।

২ আইন।—লাখেরাজ বাজেআপ্তির ও বাহালীর বিষয়।

৭ আইন ।—কুদ্র চাকর ও কারিগর প্রভৃতির মাহি-  
য়ানার বাবত ফৌজদারী নালিশ ।

৮ আইন ।—পত্তনী তালুকদার ও তাহার খাজানা  
আদায়ের নিয়ম ।

১০ আইন ।—নিমক সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিষয় ।

১৮২০ সাল ।

১ আইন ।—১৭৯৯ সালের ৭ আইনমতে পত্তনী তা-  
লুক নীলাম হওনের বিষয় ।

৩ আইন ।—ফৌজদারী সংক্রান্ত ।

১৮২১ সাল ।

২ আইন ।—সুন্মেকদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির আইন ।

৩ আইন ।—পণ্ডিত মোলবী ও সদর আমীনদিগকে  
ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচারার্থে অর্পণ ।

১৮২২ সাল ।

১ } আইন ।—ফৌজদারী সংক্রান্ত ।  
৫ }

৬ আইন ।—কোর্ট ওয়ার্ডসের ক্ষমতার বিষয় ।

২ আইন।—ইকমরাগি বন্দবস্ত না হওয়া ভূমির বন্দ-  
বস্তের বিষয়।

১১ আইন।—সরকারী নাকী খাজানার নীলামের  
বিষয়।

১৮২৩ সাল।

২ } আইন।—কৌজদারী সংক্রান্ত।  
৪ }

৬ আইন।—নীলপাত্র বিষয়ক সরাসরি নালিশ।

৭ আইন।—চিহ্নিত চাকরদিগেরকে কাজ দেওনের  
নিষেধের বিষয়।

১৮২৪ সাল।

১ আইন।—গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনীয় ভূমি সরকারে  
খরিদ করণের বিষয়।

২ আইন।—কৌজদারী সংক্রান্ত।

৪ আইন।—রেজিষ্টারির বিষয়।

৬ আইন।—কৌজদারী সংক্রান্ত।

৭ আইন।—আবকারীর বিষয়।

১০ আইন।—কৌজদারী সংক্রান্ত।

১১ আইন।—মোকদ্দমার বিশেষ অনুসন্ধান জন্য  
অধ্যক্ষ আদালতের হাকিমানকে পাঠান।

১৩ আইন।—সদর আমীনদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির আইন।

১৪ আইন।—সরাসরি বাকী খাজানার নালিশ ও বিচার ক্ষমতা।

১৮২৫ সাল।

১ আইন।—বিচারকেরা স্বীয় হুকুম সকল জন্ত স্বয়ং সরেজমীনে যাইতে পারেন।

২ আইন।—পুনর্বিচার ও মুফলেগীতে খাস আপীলের বিষয়।

৪ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৭ আইন।—আদালতের ডিক্রীজারী নীলাম বিষয়ক আইন।

৮ আইন।—আমলাগণকে নিজের কর্মে প্রয়োগ না করণ।

৯ আইন।—ইস্তমরারি বন্দবস্ত না হওয়া ভূমির বন্দবস্তের বিষয়।

১১ আইন।—পয়ত্ত্বিস্তিচর বন্দবস্তের বিষয়।

১২ } আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৬

১৯ আইন।—নওয়াব নাজিমের বিষয়।

২ আইন।—ব্রিটনীয় প্রজা সৈন্যদিগের মোকদ্দমার বিষয়

১৮২৬ সাল।

৩ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮২৭ সাল।

৩ আইন।—পণ্ডিত মৌলবী ও আমলার নামে ঘুঘের নালিশ।

৪ আইন।—সদর আমীনদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির আইন।

৫ আইন।—সাধারণ অধিকার ভূমি ফ্রোক ও সরব-রাহকার নিযুক্তের বিষয়।

১৮২৮ সাল।

২ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৩ আইন।—ইম্পিসিয়েল কমিসানর নিযুক্ত ও তাহার-দিগের কার্যের বিষয়।

৫ আইন।—সৈন্য সম্পর্কীয় কোর্ট রিকোর্য়েন্টার ক্ষম-সঙ্গা জিলা আদালতে জারি হইবার কথা।

৮ আইন।—ফৌজদারী সংক্রান্ত।

১৮২৯ সাল ।

১ } আইন । কোজদারী সংক্রান্ত ।  
২ }

৯ আইন ।—সরকারী বাণিজ্যের কুঠীর রেসিডেন্ট প্রভৃতির নামে নালিশের বিষয় ।

১০ আইন ।—ইক্টাম্পে মান্বুলের, ও দাবির পরিমাণে নিরূপণের বিষয় ।

১৩ আইন ।—সরকারের নামে নালিশ ও সরকারি উকীল নিযুক্তের নিয়মের বিষয় ।

১৪ আইন ।—ভিন্নাধিকার নিবাসী ব্যক্তির মোকদ্দমার বিষয় ।

১৮৩০ সাল ।

৫ আইন ।—মীলপাত সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিষয় ।

৬ আইন ।—দেওয়ানী কয়েদীরদের খোরাকীর বিষয়

১৮৩১ সাল ।

৫ আইন ।—প্রধান সদর আমীন নিযুক্ত ও সদর আমীন এবং মুন্সেফ তাহাদিগের ক্ষমতার বিষয় ।

৮ আইন ।—বাকী খাজানার সরাসরি ও দেওয়ানী নালিশের বিষয় ।



৯ আইন ।—সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারের নিয়মের বিষয় ।

১৮৩২ সাল ।

২ আইন ।—ফৌজদারী সংক্রান্ত ।

৩ আইন ।—পঞ্চাইত ও এনেকর ও জুরি নিয়ন্ত্রণের বিষয় ।

৭ আইন ।—আপীলের মিয়াদ ও মূল্যের প্রভৃতির ক্ষমতার বিষয় ।

১৮৩৩ সাল ।

৮ আইন ।—এডিনেন জজ নিয়ন্ত্রণের বিষয় ।

৯ আইন ।—বন্দবস্তের বিষয় ও ডেপুটী কালেক্টর ।

১৮৩৪ সাল ।

২ আইন ।—ফৌজদারী সংক্রান্ত

১৮৩৫ সাল ।

৮ আইন ।—বাকী রাজনার ডিক্রীজারীর নীলামের বিষয় ।

১০ আইন । আইন জারীর দিন নির্দিষ্ট ।

১৮ আইন । ফৌজদারী সংক্রান্ত ।

১৮৫৬ সাল ।

৫ আইন । রাজ কণ্টক ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনকে গোপদ ।

৮ আইন । সাধারণ বাক্তির প্রতি প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনী ও মুজফী পদ মুক্ত করণের বিষয় ।

১০ আইন । নীলের দাদন সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিষয় ।

১১ আইন । কোন ব্যক্তি বাশ ও জন্মস্থান প্রযুক্ত দেওয়ানী আদালতে অনধীন না হইবার বিষয় ।

১৪ আইন । ফৌজদারী সংক্রান্ত ।

১৮৫৭ সাল ।

২ আইন । ফৌজদারী সংক্রান্ত ।

৩ আইন । এক জেলার মোকদ্দমা অন্য জেলায় গোপদ হওনের বিষয় ।

৪ আইন । বিলায়তি সাহেবানকে এ দেশীয় ভূমি রাখিবার ক্ষমতা পাওনের বিষয় ।

১৯ আইন । সদৌষ ব্যক্তি সাক্ষ্য দেওনে অগ্রাহ্য হইবেক না ।

২০ আইন । প্রধান সদর আমীনের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয় ।

২১ আইন । পারস্য ভাষা এবালিন হওনের বিষয় ।

### ১৮৬৮ সাল

৭ আইন । কোম্পাণ্ডেটের বিনা তলবে নিম্নাদালতের ক্ষমতাকা অপরিপক্ব বৃত্তিতে ছানিতে পাঠাইতে জজ ক্ষমতা পাওয়ার বিষয় ।

২২ আইন । জজের মুলেকের লুকুমের উপর সরাসরি আণীল লওনের ক্ষমতা প্রাপ্ত ।

২৭ আইন । প্রধান সদর আমীন আমলা উকীলের মোকদ্দমা বিচার করণে সক্ষম ।

২৯ আইন । নিমক সংক্রান্ত ।

৩০ আইন । দলীল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের বিষয় ।

### ১৮৭৯ সাল ।

১ আইন । নালঞ্জারীর বাকী আদায় জন্ম করস কমিস্যনর নিযুক্ত হওনের বিষয় ।

২ আইন। ফৌজদারী সংক্রান্ত।

৩ আইন। কোন ব্যক্তি বাকী খাজানার মোকদ্দমায় মুর্শেফ আদালতে অনধীন না হইবার বিষয়।

৮ আইন। পাপরে মোকদ্দমার প্রতিবাদীর প্রতি ইকাম্প মাফ ও পাপরের বুনিয়াদ তদারকের বিষয়।

১১ আইন। বিলাত আগীলের মোকদ্দমায় ইকাম্প রক্ষম মাফ।

১৬ আইন। চিহ্নিত বিচারকদিগের অপবাদের অনু-  
বন্ধান বিষয়ক।

২৭ আইন। জেলা ২৪ পরগনার ডিক্রী কলিকা-  
তার ছোট আদালতে জারী হওনের বিষয়।

৩২ আইন। যে সকল বিষয়ের ক্ষুদের নির্ধারণ নাই  
তাঁহার ক্ষুদের নিয়ম করণের বিষয়।

১৮৪০ সাল।

৪ আইন। ভূমির দখল বিষয়ে দাঙ্গা হজ্জান নিবা-  
রণের এবং বলক্রমে ভূমির বেদখলের প্রতীকার করণের  
বিষয়।

৫ আইন। হিন্দু ও মুসলমানেরদের শপথ ও সাক্ষ-  
তির বিষয়।

৭ আইন। সদর আদালতে কোম্পানির চিহ্নিত চা-

কর ভিন্ন অস্ত্রদিগকে ডেপুটী রেজিস্ট্রার ও আসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের পদে নিযুক্ত করণের ক্ষমতা দেওনের বিষয়।

৯ আইন। সালিসী ও ক্ষতি পূরণ এবং লালালাত সম্বন্ধীয় সাক্ষীরদের বিষয়ী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের চলিত আইন শুধরিকার বিষয়।

১০ আইন। জগন্নাথ ক্ষেত্রের কর রহিত করণের বিষয়।

১১ আইন। পাপার অর্থাৎ যোত্রহীন রূপে যে আপীল দাখিল হয় তাহার কার্য্য শুধরণের বিষয়।

২০ আইন। উক্তনরারি জমা ধার্য্য হওয়া জমীদারীর নীলামের খরিদারেরদিগের বিষয়ী বিধান নির্দিষ্ট করণের বিষয়।

২১ আইন।— ১৮৪০ সালের ৪ আইন জারী হওনের সময়ে ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন দ্বিতিত যে যে মোকদ্দমা প্রথমতঃ উপস্থিত বা আপীল হইয়া মূলতবি ছিল তাহার বিচার করণ বিষয়ে ঐ ৪ আইন অশিবেক না, ৪ আইন জারী না হইলে যেমত হইত সেই মত ঐ একাব সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার বিষয়।

২৩ আইন। মফঃসলে কার্য্যকারকেরদের করা ছুকুম শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে জারী করণের বিষয়।

১৮৪১ সাল ।

১ আইন । সরকারি রাজস্ব উত্থলের সুগম করণার্থে এবং পাট্টাদারী জমীদারীতে সরকারের বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলাম হইলে তাহাতে যে রূপ সত্ত্ব অর্পণ হয় তাহা নির্ণয় করণের আইন ।

৫ আইন । রাজ্যের বিরুদ্ধ অপরাধের মোকদ্দমার নিয়ম পূর্ক্যাপেক্ষা একি প্রকার করণের এবং কোন কোন গতিকে ঐ নিয়ম শুধরণের বিধয় ।

৭ আইন । অনুপস্থিত দাক্ষীরদের জোধানবন্দী নই-বার বিষয়ে পূর্ক্যাপেক্ষা একি প্রকার এবং উত্তম রীতি স্থাপনের বিধয় ।

৯ আইন । কোজদারী সংক্রান্ত ।

১২ আইন । মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভূমি নীলামের বিষয়ী বাঙ্গালা দেশের চলিত আইন শুধরি-বার বিধয় ।

১৩ আইন । ১৮৩৬ সালের ২৫ আইনের বিধি স্পষ্ট করণ বিধয় ।

১৫ আইন । কোন ২ গতিকে মফঃসল আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমায় কলিকাতা নিবাসী ব্যক্তিদিগের জামীন দেওয়া রহিত করণের বিধয় ।

১৭ আইন । দেওয়ানী ও নিজামত আদালতে আপীল হওয়া মোকদ্দমার বিষয়ী সংশোধন বিষয় ।

১৯ আইন। উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ী স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অত্যায়ে রূপে দখল নিবারণ বিষয়।

২০ আইন। উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকা আদায় সুগম করণের নিমিত্ত এবং মৃত ব্যক্তিদের স্থানান্তিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগকে বাহারা আপন ২ কর্ত্তা টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাহাবদের বেবুকী হওনের বিষয়।

২১ আইন। স্থান বিশেষের ক্ষতিজনক ব্যাপারের নিবারণ বিষয়।

২৭ আইন। যোত্রহীনেরদের সম্পত্তির যে ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ অংশের দাওয়া না হয় তাহা বিলি করিয়া দেওনের বিষয়।

২৯ আইন। মোকদ্দমা কি আপীল চালাওনের ক্রটি করাতে তাহা ডিসমিস করণের বিষয়।

৩০ আইন। কোম্পানী বাহাদুরের কোন ২ আদালতে বর্থাৎ বিচারের বাধা নিবারণের আইন।

৩১ আইন। কোজদারী সংক্রান্ত।

১৮৪২ সাল।

৩ আইন। কোজদারী সংক্রান্ত।

১৬ আইন। জমিদারেরদের ভূম্যধিকারীরদের দেওয়া পাড়ার মিয়াদের বিষয়।

১৮৪৩ সাল ।

১ আইন । ভূমি বিষয়ক ও অন্যান্য লাভ সম্পর্কীয় লিখিত পাট্টা দলিল দস্তাবেজাদি রেজিস্টরী করণ বিষয় ।

৩ আইন । খাস আপীলের বিধি সংশোধনের বিষয় ।

৫ আইন । গোলামী অবস্থার বিষয়ী আইন নির্ণয় ও সংশোধন করণের বিষয় ।

৬ আইন । আমীনেরদের এবং নুন্সেফেরদের আদালতের এলাকা ও কার্য্য বিষয়ক আইন সংশোধন বিষয় ।

১২ আইন । জজেরা যে সময়ে যে ভাষাতে আপনাপন নিষ্পত্তি লিখিবেন তাহার বিষয় ।

১৪ আইন । জিনিগের উপর মানুস আদায়ের বিষয় ।

১৯ আইন । কোন ২ দলীল দস্তাবেজ রেজিস্টরী করণ বিষয় ।

২২ আইন । এলাকার বিষয় ।

২৪ আইন । ডাকাইতির অপরাধ পূর্ক্যাপেক্ষা উত্তম রূপে নিবারণের বিষয় ।

১৮৪৪ সাল ।

২ আইন ।—আপীলের কাগজপত্রের নকল প্রস্তুত করণের খরচা পাওয়ার বিষয়ী আইন ।



৩ আইন।—কোজদারী সংক্রান্ত।

২ আইন।—প্রধান সদর আমীনেরদের এবং সদর আমীনেরদের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের ক্ষমতা দেওন বিষয়।

১০ আইন।—খুনের অপরাধে প্রাণদণ্ড করণের সময় নিরুপণ বিষয়ক সংশোধন বিষয়।

১১ আইন।—বিচারের কার্য্য পূর্ক্যাপেক্ষা উত্তম করণের এবং শীঘ্র নির্য্যাহ করণের বিষয়।

১৩ আইন।—ত্রিশূলী পয়সা উঠাইয়া লওনের বিষয়।

১৫ আইন।—দ্রব্যের মানুলের বিষয়।

১৮ আইন।—জেলখানার কর্তৃত্ব করণ বিষয়।

১৮৪৫ সাল।

১ আইন।—মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত ভূমি নীলামের বিষয়ী আইন শুধরিবার বিষয়।

৩ আইন।—আপীল আদালতে আপেলাটের স্থানে খরচার জামীন তলব করিবার কি না করিবার ক্ষমতাপূর্ণ করণের বিষয়।

৪ আইন।—দলীল রেজিষ্টরীর বিষয়।

৬ আইন।—দাঙ্গা হজ্জামা শাসনার্থে সনদ দেওনের বিষয়ী আইন শুধরিবার বিষয়।

৭ আইন।—কাটা খালের হানি নিবারণের বিষয়।

১০ আইন। যে যে গতিকে তলব চিঠী জারী হইতে না পারে সেই সেই গতিকে ওয়ারন্ট জারী করিবার ক্ষমতা আদালতকে অর্পণ করণের বিষয়।

১৪ আইন। মুন্সেফের আদালতে নাজিরদিগকে নিযুক্ত করণের হুকুম করিবার বিষয়ী আইন।

১৫ আইন। আদালতের এবং রাজস্বের কার্যের বিষয় তিন রাজধানীর সৈন্সেরদের এদেশীয় হুদাদার ও সিপাহীদের অধিকার নির্দিষ্ট এবং পার্গ্য করণ বিষয়ক আইন।

১৬ আইন। ১৮৪১ সালেব ২২ আইনানুসারে আঙ্গীল ডিসমিস হইলে পর তাহা পুনর্বার প্রায় করিবার নিয়ম করণের আইন।

১৭ আইন। বাঙ্গালা দেশের কোর্ট উইসিয়ন রাজধানীর অধীন দেশে আদালতে নাজিরদিগকে পূর্বাগোষা উত্তম মতে হাদীর করায়নের আইন।

১৮ আইন। যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ড প্রাপ্ত কণেদীরা যে অপরাধ করে তাহার দণ্ড করণের আইন।

১৯ আইন। আসাম কোম্পানীকে চার্টার দেওনের আইন।

২১ আইন। উড়িষ্যার পার্বত্য দেশে মেরিয়া নামক নরবলি নিবারণার্থে এসেন্ট সাহেবেরদিগকে নিযুক্ত করণের এবং তাহারদের ক্ষমতা ধার্য্য করণের আইন।

২২ আইন। ভারতবর্ষের কোমেন্সেলে জীযুত গবর্নর্

জেনেরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন কোন ক্ষমতার কার্য করণের বিধানের আইন।

২৭ আইন। কর্তব্য কর্মের দ্রুতীর নালিশগ্রস্ত আড়-কাটীরদের বিচারের নিমিত্তে আদালতে সংস্থাপনের আইন।

২৯ আইন। ত্রিপুরার সহর জিলা জুগলির সামিল হয়।

৩৬ আইন। কলিকাতা সহরের মধ্যে সরাপ বিক্রয় করণার্থ পাট্টা দেওন এবং ন। দেওনের নিয়ম করণের আইন।

২৭ আইন। বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদিগকে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের বিধির অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি ক্ষমতা দেওনের আইন।

১৮৪৬ সাল।

১ আইন। কোম্পানী বাহাদুরের আদালতে উকীলদিগকে নিযুক্ত করণ ও মেহনতানা দেওনের বিষয়ী আইন শুধরিবার আইন।

৪ আইন। ডিক্রীজারী করণার্থ ভূমি নীলামের বিষয়ী আইন সংশোধনের আইন।

৭ আইন। ক্ষুদ্র মোকদ্দমার সাক্ষীরদের খোরাকী আমানত করণের বিষয়ী আইন।

১০ আইন ।—বাকী খাজানার নিমিত্তে কোন গতিকে দ্রব্যাদি ক্রোক করণের নিয়ম করিবার আইন ।

১৮৪৭ সাল ।

৫ আইন । ফৌজদারী সংক্রান্ত ।

৭ আইন । সহর কলিকাতার অঙ্গ ভাড়ার নিমিত্তে ক্রোকের বিষয়ী নিয়ম করণের আইন ।

৯ আইন । বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে সমুদ্র অথবা নদী সিকস্ত অথবা ঠৈগবস্তের দ্বারা প্রাপ্ত ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধার্য করণের বিষয়ী আইন ।

১২ আইন । যে আইনের দ্বারা নুসেক ও সদর আ-  
মীনেরদের জরিমানা করণের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা  
রদ করণের আইন ।

১৩ আইন । ১৮৩৯ সালের ১৪ আইন যে পর্য্যন্ত  
সিংহল দ্বীপে ভারতবর্ষ নিবাসী ব্যক্তিদের গমনের বিষয়ে  
সেই পর্য্যন্ত তাহা রদ করণের আইন ।

১৪ আইন । ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৪ ধারার  
ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার কতক ভাগ রদ  
করণের আইন ।

১৫ আইন । ক্রীতদাসী মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টের  
এলাকার বিশেষ সীমা সরহদ্দের মধ্যে কলিকাতা সহরের  
ভূমির জরিপ করণের আইন ।

১৬ আইন। মহর কলিকাতা উত্তম করণার্থ গবর্ণ-  
মেন্টের নিয়োগের দ্বারা কতক ও ঘরের টাক্স দেওনিয়ার-  
দের মনোনীত করণের দ্বারা কতক কমিস্যনর সংস্থাপন  
করণের আইন।

১৭ আইন। মোকদ্দমা নির্বাহ করণের সময়ে প্রকাশ  
না হওয়া ক্রটীর বিষয়ে আইনে যে দোষ আছে তাহা শুধ-  
রিবার আইন।

১৮ আইন। রীতিনীতি নিযুক্ত না হওয়া কর্মকারকে-  
রদের দ্বারা কিম্বা আদালতের দিবস তিন অথ দিবসে দলীল  
দস্তাবেজের রেজিস্টরি হওন প্রযুক্ত অসিদ্ধতার যে দোষ  
হইয়াছে তাহা খণ্ডনের আইন।

২০ আইন। কোম্পানী বাহাদুরের শাসিত দেশের  
মধ্যে গ্রন্থ স্বত্ব নামক স্বত্ব নির্ণয় ও প্রবল করণের দ্বারা ঐ  
দেশের মধ্যে বিদ্যার সাহায্য করণের আইন।

২৩ আইন। ১৮৩৮ সালের ৩১ আইন শুধরিবার  
আইন।

### ১৮৪৮ সাল

১ আইন। কৃত্রিম করণের কোন কোন গতিকে কা-  
র্য্যের নিয়ম করণের আইন।

৩ আইন। ভারতবর্ষের হজুর কোর্সেলের আইন-

মতে ঠণ ও ঠণী এবং ঠণীর দ্বারা খুন এই এই কথার ব্যবহার হইলে তাহার অর্থের বিষয়ী সন্দেহ ভঞ্নের আইন।

৪ আইন। কর্নব সাহেবের জুরির বিষয়ী নিয়ম করণের আইন।

২ আইন। কলিকাতা সহর পরিপাটি করণার্থ নিযুক্ত কমিস্যনরদিগকে কতক ২ শক্তি ও ক্ষমতা দেওনের এবং তাহারদেব দ্বারা কতক কতক সরকারি কর্ম নির্বাহ করণের নিয়ম করিবার আইন।

৫ আইন। মুচলকা লওনের বিষয়ী আইন শুধরিবার আইন।

৬ আইন। ভিন্নাধিকার দেশীয় এবং ব্রিটনীয় জাহাজের দ্বারা আমদানি ও রপ্তানি হওয়া দ্রব্যের মাসুল স্থায় করণের এবং কোম্পানী বাহাদুরের শাসিত দেশের এক বন্দর হইতে অল্প বন্দরে রপ্ত হওয়া দ্রব্যের মাসুল রহিত করণের আইন।

৭ আইন। ১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার কতক কতক বেনামুলী বন্দরে চলন না হওনের এবং অন্য প্রকারে সেই আইন সংশোধনের আইন।

৮ আইন। বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯/১০/১১/১৩ ধারার বিধি মতান্তর করণের আইন।

১১ আইন। চোরেরদের ও বাটপাড়েরদের ভ্রমণকারী দলের দণ্ড করিবার আইন।

১২ আইন। অগ্নি কজ্জ আদায় করিবার জন্যে

কলিকাতার কমিসানরেরদের আদালত অর্থাৎ ছোট আদালতের এলাকা পুর্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে নির্ণয় করিবার আইন।

১৩ আইন। বাঙ্গালা রাজধানীর অধীন দেশে যে মিষাদের মধ্যে রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের কয়সালা অন্যথা করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে তাহা নিরূপণ করিবার আইন।

১৪ আইন। সুরুতি লওনের নিমিত্তে কমিসানর নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টে দেওনের আইন।

১৫ আইন। সুপ্রিমকোর্টের কার্য্যকারকদিগকে ব্যবসা করিতে নিষেধ করণের আইন।

১৬ আইন। লবণের ব্যবসার বিষয়ী কতক কতক প্রতি বন্দকে উঠাইয়া দেওনের আইন।

১৭ আইন। বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধঃস্থ ফৌজদারী আদালতের দণ্ডের ছকুমের পুনর্বিচার করণের বিষয়ী আইন পুর্বাপেক্ষা নির্ণয় করিবার আইন।

২০ আইন। বাঙ্গালা রাজধানীর অধীন বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরদের সমক্ষে ভূগ্যবিকারী এবং ইজারদার দিগকে হাজীর করা-ইবার নিমিত্তে পুর্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণের আইন।

২১ আইন। বাজী রাখা ব্যর্থ করণের আইন।

২২ আইন। জাল করণের বিষয়ী নালিশ পুর্বাপেক্ষা সহজ করিবার আইন।

২৩ আইন। ১৮৪০ সালের ২৫ আইনের নকল করণে যে অশুদ্ধ হইয়াছিল তাহা সংশোধনের আইন।

২৪ আইন। ভারতবর্ষের কোর্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনেরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন কোন ক্ষমতার কার্য্য করণের বিধানের আইন।

### ১৮৪২ সাল

১ আইন। বিদেশ করা অপরাধের পুরূষাপেক্ষা প্রবলরূপে দণ্ড করণের আইন।

২ আইন। অপরাধিরদের অঙ্গে গোদানীর দাগ দেওনের ও তাহারদিগকে তশীর করণের ব্যবহার রহিত করণের আইন।

৩ আইন। কলিকাতায় ইউনিয়ন ব্যাক্সের কতক কতক অংশী ও মহাজনেরদের মধ্যে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা নঞ্জুর করণের আইন।

৪ আইন। অপরাধী বাতুল ব্যক্তিরদের নির্বিঘ্নে রাখনের বিষয় আইন।

৫ আইন। সৈন্ত সম্পর্কীয় ও জাহাজ সম্পর্কীয় মুসাহেরা ও বার্কিক্য প্রযুক্ত আলুকা রক্ষা করণের আইন।

৬ আইন। বাঙ্গালাদেশে এক জন আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত করিবার আইন।



১১ আইন। কলিকাতার আবকারির রাজস্ব রক্ষা করণের আইন।

১৩ আইন। কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণের আইন।

১৪ আইন। সৈন্তেরদিগকে ও যুদ্ধ জাহাজীদিগকে রাজদ্রোহ কর্মে প্রবৃত্তি দেওনের দণ্ড করণের আইন।

১৮৫০ সাল

১ আইন। শহর কলিকাতার সরকারি কার্যের নিমিত্তে যে ভূমি লওয়াবার তাহার স্বত্ব সিদ্ধ করণের আইন।

৪ আইন। সদর আদালতের নিকটে আপিলী মোকদ্দমার কার্য কারকের নিয়ম সংশোধনের আইন।

৫ আইন। ভারতবর্ষের সমুদ্রের তীরস্থ বন্দরে অবস্থিতরূপে বাণিজ্য হওনের আইন।

৬ আইন। প্রধান সেনাপতি সাহেবকে সৈন্ত সম্পর্কীয় অপরাধ ক্ষমা করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

৭ আইন। কয়েদীরদিগকে এক জেলখানা হইতে অন্য জেলখানাতে লইয়া যাওনের বিষয়ী আইন পূর্বেপেক্ষা স্পষ্ট করিবার আইন।

৮ আইন। কোন কোন আপীলী মোকদ্দমার রেম্পা-

গেটকে তলব না করিয়া ডিক্রী বহাল রাখিতে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগকে ও প্রধান সদর আমীনদিগকে ক্ষমতা দেওনের আইন সংশোধনের আইন।

৯ আইন। কলিকাতা ও মান্দাজ ও কোম্বাইতে অম্প-কজ্জ ও দাওয়া পূর্নাপেক্ষা সহজমতে আদায় করণের আইন।

১০ আইন। এডেন বন্দর নিষ্কর বন্দর নির্ধারণ্য করিবার আইন।

১১ আইন। ১৮৪১ সালের ১০ আইন শুধরিবার আইন।

১২ আইন। সরকারী হিসাবীর ত্রুটি প্রযুক্ত ক্ষতি নিবারণের আইন।

১৩ আইন। বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড দেওনের আইন।

১৫ আইন। বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০।১২ ধারার কার্য বিস্তার করণের আইন।

১৬ আইন। চোরা সম্পর্কীয় মূল্য ফিরিবা দেওনের বিষয়ী আইন।

১৯ আইন। আপ্রেক্টিসকে বন্ধ করণের বিষয়ী আইন।

২০ আইন। কটকের পেশকশী মহালের সীমা সরা-ইর্দ নির্ণয় করণের আইন।

২১ আইন। বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারার মূল নিয়ম কোম্পানী বাহাদুরের শাসিত সকল দেশে চালাইবার আইন।

২২ আইন। ভারতবর্ষের কোম্পেন্সে গ্রীষ্ম গবর্নর জেনেরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন কোন ক্ষমতার কার্য করণের বিধানের আইন।

২৩ আইন। শহর কলিকাতার ভূমির রাজস্ব রক্ষা করণের আইন।

২৫ আইন। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ও ১৮৪৩ সালের ৪ আইনানুসারে যে ভূমির নীলাম সম্পূর্ণ না হয় তাহাতে বায়নার টাকা সরকার জব্দ করণের আইন।

২৬ আইন। শহরের উত্তমতা করণের ক্ষমতা দেওনের আইন।

২৭ আইন। বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ী আইন।

২৮ আইন। বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের প্রবৃত্তি জন্মাওনের আইন।

২৯ আইন। বিষ খাণ্ডধান নিবারণের বিষয়ী ১৮৩৮ সালের ৩১ আইনে শুধরিবার আইন।

৩০ আইন। ১৮৪৬ সালের ১ আইন ও ১৮৫০ সালের ৪ আইনের অর্থ বিষয়ী সন্দেহ ভঞ্জনের আইন।

৩২ আইন। ১৮৩৬ সালের ১৫ আইন রদ করণের আইন।

৩৩ আইন। বাঙ্গালা দেশের পত্তনি তালুকের নীলামের নিমিত্তে যে যে কাঁড়ার আবশ্যক আছে তাহা শুধরিবার আইন।

৩৪ আইন। গ্রীষ্ম গবর্নর জেনেরল বাহাদুরের

হজুর কৌন্সেল হইতে যে যে লোককে কয়েদ করিবার ছকুম হয় তাহারদিগকে পূর্বাপেক্ষা ভালমতে কয়েদ করিয়া রাখিবার আইন ।

৩৬ আইন । এদেশীয় সিপাহীরদের নিমিত্তে যুদ্ধ বিষয়ক আইনের ১১৩ ধারা শুধরিবার আইন ।

৩৭ আইন । সরকারী কর্মকারকেবদের আচরণের বিষয়ের তদারকের নিয়ম করণের আইন ।

৩৮ আইন । অপরাধের নিমিত্তে বাহারদের বিচার হইতেছে এইমত সকল ব্যক্তিকে উকীল নিযুক্ত করিবার অঙ্গুমতি দেওনের আইন ।

৩৯ আইন । ১৮৪৭ সালের ১৬ আইন শুধরণার্থে এক আইন বিবেচনা করিবার অপেক্ষার কলিকাতার নগর উত্তম করণার্থে কমিস্যনরদিগকে আপন২ পদে স্থিরতর রাখিবার আইন ।

৪২ আইন । বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে সরকারী কার্গো নির্বাহ করণের পূর্বাপেক্ষা অধিক সুগম করিবার আইন ।

৪৩ আইন । বেজিষ্টরী হওয়া জাইক্টক কোম্পানী অর্থাৎ যে কোম্পানী সাধারণ মূল ধন লইয়া ব্যবসার কারণ সেই মূলধনের কোম্পানীর নিয়ম নির্ধারণের আইন ।

৪৪ আইন । হাঁসিল ও নিমক ও আকীলের বোর্ড এবং বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের সদর বোর্ড রেবিনিউ এক শামিল করিবার আইন ।

৪৫ আইন। করণর সাহেবেরদের এলাকার বিষয়ী আইন নির্ধারণ করণের আইন।

১৮৫১ সাল

১ আইন। ১৮৪৫ সালের ২৪ আইনানুসারে যে জরীমানার টাকা আদায় হয় তাহা ব্যয় করণের বিষয়ী আইন।

২ আইন। আগিলী মোকদ্দমার বিচার করণের বিষয়ী বাঙ্গাল দেশের চলিত ১৮১০ সালের ১৩ আইন সংশোধনের আইন।

৩ আইন। বেআইনীমতে নিমক পোক্তানীর ও রপ্তানির নিবারণার্থ ১৮১৯ সালের ১০ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ২৯ আইন শুধরিবার আইন।

৫ আইন। খ্রীষ্ট সর তামস টর্টন বারোণেট সাহেবের দেউলিয়া হওয়াতে যে কএক জনের ক্ষতি হইয়াছে তাহারদের উপকারের আইন।

৮ আইন। সরকারী বাস্তা ও সাঁকোর উপর মান্দুল বসাইতে গবর্ণমেন্টকে ক্ষমতা দেওনের আইন।

১০ আইন। মৃত ব্যক্তিরদের অস্থাবর সম্পত্তির সর-বরাহ করণার্থ ১৮৪১ সালের যে ২০ আইন আছে তাহা সংশোধনের আইন।

১১ আইন। বাঙ্গালা রাজধানীর দেশের মধ্যে দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টারি বহী রক্ষণের আইন।

১৩ আইন। ১৮৫১ সালের ৫ আইন সংশোধনের আইন।

১৬ আইন। খাজিদারদিগের বিচারের আইন।

১৮৫২ সাল

৪ আইন।--মজুরেরদের দেশান্তর গমনের বিষয়ী এবং মজুরেরা যে জাহাজে গমনকরে তাহার বিষয়ী আইন সংশোধনের আইন।

৮ আইন। ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে মফঃস-  
লের পরওয়ানা জারী করণার্থ কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বো-  
ম্বাইয়ের সরিফ সাহেবকে মেহনতানা দেওনের বিষয়ী  
আইন।

১৮ আইন। বাঙ্গালা রাজধানীর অধীন বাঙ্গালা  
প্রভৃতি দেশে উকীলের বিষয়ী আইন সংশোধনের আইন।

৯ আইন। বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের  
১ আইন রদ করণের আইন।

১০ আইন। কলিকাতা শহর উত্তম করণার্থ কমিস্যনর  
দিগকে নিযুক্ত করণের আইন।

১১ আইন। কলিকাতার পোলীস বিষয়ী আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণের আইন।

১২ আইন। ১৮৪৮ সালের ২ আইন রদ করিবার এবং শহর কলিকাতা উত্তম করণার্থ কমিস্যনরদিগকে কোন২ ক্ষমতা দেওনের আইন।

২২ আইন। বাকী খাজানার বাবত সরাসরি মোকদ্দমায় কোন২ ডিক্রীর মাতবরীর এবং পত্তনি তালুক ও বিক্রয় যোগ্য অন্যান্য জমার কোন২ নীলামের মাতবরীর বিষয়ে যে সন্দেহ হইয়াছে তাহা রহিত করণের আইন।

২৪ আইন। ১৮৩৯ সালের ১৪ আইন সংশোধন ও স্পষ্ট করণের এবং ক্রিম্পের অর্থাৎ খালাসীর দালালীর অপরাধ পূর্ক্যাপেক্ষা উত্তমরূপে নিবারণের আইন।

২৫ আইন। আপীলক্রমে শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর হজুর কৌন্সিলে অথবা বাঙ্গালা দেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর সদর দেওয়ানী আদালতে এবং জেলা বা শহরের জজ মাহেবদিগের যে ডিক্রী হয় তাহা জারী করণের আইন।

২৬ আইন। বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশে সদর আমীন ও ব্লক্লেফ আদালতে কার্যের রীতি সংশোধনের এবং প্রধান সদর আমীনের প্রতি যে আপীল অর্পণ হয় তাহাতে তাঁহাদের ক্ষমতা বিস্তার করণের আইন।

৩১ আইন। বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারা ১৭ প্রকরণ রদ করণের আইন।

৩২ আইন। কোন কোন ফৌজদারী অপরাধের

এ দেশীয় কতক কতক আমলারদের ও পোলীসের আমলারদের নামে নালিশের সুবিধা করণের আইন।

৩৩ আইন। যে আদালতে ডিক্রী হয় সেই আদালতের এলাকার বাহিরের স্থানে ঐ ডিক্রীজারীর সুগম করণের আইন।

১৮৫৩ সাল

২ আইন। খ্রীশ্চীমতি মহারাণীর প্রজারা কোম্পানী বাহাদুরের আদালতে দায়ী হইবার বিষয়।

৬ আইন। মালগুজারির বাকীর বিষয়ের সরাসরি মোকদ্দমা এবং পস্তনি তালুক ও বিক্রয় যোগ্য অস্থায়ী অধিকারের নীলাম এবং খাজানার বিষয়ে সরাসরি ডিক্রী জারি করণার্থ ভূমির নীলামের বিষয়ী আইন।

৭ আইন। চড়াই করণ এবং বলপূর্বক প্রবেশ করণ ও বলপূর্বক যে ক্ষতি কেলোনী না হয় এমন অস্থ প্রকারে অপরাধ করণের মোকদ্দমার জজ বাদসাহার ৫৩ বৎসরীর তৃতীয় আইনের ১৫৫ অধ্যায় ১০৫ ধারানুসারে মাজিস্ট্রেট সাহেবেরদের যে ক্ষমতা আছে তাহা বৃদ্ধি করণের আইন।

১০ আইন। ১৮৩৬ সালের ২২ আইন সংশোধনের আইন।



১৫ আইন। বাঙ্গালা দেশের কোর্ট উইলিয়ম রা-  
ধানীর সদর আদালতে মমুরী আপীলের মোকদ্দমার কার্য  
করণের নিয়ম সংশোধনের আইন।

১৬ আইন। খাস আপীলের আইন সংশোধনের  
আইন।

১৭ আইন। ১৮১৬ সালের ৭ আইন রদ করণের  
এবং মহারাজ অমৃতরাউকে যে জমী দত্ত হইয়াছিল তাহাতে  
যে আইন চলন হইবেক তাহা প্রকাশ করণের আইন।

১৮ আইন। সৈন্যেরদের ছাউনি স্থানে শবাপ  
প্রভৃতি বিক্রয়ের বিধান করিবার আইন।

১৯ আইন। বাঙ্গালা রাজধানীর অবীন দেশে  
কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতে সাক্ষ্য বিয়য়ক  
আইন সংশোধনের আইন।

২০ আইন। কোম্পানী বাহাদুরের আদালতের মধ্যে  
উকীলদের বিষয়ী আইন সংশোধনের আইন।

২১ আইন। ত্রিযুত গবরনর জেনারেল বাহাদুরের ভার-  
তবর্ষের কোম্পেন্সে অন্তর্গত থাকন সময়ে তাঁহার কোন  
কর্মতার কার্য করণের বিধানের আইন।

১৮৫৪ সাল।

৩ আইন। এদেশীয় সৈন্যেরদের বিষয়ী যুদ্ধ সম্প-  
র্কীয় আইনের ৩৮ বিধান সংশোধনের আইন।

৫ আইন । বাঙ্গালা বণ্ডেড উত্তর হোসে আসোসি-  
ওনের ১৮৩৮ সালের ৫ আইন সংশোধনের আইন ।

৬ আইন । বাঙ্গালা দেশের কোর্ট উইলিয়ম রাজ-  
ধানীতে ও মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে ক্রীতদাসত্ব সংশোধনের  
সুপ্রিমকোর্টের একটি পক্ষে কার্য করণের ব্যবহার ও ধারা  
সংশোধন করণের আইন ।

৭ আইন । যে ব্যক্তিদের নামে কোম্পানী বাহা-  
দুরের শাসিত দেশের বাহিরে ভারি অপরাধ করণের না-  
মিশ হয় তাহারদিগকে কোম্পানী বাহাদুরের শাসিত দেশের  
মধ্যে গ্রেপ্তার করণের ও বিচারার্থে সমর্পণ করণের এবং  
পরওয়ানা জারী করণীয়া কার্যকারকেরদের এলাকার  
বাহিরের স্থানে ঐ পরওয়ানা জারী হইবার বিধান করণের  
আইন ।

৮ আইন । ১৮৫১ সালের ১০ আইন ও ১৮৪১ সা-  
লের ২০ আইন স্পর্ক ও সংশোধনের আইন ।

৯ আইন । কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী আদা-  
লতে আপীলের বিষয়ী আইন ।

১০ আইন । মাজিস্ট্রেট সাহেবেরদের আসিস্টান্ট-  
দিগের এবং ১৮৪৩ সালের ১৫ আইনক্রমে নিযুক্ত ডেপুটি  
মাজিস্ট্রেটদিগের ক্ষমতা নিরূপণ করণের আইন ।

১১ আইন । ১৮৩৫ সালের ১২ আইন ও ১৮৪৪  
সালের ২২ আইন সংশোধনের এবং আদায়সার মুদ্রা  
জারী করিবার অনুমতি দেওনের আইন ।

১৬ আইন। বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ১১ আইন সংশোধনের আইন।

১৭ আইন। ডাকঘরের কর্ম নির্বাহের এবং ডাক মাঙ্গুলের নিয়ম করণের এবং ডাকঘরের বিপরীত দোষের দণ্ড করণের বিষয়ী আইন।

১৮ আইন। ভারতবর্ষের রেলওয়ে বিষয়ী আইন।

১৯ আইন। ভিন্ন দেশজাত চিনী আনদানী করণের নিষেধ রহিত করণের আইন।

২০ আইন। বাঙ্গালা দেশের চলিত ১৮৩৩ সালের ১৩ আইন সংশোধনের আইন।

২১ আইন। বাঙ্গালা ও মান্দাজ ও বোম্বাইয়ের বা-  
জের বিবয়ী আইন।

২২ আইন। তৃতীয় জর্জ রাজার অধিকারের ৫৩ বৎ-  
সরীয় আইনের ১৫৫ অধ্যায় এবং বাঙ্গালা দেশের চলিত  
১৮০৬ সালের ১৫ আইন ২ পারার এবং মান্দাজের ১৮০৯  
সালের ৪ আইনের কোন কোন অংশ রদ করণের আ-  
ইন।

২৬ আইন। কোর্ট ওয়ার্ডমের তজ্জাবধারণের অধীন  
পুরুষ নাবালকেরদের শিক্ষার্থে পুরীপেক্ষা উত্তম বিধান  
করিবার আইন।

২৭ আইন। বাঙ্গালা দেশের শ্রীযুত নাজিমের বিধ-  
য়ের আইন।

২৮ আইন। ১৮৫২ সালের ১০ আইন শুধরণার্থে  
এক আইন বিবেচনা করিবার অপেক্ষায় কলিকাতা নগর

উত্তম করণার্থ কমিসানরদিগকে আপন আপন পদে স্থিরতর রাখিবার আইন।

২৯ আইন। ইউরোপের কোন২ বন্দরে সোরা রপ্তানী ইইবার নিষেধ করণের আইন।

৩১ আইন। ইংলণ্ডীয় আইন যে যে স্থলে খাটে সেই২ স্থলে স্থাবর সম্পত্তির দাবির মোকদ্দমা ও ফাইল ও কামল রিকবরি রহিত করিবার এবং ভূমি হস্তান্তর করণের নিয়ম সহজ করিবার আইন।

৩৩ আইন। ১৮৪৩ সালের ১২ আইন বিস্তার করণের আইন।

৩৪ আইন। ভারতবর্ষের ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ স্থাপন করিবার ও তাহার কার্য চালাইবার নিয়ন করণের আইন।

১৮৫৫ সাল।

১ আইন। ভারতবর্ষের কোঙ্গেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনেরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে তাঁহার কোন কোন ক্ষমতামতে কার্য করণের বিধানের আইন।

২ আইন। প্রমাণ বিষয়ক আইন আরো উত্তম করিবার আইন।

৪ আইন। আসাম কোম্পানিকে অধিককাল চাটর দিবার ও অধিক ক্ষমতা দিবার আইন।

৬ আইন। ব্রীজীমতি মহারাজার সুপ্রিমকোর্টের ডিক্রীজারীর পরওয়ানার কার্য বিস্তারিত করণের ও তাহা জারী করিবার নিয়ম করণের আইন।

৮ আইন। জাডমিনিফ্রেক্টের জেনেরলের পদ ও কর্মের বিষয়ী আইন।

১০ আইন। ফোর্ট সেন্ট জর্জ ও বোম্বাই রাজধানীতে কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানী আদালতে সাক্ষীরদের হাজীর হওনের ও জোবানবন্দী লওনের বিষয়ী আইন।

১১ আইন। ইংলণ্ডীয় আইন যে যে স্থলে খাটিতে পারে সেই স্থলে ওয়াশীলাতের বিষয়ের এবং দুর্কল অধিকার ক্রমে সাহারা দখলীকার হয় তাহারা ভূমির যে উত্তমতা করে তাহা বিষয়ের আইন।

১২ আইন। আহিরদের কি জাডমিনিফ্রেক্টেরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের কোন লোকসানের বিষয়ে নালিশ করিবার ও তাহারদের নামে নালিশ হইবার ক্ষমতা দেওনের আইন।

১৩ আইন। যে ক্ষতির বাবৎ নালিশ হইতে পারে এমন ক্ষতির দ্বারা কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারের ঐ ক্ষতিপূরণ পাইবার বিধান করণের আইন।

১৮ আইন। ভারতবর্ষের মধ্যে ক্ষমা করণের ও প্রাণদণ্ড ক্ষমা করণের ও দণ্ড রহিত করণের ক্ষমতার বিষয়ী সন্দেহ তঞ্জনের আইন।

২৩ আইন। মৃত ব্যক্তিরদের যে ইস্টেটের উপর বন্ধক ক্রমে কোন টাকার দায় থাকে তাহার কার্য্য নির্কাহের বিষয়ের আইন।

২৪ আইন। ইউরোপীয় ও আমেরিক দেশীয় বন্দু-  
য়ানেরদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের পরিবর্তে খাটনীর দণ্ড  
নিরূপণ করণের আর ঐ প্রকার বন্দুয়ানেরদিগকে স্থানান্তর  
করিবার আইন সংশোধনের আইন।

২৬ আইন। যাঁহারা গবর্ণমেন্টের সেবিংব্যাঙ্কে অল্প  
টাকা জমা করিয়া মরেন তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তদিগকে  
ঐ টাকা দেওয়া সহজ করণের আইন।

২৭ আইন। বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ব্যা-  
ঙ্কেতে গবর্ণমেন্টের নিদর্শনপত্র ও সাপের সম্পর্কে কতক  
কার্য্য নির্কাহ করিতে ঐ ঐ ব্যক্তির প্রতি শক্তি দিবার  
আইন।

২৮ আইন। অধিক সুদ লইবার আইন রদ করিবার  
আইন।

৩২ আইন। বাঁধের বিষয়ী আইন।

৩৩ আইন। লণ্ডন কি লিবারপুল বন্দরে যে ব্রিটনীয়  
জাহাজ পমন করে তন্নিম্ন অশু জাহাজ সোরা বিদেশে  
চালান করণের নিষেধ করিবার আইন।

৩৪ আইন। ১৮৫২ সালের ৩৩ আইনের অর্থ কর-  
ণের ও সেই আইন সংশোধন করণের আইন।

৩৬ আইন। উত্তর পশ্চিম দেশে হাঁসিলের ও ভূমির  
রাজস্বের কার্য্যকারকদিগকে বিনামূল্যতির লবণের জন্যে

ঘরের ও অন্য ঘেরা স্থানের তলাশী লইবার ক্ষমতা দিবার আইন ।

৩৭ আইন । সম্ভ্রাম ও অন্যান্য জাতীর লোকেরদের নিবাস কতক জিলা সাধারণ বিধান ও আইনের আমল হইতে সতত্ব করিবার এবং ঐ ঐ জিলা সেই কর্মের নিমিত্তে বিশেষমতে নিযুক্ত এক জন কার্যকারকের তদ্বাবধারণে রাখিবার আইন ।

৩৮ আইন । যে কএক জিলাতে যুদ্ধ সম্পর্কীয় আইন সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছিল সেই জিলার মধ্যে রাজ বি-  
রুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ও অন্যান্য অপরাধের বিচার দণ্ড হইবার বিধান করণের আইন ।

১৮৫৬ সাল

১ আইন । শৃঙ্গার ঘটিত পুস্তক ও ছবি বিক্রয় করণ ও প্রকাশ করণ নিবারণ করিবার আইন ।

২ আইন । মাজিস্ট্রেট সাহেবদিগকে ও অস্ত্র কয়েক জন কার্যকারককে লিখিত নালিশ না চাহিয়া কোন কোন অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা দেওনের আইন ।

৩ আইন । ১৮৪৯ সালের ১১ আইন ও ১৮৫২ সা-  
লের ১৯ আইন সংশোধন করিবার আইন ।

৪ আইন । গোঁ মেঘাদি ঈর্ষাপূর্বক কি অকারণে নষ্ট করা নিবারণ করিবার আইন ।

৬ আইন । যাঁহারা নব কল্পিত কারিগরি প্রকাশ করেন তাঁহাদেরিগকে বিশেষ ক্ষমতা দান করণের আইন ।

৯ আইন । বিল অফ জেডিক্স অর্থাৎ মাল বোঝাই করিবার একরারনামা বিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন ।

১২ আইন । কোর্ট উটলিয়ম রাজধানীর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা আমীনদিগকে কন্ঠে নিযুক্ত করিবার আইন সংশোধনের আইন ।

১৩ আইন । কলিকাতা ও মাফোঙ্গ ও ধোয়াই নগরের ও গুলুশিলাঙ্গ ও সিংহপুর ও মালাকা বসতির নানা সদর মোকামের পোলীসের বিধান করিবার আইন ।

১৪ আইন । ১৩ আইনের লিখিত সকল ব্যতির নানা মোকাম পরিপাটীরূপে রাখিবার ও আর উত্তম করিবার আইন ।

১৫ আইন । হিন্দু বিধবাদের বিবাহের আইন ঘটিত সকল বাধা রহিত করিবার আইন ।

১৭ আইন । ফৌজদারী পরওয়ানা যে কার্য্যকারক সাহেব বাহির করেন তাঁহার এলাকার সীমার বাহিরের স্থানে তাহা জারী করিবার বিধান করিবার আইন ।

১৮ আইন । কলিকাতা নগরের মধ্যে সরকারি রাজস্বের কার্য্য নিরীক্ষা করিবার বিষয়ী আইন ।

১৯ আইন । এ দেশীয় মজুরেরদের বিদেশ গমন বি-



ঘরের কতক আইনের চলন শ্রুতি করিতে হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নরু জেনেরল বাহাদুরকে ক্ষমতা দেওনের আইন।

২১ আইন। বাঙ্গালা দেশের কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি শহরে ও নগরে ও মোকামে ও শহর-তলীরত ও বাজারের পোলীসের চৌকিদারদিগকে নিযুক্ত ও প্রতিপালন করিবার আবে উত্তম বিধান করিবার আইন।

২২ আইন। বগুড়া জেলার মধ্যে করচোয়া নদী দিয়া যে সকল নৌকা ও বাহাদুরী কাঠ যায় তাহার উপর মাসুল বসাইবার আইন।

২৩ আইন। বাঙ্গালা দেশের কোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর মধ্যে আবকারির রাজস্বের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করিবার আইন।

২৪ আইন। কলিকাতা প্রভৃতি নগর পরিপাটীকপে রাখিবার জন্ত রেট ও টাক্স ধার্য ও আদায় করিবার আবশ্যক বিধান একি আইন সংগ্রহ করিবার আইন।

২৫ আইন। কলিকাতা নগরের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল কমিসানরদিগকে নিযুক্ত করিবার ও রেট ও টাক্স আদায় করিবার আইন।

২৬ আইন। দলীল দস্তাবেজের রেজিস্ট্রারদের পদ সম্পর্কীয় শপথ করিবার বিষয়ের আইন।

১৮৫৭ সাল।

২ আইন। কলিকাতার ইউনিবর্সিটির সংস্থাপনের ও চার্টার দেওনের আইন।

৩ আইন। ক্ষেত্রাদিতে গৈ। মেবাদির প্রবেশ করণের বিষয়ের আইন।

৫ আইন। সীমায়ুক্ত ওরিএন্টাল গ্যাস কোম্পানীকে কোন কোন ক্ষমতা দিবার আইন।

৬ আইন। সরকারী কার্গোর নিমিত্ত ভূমি মইবার আইন।

৮ আইন। ১৮৪৭ সালের ১৯ আইন সংশোধনের আইন।

৯ আইন। ১৮৫৬ সালের ৬ আইন রদ করণের আইন।

১০ আইন। ১৮৫৫ সালের ৭ আইন সংশোধনের আইন।

১১ আইন। রাজ্য বিপরীত অপরাধ নিবারণ ও বিচার ও দণ্ড করিবার আইন।

১৩ আইন। পোস্তের চান ও আকীম প্রস্তুত করিবার আইন সংগ্রহ ও সংশোধনের আইন।

১৫ আইন। ছাপার যন্ত্র স্থাপন করিবার বিধি করণের ও কোন ২ গতিকে ছাপা হওয়া পুস্তক ও কাগজ মোকদ্দমার মধ্যে চালানিবার নিষেধ করিবার আইন।

১৬ আইন। কোন কোন জিলাতে গুরুতর অপরাধের বিচার ও দণ্ড করিবার জন্য আইন।

১৯ আইন। জাইন্ট কক কোম্পানীর ও অন্যান্য সমাজের অস্থাপতি লোকেরদের দায় সীমায়ুক্ত করিয়া কি না করিয়া ঐ ঐ কোম্পানীকে ও সমাজকে চার্টার দিবার ও তাঁহাদের বিধান করিবার আইন।

২০ আইন। ১৮৫০ সালের ৯ আইন সংশোধনেও করিবার আইন।

২১ আইন। কলিকাতার শহরতলির ও হাওড়া মোকামের সুধারা ও সুশাসন হইবার জন্য আর উত্তম বিধান করিবার আইন।

২৪ আইন। বন্দরের মাসুল ও রজুম এইক্ষণে যে হিসাবে লওয়া যাইতেছে সেই হিসাবে আর ছয় মাস পর্যন্ত লইবার ক্ষমতা দিবার আইন।

২৮ আইন। অস্ত্র শস্ত্র ও বারুদাদি আমদানি করিবার ও নির্মাণ ও বিক্রয় করিবার বিষয়ী ও তাহা রাখিবার কি ব্যবহার বিধান করিবার আইন।

৩০ আইন। কলিকাতার বন্দরে বন্দরের মাসুল ও রজুম আদায় করিবার আইন।

৩২ আইন। এদেশীয় সিপাহীরদের বিষয়ী যুদ্ধ সম্পর্কীয় আইন সংশোধন করিবার আইন।

৩৩ আইন। বিদেশীষদের নিমিত্তে আর ও বিধি করিবার আইন।

৩৫ আইন । মোলমেন ও রাহুণ ও কিউক ফিউ ও আফ্যার ও চাটিগাঁ বন্দরে বন্দরের মাসুল আদায় করিবার আইন ।

### ১৮৫৮ সাল ।

২ আইন । কটক প্রদেশের কোন কোন বন্দরে মাসুল আদায় করিবার আইন ।

৩ আইন । রাজ্যের বিপরীত অপরাধীদের বেপ্তার করিবার ও রাখিবার আইন সংশোধনের আইন ।

৪ আইন । গবর্নর জেনেরল বাহাদুর অধিপতিত থাকন সময়ের কার্যের বিধান করণের আইন ।

৫ আইন । জেলখানা হইতে যাহার পলাইয়াছে এমন কোন অপরাধীদের ও যাহার সেই অপরাধীদেরকে আনিয়া শাসন আশ্রয় দেয় তাহারদিগের দণ্ড করিবার আইন ।

৬ আইন । ইউরোপীয় নৈন্য থাকিবার অর্থ দর প্রস্তুতার্থ মজুরদিগকে বেগার পরিবার অনুমতি দিবার আইন ।

১০ আইন । রাজবিদ্রোহী ও অন্যের প্রতি ধৃত জন্ত জমীদারেরা সাহায্য করিতে ক্রটি করিলে তাহারদের দণ্ডের বিধান করিবার আইন ।

১১ আইন। কোন কোন স্থলে শারিরিক শাস্তি দিবার অনুমতি করিবার আইন।

১২ আইন। কলিকাতা শহরতলীতে ও হাওড়া মোকামে রাস্তা করিবার ও মেরানত করিবার জগ তহবিল করিবার আইন।

১৩ আইন। যাহারদের নিকটে বেআইনীমতে অস্ত্র শস্ত্র কি অস্ত্র দ্রব্য থাকে কি যাহারা লুকাইয়া রাখে তাহারদের দণ্ড করিবার আইন।

১৪ আইন। কলিকাতার ইক্টাম্প আফিস হইতে যে ইক্টাম্প কাগজ বাহির হয় তাহার প্রমাণ করিবার বিধি করণের আইন।

১৫ আইন। এ দেশীয় চড়নদারদের জাহাজ ও কনের যে জাহাজ সমুদ্রের ধারে ধারে চলিয়া চড়নদারদিগকে লইবার নিমিত্তে হয় সেই সেই জাহাজের বিধি করিবার আইন।

১৬ আইন। সংপ্রতিকার মোলোযোগ প্রযুক্ত যাহারা উত্তর পশ্চিম দেশের দেওয়ানী আদালতে আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মোকদ্দমা কি আপীল উপস্থিত করিতে কি চালাইতে পারে নাই তাহারদের উপকার করিবার আইন।

৩১ আইন। বাঙ্গালা রাজধানীর অধীন দেশে পয়বস্তী জমীর বন্দোবস্ত করিবার অধিক বিধান করিবার আইন।

৩৪ আইন। রাজকীয় চার্টার দ্বারা স্থাপিত আদালতে ক্ষিপ্র লোক সম্পর্কীয় কার্যের বিধি করিবার আইন।

৩৫ আইন। কিন্তু লোকেরা সুপ্রিমকোর্টের এলাকার মধ্যে না থাকে তাহার ইন্সট্রাক্ট রক্ষা করিবার আরো উত্তম বিধান করিবার আইন।

৩৬ আইন। ফেপা লোকেরদের আশ্রয়ের আইন।

যে সকল কমিটিতে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে  
কয়েক কমিটির প্রশ্ন একাংশ  
করা যাইতেছে।

কমিটির সওয়াল।

১ প্রশ্ন—মোকদ্দমার আরজাবাদি তাহার চড়াশু ডিক্রী পর্যান্ত যে ক্রমে কার্য্য করিতে হইবেক তাহা এবং ফরিষাদী ও আসামীর যে সওয়াল জওয়াব দাখিল করিতে হইবেক এবং আসামী ও ফরিষাদী এবং সাক্ষীদিগকে হাজির করিবার নিমিত্তে যে নানা লুকুম দিতে হয় তাহা লেখ।

২ প্রশ্ন।—স্বাবর অস্বাবর সম্পত্তির মোকদ্দমার মূল্য নির্ণয় করণেতে সামান্যত যে যে নানানত লুকুম আছে তাহা এবং যে আইনানুসারে ঐ মোকদ্দমার মূল্য নির্ণয় হয় তাহা লেখ।

৩ প্রশ্ন।—কজ্জীর আসল টাকা অর্থাৎ ৩০০০ টাকা বিষয়ী রামের প্রতিকূলে গোপাল এক ডিক্রী পাউলে পর

ঐ আসল টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত করণের তারিখের পূর্বে যে ৩০০ টাকার খুদ জমিয়াছিল তাহা পাইবার নিমিত্তে এক স্বতন্ত্র নালিশ করে এই প্রকার নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারে কি না এবং মোকদ্দমার যে লুকুম দিতে হয় তাহা এবং সেই মোকদ্দমার হেতু লেখ।

৪ প্রশ্ন।—সর্বশুদ্ধ ৩০০ টাকার অধিক কোন খতের উপর ৩০০ টাকার ন্যূন কিণ্ডিবন্দী বিষয়ী মোকদ্দমা হইলে এবং তাহাতে আসামী জওয়াব না দিলে মুন্সেফ মোকদ্দমা শুনিতে পারেন কি না।

৫ প্রশ্ন।—মুন্সেফ ঐ মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন কি না।

৬ প্রশ্ন।—মুন্সেফের সাক্ষাতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার মুন্সেফ আসামীর স্থানে মাল জামীন কি হাজির জামীন চাহিতে পারেন কি না।

৭ প্রশ্ন।—স্বাবর সম্পত্তি দখল পাইবার নিমিত্তে গোপাল রামের নামে মুন্সেফের আদালতে নালিশ করে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর কিন্তু নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে ঐ সম্পত্তিতে রামের যে স্বহু ও সম্পর্ক ছিল তাহা আদালতের ডিক্রীজারী করণার্থ কালেক্টর সাহেব কৃষকে বিক্রয় করেন ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৫ ধারার ৩ প্রকরণের বিধিতে মুন্সেফদিগকে অবশেষে আরজী লইতে নিষেধ আছে অতএব ঐ প্রকরণের বিধি দৃষ্টে কৃষকে আসামীর সামিল করিবার এক সংশোধিত নালিশ গোপালের স্থানে মুন্সেফ লইতে পারেন কি না।

৮ প্রশ্ন।—সংপ্রতি যে খাজানা বাকী পড়িয়াছে তাহার বিষয়ে জাম্বামত নালিশের দরখাস্ত কত মূল্যের ইক্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।

৯ প্রশ্ন।—সরকারের বাকী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্তে রাজস্বের কর্তৃককারকেরা ভূমি নীলাম করিলে তাহা অন্যথা করা নিমিত্ত আইনের দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিত করণের কি মেয়াদ নিরূপণ আছে।

১০ প্রশ্ন।—জোতের দখল করিবার নিমিত্ত যদি রাইয়ত ভূম্যধিকারীর নামে নালিশ করে তবে সে মোকদ্দমার কি মূল্য ধরিতে হইবেক।

১১ প্রশ্ন।—রাইয়ত এবং ভূমির কৃষিকারকেরদের সংক্ষেপে কবুলিয়ত হয় তাহার বিষয়ে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসিলে কি বিধি আছে।

১২ প্রশ্ন।—কজ্জার বিষয়ী মোকদ্দমার যদি এমনত প্রমাণ হয় যে আদল টাকা হইতে কিছু কাটিয়া লওনের দ্বারা অথবা অথ কোন ভুল কি চক্র করিয়া আইনের মধ্যে স্ত্রদের বিষয়ী দাঁড়া এড়াইবার কোন উদ্দেশ্য হইয়াছে তবে সেই মোকদ্দমার কি ছকুম হইবেক।



## অন্য কমিটির সওয়াল।

১ প্রশ্ন।—যদি কোন ব্যক্তি সাক্ষী সফীনা পাইয়া উপস্থিত না হয় তবে তাহার উপস্থিতির বিষয় আদালতকে কি কর্তব্য।

২ প্রশ্ন।—যদি ডিক্রীজারীর নীলাম খরিদার কোন ব্যক্তি বায়না টাকা আদানত করিয়া বাকী টাকা দিতে গাফিলত অথবা আদায় না করে তবে বায়নার টাকা কাহার নামে জমা হইবেক।

৩ প্রশ্ন।—যদি কোন ব্যক্তি উইল না করিয়া মরে এবং তাহার ওয়ারিস লোকহাজির না হয় তবে মৃত্যুর মহাজন ব্যক্তি দাবি উপস্থিত করিবেক তাহার কি মিয়াদ।

৪ প্রশ্ন।—যদি ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় ১৭ আগষ্ট তারিখে মঙ্গলবার দিবসে নীলাম হওনের লুকুম হইলে ঐ নীলামের কোন তারিখে প্রথম দিবস পড়িবেক।

৫ প্রশ্ন।—ডিক্রীজারীর মোকদ্দমার বিচার কর্তা কি মতে ক্রোক কোরষ করিবেন।

৬ প্রশ্ন।—সদরামীন এবং ম্যাজেস্ট্রফ জরিমানা এবং উন্মুল করিবার যে ক্ষমতা রাখেন তদ্বিষয়ে কিছু প্রতিবন্ধক আছে কি না।

৭ প্রশ্ন।—নয়রি অথবা আপীলের মোকদ্দমার উকীলের কিসকি প্রকারে আদালতের খরচার সামিল হইবেক।

৮ প্রশ্ন।—সরকারী বাকী খাজানার নিমিত্ত নীলাম

হইলে কোন কোন হেতুতে তাহা দেওয়ানী আদালতে রহিত হইতে পারে।

৯ প্রশ্ন।—নীলাম খরিদার রাইয়তের জমা বৃদ্ধি এবং পট্টাদার রাইয়তকে কোন মতে বেদখল করিতে পারে কি না।

১০ প্রশ্ন।—যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে আপন গোলাম এবং তাহার সেবকের আপন স্বয়ং এজাহার নালিশ করিলে বিচার কর্তা তাহাতে কি ভ্রকুম দিবেন।

১১ প্রশ্ন।—যদি কোন ব্যক্তি বাদী সশঙ্ক্যাহেব মধো সাক্ষীর ইসমনিবিশি দাখিল না করিয়া অন্য কোন দলীল প্রমাণ দাখিল করে তবে সাক্ষীর ইসমনিবিশি দাখিল না করিবার ক্রটি গণ্য হইতে পারে কি না।

১২ প্রশ্ন।—যদি কোন ব্যক্তি এই বিবরণে যে জাহেরা নীলামী খরিদার যে মহাল খরিদ করিয়াছে তাহা আমার নিমিত্তে আব তাহার নাম চাতুরিতে লেখা গেছে নালিশ উপস্থিত করিলে তাহাতে কি ভ্রকুম দেওয়া কর্তব্য।

জোবানী সওয়াল।

১ প্রশ্ন।—যদি বাদী কোন মোকদ্দমার বাজ দাওয়া দাবি দাখিল করে আর অন্য এক ব্যক্তি তাহাতে বিরোধীয় বস্তু বাদী আমাকে বিক্রয় করিয়া বাদী প্রতিবাদীর

সাহিত্য খণ্ডে যোগ্যতায় এই বাজ দাওয়া দাখিল করিতেছে তাহাতে জিজ্ঞাসাযায় তাহার এই মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে কি না ।

২ প্রশ্ন ।— যদি কোন মুন্সেফের সিবিস্তাদার মুন্সেফের ভূকুমারসারে দায় সাফ করিখা থাকে আর তাহাতে হাকিম দস্তখত করিয়া মিছিলের সামিন কবে তবে তাহা দোরস্ত কি না ।

৩ প্রশ্ন ।— যদি মোদলেন বাদী মুন্সেফী মোহকমাব মোকদ্দমা উল্লিখিত হইয়া মোকদ্দমার হয় আর তাহার গুল্ল বেবাসহের দাবিদা হয় তবে তাহাতে বাদীর জুমার গণ্য করিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে পারে কি না ।

৪ প্রশ্ন ।— কোন মোকদ্দমার বাদী ১৭৮৮ টাকার দাবিতে নালিশ করে আর প্রতিবাদীর জাপত্যমতে ১৫২৮ টাকা প্রমাণ হইবার মুন্সেফ ঐ দাবির বেওয়া লইতে পারে কি না ।

৫ প্রশ্ন ।— যদি প্রতিবাদীর স্থানে ১৮০৬ সালের দ্বিতীয় আইনামুসারে হাজির জামীন অথবা মাল জানীন তলব হয় তাহাতে প্রতিবাদী উকীলের পরিচয়ে হাজির হইয়া জওয়াব দাখিল করে তবে বিচার কর্তা ঐ জওয়াব গ্রহণ করিয়া বিচার করিতে পারে কি এক তরফা বিচার করিবেন ।

## কমিটির সওয়াল ।

১ প্রশ্ন ।—রাসমুন্দের বিপ্রদাসের নামে ৬০০ টাকার খতের দ্বিতীয় কিস্তি এবং ১৫০০ টাকার বাবৎ নালিশ করে এবং কহে যে প্রথম কিস্তি দেওনের বিষয় আমার স্থানে প্রমাণ আছে এবং মোকদ্দমার উপযুক্ত সময় তাহা দাখিল করিব বিপ্রদাস কহে যে আমি প্রথম কিস্তি দিই নাই ও খত লিখিয়া দিই নাই এমত মোকদ্দমা মুন্সেফ গ্রাহ করিতে পারেন কি না যদি পারেন তবে এ মোকদ্দমা কোন বিশেষ বিষয় তাহার বিচার করিতে হইবে ।

২ প্রশ্ন ।—মুন্সেফ সকল প্রকার মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন কি না যদি না পারেন তবে কোন প্রকার মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন কি না ।

৩ প্রশ্ন ।—পাউ। এবং কবুলতি এই কথার অর্থ কি ।

৪ প্রশ্ন ।—কোন সম্পত্তির বিষয় নালিশ হইলে যদি সেই নালিশের দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তবে সেই সম্পত্তির বাবৎ দ্বিতীয়বার নালিশ হওনের কি কি বিধি আছে ।

৫ প্রশ্ন ।—১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪।৫ ধারার বিধি নদের আগীন ও মুন্সেফেরদের বিচারে খাটে কি না ।

৬ প্রশ্ন ।—১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ও ১৮১২ সালের ২০ আইনের নির্দিষ্ট সকল দলীল দস্তাবেজের বিষয় ১৮৪৩ সালের ১৯ আইনে খাটে কি না ।

৭ প্রশ্ন ।—যে মহাল বাকী রাজস্বের নিমিত্তে বিক্রি

হইবেক সেই মহালের ভূম্যধিকারী ছাড়া অন্য ব্যক্তি যদি সেই নীলাম নিবারণ করিতে চাহে তবে তাহার কি কর্তব্য কোন গতিকে তিনি দেওয়ানী নালিশ করিতে পারে এবং কি বাবৎ।

৮ প্রশ্ন।—যে মহালের উপর রাজস্বের বাকী পড়িয়াছে সেই মহাল সেই বাকীর নিমিত্ত বিক্রয় হইলে খরিদার যে যে স্বত্ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং অন্য ভূমির বাকী পড়া রাজস্বের নিমিত্তে যে মহাল নীলাম হয় সেই মহালের খরিদার যে যে স্বত্ত্ব প্রাপ্ত হয় এই উভয় স্বত্ত্বের মধ্যে কিছু বিশেষ আছে কি না।

৯ প্রশ্ন।—মোকদ্দমার আপীল হইলে খরচা জামিন আবশ্যক আছে কি না।

১০ প্রশ্ন।—যদি এদেশীয় ছদ্মদার অথবা সিপাহী অনুপযুক্ত নহে সাদা কাগজে নালিশ উপস্থিত করে তবে তাহার কি জরিমানা হইবেক।

১১ প্রশ্ন।—উকীলেরদের ওকালতী কার্যের মেহনতানার যে বন্দবস্ত হইয়াছে সেই মেহনতানা তাহার কি রূপে আদায় করিতে পারিবেক।

১২ প্রশ্ন।—মুন্সেফেরা যে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তা করেন তাহাতে উকীলের রসুম কি রূপে উত্তোল্য করিতে হইবেক।

১৮৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সোমবার উকীল  
পরীক্ষা চৌনহলে।

১ প্রশ্ন।—যদি রাইয়ত জোতের জমী দখল পাইবার  
নিমিত্তক জমীদারের নামে নালিশ করে তবে তাহার মোক-  
দমায় কি মূল্য ধরিতে হইবেক।

২ প্রশ্ন।—যে ব্যক্তি আদালতের ডিক্রীজারীক্রমে জেল-  
খানায় কয়েদ হইয়া থাকে সেই ব্যক্তি আপনার দেনার  
টাকা না দিয়া অন্য কোন প্রকারে খালাস হইতে পারে  
কি না যদি পারে তবে কি কি গতিকে এবং কোন কোন  
আইনানুসারে খালাস হইতে পারে।

৩ প্রশ্ন।—মুসেক সওয়াল ও জওয়াব দরজওয়াব ও রদ  
জওয়াব ছাড়া আর কোন প্রকারে সওয়াল জওয়াব লইতে  
পারেন কি না।

৪ প্রশ্ন।—মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়মতে  
তহশীল করণের বিষয়ে দেওয়ানী মোকদমা কোন ব্যক্তি  
আপনার জন্মস্থান অথবা বংশ প্রযুক্ত মুসেকের এলাকা  
ছাড়া আছে কি না।

৫ প্রশ্ন।—আরত্তাবধি চূড়ান্ত ডিক্রী পর্য্যন্ত মোকদ-  
মার নানা ক্রম লেখ এবং ফরিয়াদী আসামী যে সওয়াল  
জওয়াব দাখিল করে তাহা এবং উভয় বিবাদী সাক্ষীদিগকে  
হাজির করাইবার নিমিত্তক যে নানা হুকুম জারী হয় তাহা  
লেখ।

৬ প্রশ্ন।—দশ মোজা লইয়া এক সকর মহলের বিষ-

যের আনন্দের দাবি আছে ঐ মহালের সদর জমা ৫০০২ টাকা আনন্দ সমত মহালের বিষয়ে এক নালিশ না করিয়া আপনার দাবি দশ ভাগ করিয়া প্রত্যেক মৌজার মূল্য ৩০০ টাকার অনধিক জমা ধরিয়া প্রত্যেক মৌজার কারণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নালিশ করে অতএব মুন্সেফ এই সকল মোকদ্দমা গুলিতে পারেন কি না ইহাতে যে উত্তর দেওয়া যায় তাহার সঙ্গে ঐ উত্তরের হেতু লেখ।

৭ প্রশ্ন।—১৮৪২ সালের ১ জেনুয়ারি তারিখে কালেক্টর সাহেব বাকী খাজানার নিমিত্তক এক জমিদারীর নীলাম করেন এবং ঐ সনের ১৫ ফিক্রয়ারি রাজস্বের কমিশ্যনর সাহেব ঐ নীলাম মঞ্জুর করেন যে তারিখ পর্যন্ত ঐ নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ দেওয়ানী আদালত গ্রাহ্য করিতে পারেন তাহা লেখ।

৮ প্রশ্ন।—স্বাবর ও অস্বাবর বস্তুর মূল্য নির্ণয় করণের সামান্যত যে নানা মত আছে তাহা লেখ এবং যে আইনানুসারে ঐ মূল্য নির্ণয় হয় তাহা লেখ।

৯ প্রশ্ন।—বয়বলকা কটক্রাম বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থ যদি নালিশ করা যায় এবং আসামী এই মত সাব্যস্ত করিতে পারে যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার নিয়মানুসারে কার্য করা যায় নাহি তবে ঐ মোকদ্দমার বিচার করণীয়া আদালতের কি প্রকার ছকুন দেওয়া কর্তব্য।

১০ প্রশ্ন।—যদি উভয় পক্ষ আপনার মওয়াল জওয়াব পাড়িবার জন্ত ও স্পর্কত অক্ষরে না লেখে তবে আইন মতে যে জরীমানার সিদ্ধার্থ আছে তাহা কি।

১১ প্রশ্ন।—বন্দক লওনিয়া মহাজন আপন বন্দকী বস্তু বিষয়ের বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পূর্বে তাহার যে যে বর্তব্য তাহা লেখহ।

১২ প্রশ্ন।—পাওনা টাকার বিষয়ে নালিশ হইলে যদিপি এই মত প্রমাণ হয় যে সুদের বিষয়ে আইনে যে নিয়ম আছে তাহা আপন টাকা হইতে বাদ দেওনের দ্বারা অথবা আর কোন চক্রান্তে বা উপরের দ্বারা এড়াইবার উদ্যোগ হইয়াছে তবে কি ছকুম দেওয়া কর্তব্য।

জেলা ও সদরের উকীল পরীক্ষা টৌনহলে ১৮৫৬

মাসের ১৪ জেনুয়ারি।

১ প্রশ্ন।—জমী সংক্রান্ত মোকদ্দমার কি প্রকার মূল্য নির্ণয় করা যাইবেক।

১।—যে স্থলে বাদী ওয়াশীলাতের দাবী করিয়াছে।

২।—যে স্থলে বাদী ভবিষ্যৎ ওয়াশীলাতের দাবী করিবেক এমত ব্যক্ত করিয়াছে, এ বিষয়ের নিদর্শন লেখ।

২ প্রশ্ন।—তামাদি আইনমের বিষয় সাধারণ নিয়ম কি তাহা লেখ ও কি প্রকারে তমমুকের বাবত মোকদ্দমার মিয়াদ নির্ণয় করা যাইবেক।



৩ প্রশ্ন।— ইন্তমরারি জমা ধার্যের বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ১ আইনানুসারে যে সকল সত্য হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪ প্রশ্ন।— ১৭৯৩ সালে দেওয়ানী বিচার জন্ত আদালত হায়েতে যে সকল ক্ষমতা ও শক্তি ছিল সেই সময় হইতে এখনতক যে ক্ষমতা উক্ত আদালত হায়ব আপীত হইয়াছে তাহান ক্ষমতার ক্রমাগত পরিবর্তের বিষয়ে বর্ণনা কর।

৫ প্রশ্ন।— কোন রাষ্ট্রত নীলকরের সহিত নীল বুনিবান জন দাদন লইয়া পবে অন্য ব্যক্তির কুমন্ত্রণায় চুক্তির স্বস্থানুসাবে কার্য করিতে ভ্রুটি করিলে কি দণ্ড পাইতে পারে এবং কোন আদালতে আদান হইবেক এবং সেই বিষয় তদারক জন্য কি প্রকার রীতানুসারে কার্য করিতে হইবেক।

৬ প্রশ্ন।— যদিহ্যাং বোর্ড বেবিনিউর সাহেবান কোন বাটওয়ারা রদ করিতে দাননা করেন তবে কি প্রণালীতে তাহাবদিগকে কার্য করিতে হইবেক।

৭ প্রশ্ন।— যদিহ্যাং কোন ভূমি ছুই জেলার সরাহদের কিম্বা ছুই মুন্সেফের এলাকায় থাকে এবং সেই জমী সংক্রান্ত মোকদ্দমা হয় তবে কোন জেলা বা কোন মুন্সেফের এলাকাব এমত নালিশ হইবেক।

৮ প্রশ্ন।— যদিহ্যাং কোন জন্ত সাহেব মুন্সেফের বিচারী মোকদ্দমা বিচার জন্য সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের নিকট সোপর্দ করেন তবে সে মোকদ্দমার ইস্তাম্প ও আপীল কোন নিয়ম অধীন হইবেক।

৯ প্রশ্ন।—প্রথম উপস্থিত বা আপীলী মোকদ্দমা সংক্রান্ত ডিক্রীজারী কি স্বকিত কোন আদালতের দ্বারা হইবেক।

১।—যদিচ্যাম্ব অস্থাবর বস্তুর ডিক্রী হইয়া থাকে।

২।—কিসা স্থাবর বস্তুর ডিক্রী হইয়া থাকে।

১০ প্রশ্ন।—সাক্ষীর বিবয়ক।

১।—দেওয়ানী মতফরাকা মোকদ্দমার।

২।—ডিক্রীজারীর মোকদ্দমার।

৩।—কালেক্টরের নিকট বাকী খাজানার জন্য যে সরাসরী মোকদ্দমা হয় তাহাতে।

§ ১৮৪০ সালের ৪ আইন মতে মাজিস্ট্রেটের

নিকট যে সরাসরি মোকদ্দমা হয়

তাহাতে।

১৮৫৩ সালের ১৯ আইন খাটে কি না তোমার প্রত্যেক জওয়াবের কারণ দর্শাও।

১১ প্রশ্ন।—সাক্ষীর বিষয়ে ১৮৫৩ সালের ১৯ আইনের যে ধারাতে সাক্ষীর জোবানবন্দী লওয়ার প্রণালী আছে তাহার রীতি সকল বর্ণনা করিয়া লেখ।

১০ প্রশ্ন।—যদিযাং ১৮৪১ সালের ১৯ আইনানুসারে কোন জিলার এক সরাসরি মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং প্রকাশ হয় যে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি ভিন্ন জিলার অধিকারে আছে তবে জজ সাহেব কি প্রকার ব্যবহার করিবেন।

সদর আমীন ও মুন্সেকের ওকালতি পরিকা

১৮৫৬ সালের ২৮ জানুয়ারি।

১ প্রশ্ন।—দেওয়ানী মোকদ্দমার প্রত্যেক আরজীতে যে যে বৃত্তান্ত লেখা আবশ্যিক তাহা বর্ণনা কর।

২ প্রশ্ন।—তাবৎ দেওয়ানী মোকদ্দমাতে সাক্ষীর বিষয়ী প্রমাণের পক্ষে তুমি কোন আইনের প্রতি নির্ভর করিবে ও তাহার বিধান সকল কি কি।

১।—সাক্ষীকে হাজির আনয়নের বিষয়ী।

২।—তাহার সাক্ষ্যতা লটবার বিষয়ী।

৩ প্রশ্ন।—যদ্যপি কোন বাদী আপন দাওয়ার কিম-দংশের বাবত এই প্রসঙ্গে নালিশ করে যে অবশিষ্ট দাওয়ার নিমিত্ত স্বতন্ত্র নালিশ করিবে তবে তাহার আবজীর প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা যাইবেক।

৪ প্রশ্ন।—তামাদির বিষয়ে সাধারণ বিধি বর্ণনা করহ ও তাহার কতক গুলি কজ্ঞানীর বিষয় প্রকাশ করহ।

৫ প্রশ্ন।—নিম্নের লিখিত বিষয়ে সদর আমীন ও মুন্সেফদিগকে ক্ষমতা কি কি।

১।—নালিশের কিম্বার বিষয়ী।

২।—মোকদ্দমার কারণ উপস্থিতির বিষয়ী।

৩।—মোকদ্দমার সংক্রান্ত সকল পক্ষের বিষয়ী।

৬ প্রশ্ন।—যদ্যপি কোন বিষয়ের কোন মোকদ্দমা দায়ের থাকা কালীন সেই বিষয়ের নিমিত্তে সেই আদালতে আর এক মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয় তবে ঐ মোকদ্দমার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা যাইবেক।

৭ প্রশ্ন।—যে সকল মোকদ্দমা সামান্যত দেওয়ানী আদালতে বিচার যোগ্য নহে তাহা বর্ণনা করহ।

৮ প্রশ্ন।—সদর আমীন কিম্বা মুন্সেফ ছানী তজবিজ করণার্থ কোন দরখাস্ত পাইলে কি করিবেন।

৯ প্রশ্ন।—মুন্সেফের ডিক্রীজারীর বিষয়ে যে যে নিয়ম খাটিবেক তাহা বর্ণনা করহ ও দর্শাও কোথার কাহার দ্বারা তাহা জারী হইবেক।

১০ প্রশ্ন।—যদ্যপি মুন্সেফের নিকট উপস্থিত থাকা কোন মোকদ্দমার এমত জানান যায় যে সেই মোকদ্দমা সংক্রান্ত অপর এক মোকদ্দমা অন্য আদালতে দায়ের আছে তবে মুন্সেফ তাহাতে কি করিবেন।

১১ প্রশ্ন।—এক মোকদ্দমার আরজী দাখিল হইতে যে বিচারকের নিকট তাহা বিচার হয় তাহার শেষ হুকুম হওয়া পর্য্যন্তর্ষক প্রকার তাহা রীতি মত চলিয়া আসিবেক তাহা সংক্ষেপ রূপে বর্ণনা করহ।

১২ প্রশ্ন।— তেতষা আরজী কাহাকে কহে কাহাকে কহে না, মুন্সেফ কি তেতষা আরজী লইতে পারেন যদিপি দ্বিতীয় তেতষা আরজী দাখিল হয় তবে তাহার প্রতি তেঁহ কি প্রকারে আবরণ করিবেন।

সমাপ্তঃ।





